



২৫ বছরে নতুন ও

বৈভবশালী ত্রিপুরা

প্রেস রিলিজ, ধর্মনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরার পূর্ণরাজ্য দিবসের ৫০

বছরপূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৫ বছরের জন্য "লক্ষ্য-২০৪৭", শীর্ষক এক

কর্ম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে এক

নতুন ত্রিপুরা ও বৈভবশালী ত্রিপুরা গড়ে তোলা। আজ পানিসাগর মহকুমা

শাসকের কার্যালয় ও মহকুমা হাসপাতালের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন

করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নবনির্মত দুটি ভবনের

দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে পানিসাগরের বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত

এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য

সরকার ২০১৮তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পানিসাগর মহকুমা শাসকের

কার্যালয় এবং মহকুমা হাসপাতাল নির্মাণের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন

করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় প্রধানমন্ত্রী

মোদির নেতৃত্বে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার গৃহ নির্মাণের জন্য গত ১৪ নভেম্বর

প্রথম কিস্তির ৪৮ হাজার টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া

হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দলমত নির্বিশেষে গৃহ বিতরণ করা

হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে অটল

জলধারা মিশন ও জলজীবন মিশনের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের ৪২ শতাংশ

বাড়িতে বিনামূল্যে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,

গ্রামীণ এলাকার রাস্তার উন্নয়নে রাজ্য সরকার পেভার ব্লকের মাধ্যমে রাস্তা

নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার গ্রামীণ এলাকায় পেভার

ব্লক রাস্তা নির্মাণের জন্য ৪১.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এখন

পর্যন্ত প্রায় ৫৫ কিলোমিটার পেভার ব্লক রাস্তা 🕟 এরপর দুইয়ের পাতায়

পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন

দলীয় কার্যালয়ে। এদের পিছু নেয়

শাসক দলের একদল উগ্র সমর্থক।

এরা বাগমা পার্টি অফিসে তালা

মেরে দিয়েছে বলেও অভিযোগ।

এরপর আর মনোনয়ন দাখিলের

ঝুঁকি নেয়নি সিপিআইএম নেতারা।

এদিকে, বগাবাসা প্যাক্স বিনা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল নেয় বিজেপি।

সিপিআইএম'র মহকুমা সম্পাদক

মানিক বিশ্বাস অভিযোগ করেছেন,

বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার

নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকার বাছাই

করা দুষ্কৃতিকারীরা এদিন বাগমায়

সন্ত্রাস চালিয়েছে। এদের সন্ত্রাসের

কারণে সিপিআইএম প্রার্থীরা এদিন

মনোনয়নপত্রই দাখিল করতে

পারেনি। এই ঘটনার পর

সিপিআইএম কর্মীরাই প্রশ্ন

তুলছেন, নির্বাচনের বছরখানেক

আগে থেকে যদি সিপিআইএম

প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে

তাহলে আগামী বিধানসভা ভোটে

এই দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করা যাবে না।

যেকোনও মূল্যেই সিপিআইএমকে

প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

কোনওরকম প্রতিরোধ ছাড়া

বিজেপিকে এভাবে ময়দান ছেড়ে

দিলে তারা সম্ভ্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা

দখলের চেষ্টা চালাবে। কমরেডদের

আরও 🏻 🌢 এরপর দুইয়ের পাতায়

নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ

মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা

দিয়েছে। এর পরই ছিলো

সিপিআইএম প্রার্থীদের মনোনয়ন

পত্র জমা দেওয়ার সময়। এ

ব্যাপারে অবগত ছিলো পুলিশও।

কিন্তু সিপিআইএম প্যাক্স নির্বাচনের

জন্য পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 41 Issue ● 12 February, 2022, Saturday ● ২৯ মাঘ, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

যার মুখ দেখে ভোট দিয়েছিলো ত্রিপুরা সেই মুখই আগরতলা ও বড়দোয়ালিতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সুবিধা অসুবিধা ভেবেচিন্তে। পারেন ২০২৩ বিধানসভার ভোটে উপনির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। তাতে এই দুইটি বিধানসভায় বিশেষ করে মর্যাদাপূর্ণ আগরতলা আর বড়দোয়ালি নিয়ে জোর আলোচনা, গুঞ্জন রয়েছে শাসক ও শাসকের বিক্ষুব্ধ শিবিরে। এই ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএমকে দূরে রাখা যায় অনায়াসে।কারণ দুইটি আসনের কোনটিই তাদের নয়। ভোটে এই দুটি আসনে বামেদের প্রার্থী থাকলেও আসন দুটি জেতার চেয়ে তাদের মনোযোগ বেশি থাকবে শাসক দলের ভাঙাচোরায়। যদি ধরে নেওয়া হয় ছয় মাসের মধ্যে শূন্য আসনে ভোট করাবে সরকার তাহলে এই সময়ে পাঁচ আসনে অকাল ভোট হবে। দিনটাকে আশিস দাসের বরখাস্তের দিন থেকেই গোনা উচিত এবং জুলাই মাসের আগেই ভোট করিয়ে নিতে হবে, সেটি এপ্রিল মে বা জুনও হতে পারে। সবটাই হবে সরকারের

প্রধানের নেতৃত্বে

মহিলার জমি দখল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি -প্রধানের নেতৃত্বে শাসক দলের

নেতারা দখল নিল এক মহিলার

কৃষিজমি। ৪০ বছর ধরে এই জমি

ওই মহিলার দখলে আছে। শুধুমাত্র

জোর করে জমি দখল করেই ক্ষান্ত

হচ্ছেন না নেতারা। দখল করা

জমির ওপর ঘর তৈরি করার কাজও

শুরু হয়ে গেছে। প্রকাশ্যে এই

ধরনের গুন্ডামির ঘটনায় এয়ারপোর্ট

থানায় মামলা করেছেন হাতিপাডার

বাসিন্দা শিপ্রা দেবনাথ। যদিও

লিখিত অভিযোগটি এফআইআর

হিসেবে এখনও গ্রহণ করার সাহস

দেখাতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় বড

নেতাদের নাম চলে আসায় পুলিশ

রীতিমতো ব্যাকফুটে চলে গেছে

বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের

তালিকায় প্রধান ছাডাও জেলা

পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য

ও এলাকার কয়েকজন বখাটের

নামও আছে। গোটা ঘটনা ঘিরে

ক্ষোভ তৈরি হয়েছে হাতিপাড়া

এলাকায়। নেতাদের নাম শুনে

পুলিশও কিছু করার সাহস দেখাতে

পারছেন না। এই কারণে ৭ গভা

জায়গা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে

শিপ্রাদেবীর। তাকে প্রাণে মারার

হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে বলে

বামেদের হটিয়ে গেরুয়া শিবিরের

ক্ষমতা দখল করার চার বছরের

মাথায় রাজ্যে বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব

খঁজে পেতে চলেছে সাধারণ মানুষ।

শনিবার সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস

কুমার সাহা'রা রাজ্যে আসার

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ।।

গুণীজনেরা বলেন, শত্রুর কাছ

থেকেও শিখতে হয়।

রাজনৈতিকভাবে বিতর্ক থাকলেও,

পাশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে

অন্তত শৈল্পিক নানা কিছু শেখার

আছে এ রাজ্যের। বঙ্গে বরেণ্য

শিল্পীদের মৃত্যুর পরে কিভাবে শেষ

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হয়, তা চোখে

আঙুল দিয়ে শিখিয়ে গেছেন

তদানিস্তন বাম সরকার। আর এখন

খ্যাতনামা যে কোনও শিল্পীর

প্রয়াণেই বর্তমান তৃণমূল সরকারের

পক্ষে রবীন্দ্র সদনের চৌহদ্দিতে

কিভাবে একেকজন শিল্পীকে শেষ

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, তা সকলেরই

জানা। জাতীয় পতাকা এবং

বিজেপির প্রার্থী বাছাইয়ে শাসক

১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত

শ্যাম সুন্দর কোং

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বর্তমানে রাজ্যের যে পরিস্থিতি জিতে ক্ষমতায় ফেরার পথ। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় কিন্তু এখন নয়। সেসব করা যেতে দলকে অনেক যত্নবান হতে হবে। পারে এই পর্যায়ে পেরিয়ে ২০২৩



বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্রকাশনী' দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন

কারণ, এই দুই আসনের অকাল ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার চির বিরোধী সুদীপ রায় বর্মণ- আশিস কুমার সাহা'দের রাজনৈতিক কেরিয়ারে ইতি টেনে দিতে পারেন। নিষ্কণ্টক করতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।।

সরকারি কাজে অনিয়মের চিহ্ন

নানা দিকেই ফুটে বের হচ্ছে।

কোভিড মোকাবিলায় ধলাই

জেলায় একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট

বসানো নিয়ে সরকারি টাকা নয়-ছয়

হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। টাকা

নয়-ছয়ের অভিযোগের সাথে

আরেকটি ব্যাপারও উঠে এসেছে

যে, বিশুঙালা ভালই জাঁকিয়ে

বসেছে দফতরগুলিতে। এই

অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো নিয়ে

প্রয়োজনের তুলনায় বেশি টাকা

খরচের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ,

তাদের তরফে পালটা অভিযোগ যে,

তাদের জরুরি ভিত্তিতে কাজ করার

আদেশ দেওয়া হয়েছে অথচ

তাদের বলা হয়নি প্ল্যান্টের ক্ষমতা

কত, কী ধরনের কাজ হবে, স্থানীয়

ঠিকেদার দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে

কাজ করাতে হয়েছে। জরুর

ভিত্তিতে কাজ করানো, বেশি টাকা

খরচ, তা নিয়ে অভিযোগ, পাতার

পর পাতা নোট---উদ্বোধনের যে

দিন ধরা হয়েছিল,তার অন্তত

পাল্লা দিয়ে প্রায় আধাআধিভাবে

শহরের দখল নিয়ে নিয়েছে

কংগ্রেস। দীর্ঘদিন পর শহর বুঝেছে

বিরোধী রাজনীতি ছাড়া শহর কার্যত

স্থবির। সুদীপ রায় বর্মণদের স্বাগত

জানানোর প্রস্তুতি এতেই ভিন্ন

শ্মশানঘাটে গান স্যালুটে কিভাবে

শিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শেষ

শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তাও সম্প্রতি

আগেই উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়েছে চেহারা নিয়েছে রাজধানী

বীর বিক্রম

অভিযোগ

এরপর দুইয়ের পাতায়

দেডমাস পর কাজ শেষ হয়েছে.

আগর তলা. ১১ ফেব্রুয়ারি।। সর্বত্র। শাসক দল বিজেপির সঙ্গে

সালের নিষ্কণ্টক বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে। তাহলে আজ কী করতে হবে ? এই পর্যন্ত যতটা জানা যায়, এই দুই কেন্দ্রে প্রার্থী নিয়ে স্বদলেই মতান্তর আছে। সেটি থাকারই কথা। সেই সব কাটিয়ে

অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালুর পর

অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হয়েছে। জুন

মাসে বলা হয় জলাইয়ের মাঝামাঝি

কাজ শেষ করতে. ১৫ আগস্ট

উদ্বোধন হবে। শেষ পর্যন্ত তা

হয়েছে অক্টোবরের মাঝামাঝি।

ততদিনে কোভিডের দ্বিতীয় ধাকা

কমে আসছে। কোভিড সময়ে

অক্সিজেন প্ল্যান্টের কাজের মত

জরুরি কাজের বিষয়ে 'এস্টিমেট'

নিয়ে এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে.

এই বাব থেকে ওই বাব পর্যন্ত নোট

চালাচালি চলেছে ডিসেম্বর মাস

পর্যন্ত। যে কাজ অক্টোবরে 'শেষ

গতিশীল প্রশাসন

হয়ে গেছে', সেই কাজের

'এস্টিমেট' আবার করে দেওয়ার

জন্য বলা হয়েছে নভেম্বর-ডিসেম্বর

মাসে। যে কাজ বছরের মাঝামাঝি

শেষ হয়ে রোগীদের জন্য চাল হয়ে

যাওয়ার কথা, সেই সময় থেকে ছয়

মাস পর, টেবিলের পর টেবিল

ঘূরে, এই অফিস, সেই অফিস করে

সিদ্ধান্ত হয়েছে, 'এস্টিমেট' আবার

করতে হবে। বিষয়টি কোভিড

মোকাবিলায় অক্সিজেন প্ল্যান্ট

আগরতলা। শনিবার আনুমানিক

সাডে এগারোটায় মহারাজা

সুদীপবাবুদের স্বাগত জানাতে

হাজির থাকবেন কয়েক হাজার

মানুষ। তাদেরকে বাইক মিছিল

করে শহরে নিয়ে আসা হবে

তা একদিকে যেমন সরকারের

দূরদৃষ্টির অভাবকে প্রকাশ্যে আনে,

অন্যদিকে শিল্পীদের প্রতি চূড়ান্ত

বিমাবন্দরে

দ্টমেট' বদলানোর আদেশ

নিজে। এবারও তিনি তাই করতে পারবেন আশা করা যায়। তবে এ অবধি যা শোনা যায় অনেক আকাঙ্ক্রির নাম। দিন যত এগোবে আকাঞ্জির সংখ্যাও বাডবে এটি বলাই বাহুল্য। আগরতলা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর ডান হাত হিসাবে পরিচিত রাজীব ভট্টাচার্যের নাম এসেছে। আরও শোনা যায়, এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক নিজে। আবার ৮ বড়দোয়ালি কেন্দ্রে যুবনেতা টিংকু রায় অগ্রণী। তাছাড়া পাপিয়া দত্তের নামও রয়েছে। শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেবের নামও।স্বাভাবিকভাবেই স্বদলীয় চাপ রয়েছে, থাকবে। আবার এই চাপ থেকে বেরিয়ে আসার পথও থাকবে নিশ্চয়ই। এই সময়ে দরকার সেই ২০১৭-১৮ সালের সেই ইমেজ নিয়ে মাঠে নেমে আসা।

বসানো নিয়ে,কোনও তৈরি

পেভমেন্ট ভেঙে আবার নতুন

ডিজাইনে বানানো নয়। যদি

'এস্টিমেট' নিয়ে আপত্তি থাকে, যা

নিয়ে ফাইলে নোটের পাহাড, সেই

কাজ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ

রাখার নির্দেশ কী দেওয়া হয়েছিল!

খোয়াইয়ে প্রায় একই রকমের প্ল্যান্ট

বসানোর চেয়ে ছৈলেংটার প্ল্যান্ট

বসানোর খরচ প্রায় দ্বিগুণ, এই প্যাঁচ

কাটাতে নোটের চালাচালিতে

কয়েকমাস সময় কেটে গেছে।

অথচ প্ল্যান্টের ক্ষমতা অনুযায়ী

তাতে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের তার কী

রকম হবে, আর তারের দাম কত,

সেটি জানতে প্ল্যান্ট যারা

বানিয়েছেন তাদের একটি ফোন,

ই-মেল অথবা যারা এই কাজ

কর্ছেন দফতরেরই দক্ষ

ইঞ্জিনিয়ার,তাদের ফোন করেই

প্রাথমিকভাবে জানা যায়

বিষয়গুলি। জরুর অক্সিজেন

প্ল্যান্টের পাওয়ার সাপ্লাই ক্যাবলের

খরচের 'এস্টিমেট' নিয়ে কেটে

গেছে কয়েক মাস! কোভিডের

সেকেন্ড ওয়েভের মাঝামাঝি প্ল্যান্ট

বসানোর 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

কোভিড বিধির মান্যতা দিয়েই

শহর বুঝবে সুদীপবাবুরা এতদিন চুপ

থাকলেও তাদের ছাডা রাজনীতি

কার্যত অচল।শাসক দলের বিধায়ক

পদে ইস্তফা দিয়ে তারাই এখন

থেকে বোঝাবে বিরোধী দলের

ক্ষমতা। যতদুর জানা গেছে,

বিমানবন্দর

এরপর দুইয়ের পাতায়

উঠে নানান সময়ে জয়ে পৌছার

সঠিক দিশা নির্ণয় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী

এই কথা ভুললে চলবে না সেদিন দোর্দগুপ্রতাপ বাম শাসনের বিপরীতে সাব্রুম থেকে চুরাইবাড়ি সারা রাজ্যের মানুষ একজনের মুখের দিকে চেয়েই সরকার পরিবর্তনে পথে নেমেছিলেন। সেই মুখটি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ষাট কেন্দ্রে সেদিন একজনই প্রার্থী ছিলেন বিজেপির।ইনি বিপ্লব কুমার দেব। আজও সেই ইমেজ আর প্রতাপ দরকার হয়ে পড়েছে দমকা হাওয়া মিশ্রিত ঝড়ের সময়ে। তাই এই দুই কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজেরই প্রার্থী হওয়া দরকার। তাতে জয় যেমন নিশ্চিত হবে নির্বাচনের দিনক্ষণও এসে যাবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।।

টিচার্স রিত্রুটমেন্ট বোর্ড,

ত্রিপুরা(টিআরবিটি) গ্র্যাজুয়েট

টিচার (জিটি) এবং পোস্ট

গ্র্যাজুমেট টিচার(পিজিটি) নিয়োগের জন্য সরকারের কাছে

প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করে

পাঠিয়েছে। ২০২০ সালে নভেম্বরে

সিলেকশন টেস্ট ফর গ্র্যাজুয়েট

টিচার(পিজিটি)'র নোটিফিকেশন

হয়েছিল, পরীক্ষা হয় ২০২১ সালের

সেপ্টেম্বরে, ফল বের হয় গত

ডিসেম্বরে। শুক্রবারে সুপারিশ

সরকারকে দেওয়া হয়েছে।

পিজিটি'র নোটিফিকেশন, পরীক্ষা

হয়েছিল সেই এক সময়ে, ফল বের

হয় একই দিনে, শুক্রবারে পিজিটি

প্রার্থীদের নামও সূপারিশ হয়েছে।

জিটির জন্য ১৬২ জনকে সুপারিশ

করা হয়েছে, এসসি ৬, এসটি ১৪১,

ভিন্নতর সক্ষম ১১। জিটি'র ক্ষেত্রে

পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৩০২৫ জন,

পাশ করেছেন ৮৯৬ জন। খালি পদ

১৭৫। পিজিটি'র ক্ষেত্রে ৩৬ প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে, সাধারণ ১১, এসসি ৭, এসটি ১৮ প্রার্থী। খালি পদ ৬৪। শিক্ষাবিজ্ঞান সহ তিনটি বিষয়ে কোনও প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়নি, কোনও প্রার্থী ছিলেনই না। মোট নয় বিষয়ে শিক্ষক চাওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞান, অঙ্ক, বাণিজ্য, বাংলা, ইংরাজি, ইত্যাদি বিষয়ে কোনও শিক্ষক চাওয়াই হয়নি। • এরপর দুইয়ের পাতায় l

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আমবাসা, ১১ ফব্রুয়ারি।। ধলাই জেলা সদর আমবাসা। চারিদিকে পার্বত্য টিলা ভূমিতে ঘেরা যে শহরে একটি ভালো মাঠের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব কৈশোর। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, দুই দশক আগেও শহরের প্রান কেন্দ্রে ছিল সবুজ গালিচায় পরিপূর্ণ চান্দ্রাইপাড়া স্কুল মাঠ। যে মাঠ একসময় এই রাজ্যকে উপহার দিয়েছে বহু ক্রীড়া প্রতিভাকে একসময় আন্তর্জাতিক মানের বহু ফুটবলার পর্যস্ত যে মাঠে তাদের পায়ের যাদু প্রদর্শন করে গেছে সেই চান্দ্রাইপাড়া মাঠ এখন যেন অতীতের কঙ্কাল হয়ে অপমৃত্যুর প্রহর গুনছে। একদিকে ধলাই



এখন হ্রাস পেয়ে একখন্ড জমিতে পরিনত হয়েছে। আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও শিশু কিশোরদের পক্ষে পা ফেলা বিপজ্জনক। কারণ, এই মাঠের আশপাশে রয়েছে বেশ কিছু আঁৎকা ধনীর বাস। সরকারী অর্থের লুটপাট আর দুই নম্বরী ,তিন নম্বরী কামাই দারা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠা ঐ সব ব্যাক্তিরা গড়ছে তিন-চার তল বিশিষ্ট বিশাল বিশাল প্রাসাদ। আর ঐ সব প্রাসাদ নির্মানের 🎍 এরপর দুইয়ের পাতায়

শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে আৎকা ধনীদের বিলাসিতায়!

বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যে কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা আবারও দেখিয়ে দিলো সিপাহিজলা জেলার আরেকটি ঘটনা। তিনদিন আগে এলাকার একটি ঘটনা গোটা রাজ্যকে নাডা দিয়েছিল। সেই এলাকারই আরেকটি ঘটনায় পুলিশ ও শাসক দলের নেতারা ১২ জনের বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নিয়ে মীমাংসার জন্য চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ। গাছের সাথে উলঙ্গ অবস্থায় এক নারী-পুরুষকে বেঁধে রাখার মত ঘটনায় যদি অপরাধীরা পার পেয়ে যায় তাহলে শ্লীলতাহানি ও মারধরের মামলায় যে পুলিশ কি রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা সহজেই অনুমেয়। ঘটনা গত সোমবার। টাকারজলা 🎍 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আস্ত একটা

গ্রামের মানুষ গত রাতে খুন হওয়া প্রতিবেশীর মরদেহ নিয়ে গোটা গ্রাম ঘুরে মিছিল করছে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে। সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু করেছে পুলিশ এবং প্রশাসনকে বাধ্য করার জন্য। পুলিশও ছুটে এসেছে। অবরোধকারীদের তুলে দেওয়ার যাবতীয় চেষ্টাও চলেছে। কিন্তু গত সন্ধ্যায় পিটিয়ে খুন করে ফেলা ব্যক্তির পরিবারের তরফ থেকে খুনের দায়ে যারা অভিযুক্ত তাদের নামধাম দিয়ে থানায় অভিযোগ করেছে। অথচ সেই অভিযুক্তরাই পুলিশের সামনে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে, বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার না করে আইনের শাসন প্রমাণ করতে মৃতদেহ নিয়ে



রাস্তা অবরোধকারীদের হটিয়ে দেওয়ার যাবতীয় চেস্টা চালিয়েছে। এটাই নাকি এলাকা শান্তিপূর্ণ রাখার একমাত্র রাস্তা। সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, স্থানীয় বিধায়ক সুধন দাস থানার ওসিকে স্পষ্ট বলছেন, অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের গ্রেফতার করুন। ওসি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন চিত্র দেখা গিয়েছে শুক্রবার বিলোনিয়া রাজনগরে।

তেমনি রাজনৈতিক শত্রু হবে নির্মূল। জয়ের পর তিনি তিনটি কেন্দ্রের যে কোনও দুটি আসনে পদত্যাগ করে নিলে সাংবিধানিক তাৎক্ষণিক জটিলতা যেমন কেটে যাবে তেমনি আরও ছয় মাস হাতে পেলে ২০২৩ বিধানসভার সাধারণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আগামী বিধানসভা ভোটে এলাকার পরিস্থিতি কি হতে পারে তার একটা ট্রেলর দেখিয়েছে বিজেপির ক্যাডাররা। আর সিনেমা শুরুর আগে ট্রেলর দেখেই ভয়ে পালিয়েছে বিরোধী সিপিআইএম'র



বগাবাসায়। আগামী বিধানসভা থেকে নির্দেশ আসে মনোনয়নপত্র ভোটে বিজেপি যখন ক্ষমতা জমা দেওয়া যাবে না। এরপর সিপিআইএম'র তরফে একটু দখলের স্বপ্ন দেখছে, তখন নির্বাচনের বছরখানেক আগে হইহট্রগোল করার চেস্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু শাসক দলের শাসক দলের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত করে পিছিয়ে আসায় বামেদের সমর্থকেরা এতটাই মারমুখী ছিলো ইচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু যে সিপিআইএম নেতা-কর্মীদের করেছেন অনেকে। তাদের বক্তব্য, পিছিয়ে আসতে হয়েছে। বামেদের বাগমার বগাবাসা প্যাক্স নির্বাচনের এক কর্মীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সীমা বিজেপির লোকজনেরা বেধড়ক ছিলো এদিন। অভিযোগ, এলাকার পিটিয়েছে বলেও খবর। আর তা দেখে ভয়ে সিপিআইএম নেতারা

শহরের একটি বেসরকারি জড়িয়ে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

শুভাকাঙ্খী এবং গুণগ্রাহী অনেকেই হাসপাতালে যান। সেখান থেকে রীতিমতো শোক মিছিল করে প্রয়াতাকে প্রথমে উনার বড়জলাস্থিত বাড়িতে এবং পরে কয়েক মিনিটের জন্য কের চৌমুহনিস্থিত বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে সরাসরি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। আর ওই ভবন প্রাঙ্গণেই শিল্পীকে তাঁর বিদায় বেলায় রীতিমতো অসম্মানিত করা হলো। এদিন, যেসব সংস্থার উদ্যোগে শিল্পীকে রবীন্দ্র ভবনে নিয়ে আসা হয়, তাদের তরফে শবদেহ রাখার জন্য কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। বিদায়ী এই আয়োজনে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর

হাসপাতালে গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রয়াণের খবরটি সংশ্লিষ্ট শিল্পী মহলে ছড়িয়ে পড়তেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাঁকে সেদিন দাহ করা হবে না। পরিবারকে অনুরোধ করা হয়, শুক্রবার মধুছন্দাদেবীর নিথর দেহটি শেষবারের জন্য রবীন্দ্র ভবনে নিয়ে যাওয়া হোক। স্বামী আশিস চক্রবর্তী এবং একমাত্র পুত্রসস্তান অভিষেক মায়ের প্রয়াণের সময় হাসপাতালে থাকা সত্ত্বেও, উনারা দু'জনই শিল্পীদের 'আবেগ'কে মেনে নেন। সেই মোতাবেক, শুক্রবার সকালে বেসরকারি হাসপাতালটিতে ভিড়

জমাতে শুরু করেন শহরের জ্ঞানী-গুণী শিল্পীরা। প্রয়াতার

দেখেছেন লাখো লাখো

সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। শুক্রবার শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ভেতরে যে করুণ চিত্র ফুটে উঠলো,

অবহেলাও ধরা পড়ে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৫০ মিনিটে রাজ্যের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী

মধুছন্দা চক্রবর্তীর প্রয়াণ ঘটে।

সোজা সাপ্টা

প্রধান প্রতিপক্ষ

শহর আগরতলা আজ কতটা জেগে উঠে তা দেখার অপেক্ষায় থাকবে ডান-বাম-রাম সব রাজনৈতিক দলই। শাসক বিজেপি-র সঙ্গে সবরকমের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দুই প্রভাবশালী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও আশিস কুমার সাহা এখন কংগ্রেসে। আর কংগ্রেসে ফিরে আসার পর তারা আজ নিজের শহরে ফিরছেন। বিজেপি ছাডার আগে সুদীপবাবুরা গোটা রাজ্যেই জনসম্পর্ক অনুষ্ঠান করে গেছেন। বলা চলে, খানিকটা প্রস্তুতি নিয়েই তারা দিল্লি গেছেন। আজ তাদের শহরে আসা। গত কয়েকদিনে এশহরে কংগ্রেস যেন জেগে উঠেছে। আজ কিছুটা হলেও বোঝা যাবে যে, সুদীপ-দের কংগ্রেসে ফেরা নিয়ে শহরবাসী কতটা তৈরি। কিছুদিন ধরেই সুদীপ বাহিনী বনাম বর্তমান শাসক দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছিল। এখন তো অন্য রাজনৈতিক দলে সুদীপ-রা। আগরতলা শহর বরাবরই বিধানসভা ভোটে বিরোধী দলকে এগিয়ে রেখেছে। এই অবস্থায় সুদীপ, আশিস-রা বিরোধী দলে গিয়ে তাদের ইমেজ বা জনপ্রিয়তা কতটা ধরে রাখতে পারছে তার একটা ঝলক হয়তো আজ দেখা যেতে পারে। তবে সবাই যে পথে নামবে তা নয়। কেননা বিজেপি এখনও ক্ষমতায়। ফলে বাইরে বিজেপি ভেতরে কংগ্রেস হয়েও অনেকে আজ হয়তো পথে নামবে না। অবশ্য এটা বেশি করে দেখার যে, সুদীপ, আশিস-রা কংগ্রেস ফিরে গোটা রাজ্যে শাসক-বিরোধী আন্দোলন কতটা গড়ে তুলতে পারেন। কংগ্রেস দুর্বল থাকায় কিছু কিছু জায়গায় তৃণমূল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এখন দেখার, সুদীপ-রা ওই তৃণমূলিদের কংগ্রেসে আনতে পারেন কি না। এরাজ্যে কংগ্রেসই যে প্রধান প্রতিপক্ষ তা প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু এখন সুদীপ, আশিস-দের।

তিন বছর পর চার্জ গঠন

 আটের পাতার পর - মূলতঃ ঠিকেদারিতে দিশ্বকে কেন্দ্র করে এই হত্যা হয়েছিল। মিলনচক্রে মূল অভিযুক্ত প্রাণজিতের একটি ফাস্টফুডের দোকান ছিল। খুনের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিশ্বজিতের স্ত্রী অয়নিকা পালকে সচিবালয়ে একটি চুক্তির ভিত্তিতে চাকরি দেন। কিন্তু তার চাকরি এখনও পর্যন্ত নিয়মিত করা হয়নি। জানা গেছে, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বিশ্বজিৎ পাল কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই ভাল রাত হয়। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিশ্বজিৎ-কে তার স্ত্রী ফোন করে কোথায় আছে জানতে চান। তখন তিনি জানান মিলনচক্রে আছেন। একটা সভা সেরে বাড়ি যাবেন। প্রায়ই বিশ্বজিৎ কাজ সেরে রাতে এলাকারই প্রাণজিৎ ভৌমিকের বাড়ি যান। প্রাণজিৎ-এর বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন বিজেপি'র বৈঠক হয়। বিশ্বজিৎ-এর এই বাড়িতে নির্বাচনের আগে থেকেই আসা-যাওয়া। রাত ১২ টা নাগাদ বাড়ির কাছে গুলির আওয়াজ পান এলাকার লোকজন। বিশ্বজিতের ছোট ভাই অভিজিৎকে প্রাণজিৎ ফোন করে জানায়, তার ভাই রাস্তায় পড়ে আছে। অভিজিৎ, বিশ্বজিতের স্ত্রী-সহ বাড়ির লোকজন ছুটে যান। তারা গিয়ে বিশ্বজিতকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পান। পাশেই দাঁড় করানো ছিল তার স্কৃটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে যায়। বিশ্বজিতের বুকের বাম দিকে একটি গুলি ছিল। বিশ্বজিতের স্ত্রীর অভিযোগ, প্রাণজিৎই তার স্বামীকে খুন করেছে। পুলিশ তদন্তে জানতে পারে জমি কেনা-বেচা নিয়ে প্রাণজিতদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়েছিল বিশ্বজিতের।এছাড়া ওয়ার্ড এলাকায় ঠিকেদারীর কাজ নিয়েও বিশ্বজিৎ চাইছিল নতুনরা সুযোগ যাতে পায়। কিন্তু প্রাণজিৎ নিজেরাই সব বরাত পেতে চাইছিল। এসব নিয়েই রাত ১২টা নাগাদ বিশ্বজিতের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছিল প্রাণজিতের। ঘটনাস্থলেই গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে। পুলিশ পরবর্তী সময়ে নাইন এমএম পিস্তল-সহ ৫ রাউন্ড গুলি জলাশয় থেকে উদ্ধার করে। প্রাণজিতও শুরুতে হত্যার দায় পুলিশের কাছে স্বীকার করে নেয়। এরপরও সাড়ে তিন বছর কেটে গেছে মামলার চার্জ গঠন হতে। সরকার পক্ষে এই মামলা শুনানির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্পেশাল পিপি সম্রাট কর ভৌমিককে।

ভুল তথ্য

আটের পাতার পর - পুলিশ উদ্ধার করেছে বেলাবর থেকে। একই সঙ্গে স্থানীয়রা মেয়েটি উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় সম্ভুষ্টি প্রকাশ করেছে। কিন্তু সব কিছুতেই ছাপিয়ে গেছে ভুল তথ্য দেওয়া।একজন এআইজি পর্যায়ের পুলিশ অফিসার এক থানার সাফল্যকে অন্য থানার বলে বিবৃতি প্রকাশ করে দিলো। পুলিশ সদর দফতর থেকে এই বিবৃতি প্রকাশের পর পাল্টা কোনও কিছু বলাও হয়নি। ভুল সংশোধন কবাব\ও কথা বলা হয়নি।

থানার দ্বারস্থ

• **আটের পাতার পর** - প্রত্যাহার করে নিতে। তিনি আরও বলেন, ৯ মাস আগে সেই ঘটনার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও আজ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনগর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদস্ত করতে ওই এলাকায় যায়নি। তাই শেষ পর্যন্ত মহিলাকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় ছুটে আসতে হয় অভিযোগ জানাতে। তিনি চাইছেন পুলিশ যেন ঘটনার তদন্ত করে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্টেডিয়াম

সাতের পাতার পর কি করে ? এমবিবি-র স্টেডিয়াম গোটা রাজ্যের ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের। সেখানে শুধুমাত্র দুইজন সদস্য কিভাবে এই ধরনের এক বিশাল অনিয়মকে প্রশ্রয় দিলো। রাজ্যে ভরাডুবির মুখে ক্রিকেট। বলা যায়, এই ভরাডুবি আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে টিসিএ-র এই সিদ্ধান্তে। গোল্লায় যাক ক্রিকেট। আগে রাজনীতি তারপর ক্রিকেট। সুতরাং বীরেন্দ্র সেওয়াগ বা দেবাশিস মহান্তি-র স্বপ্নের এমবিবি স্টেডিয়াম আজ সকলের আড়ালে হয়তো কাঁদছে। কিন্তু সেটা দেখার কেউ নেই। আরও বেশি করে কাঁদানোই যেন নেতাদের লক্ষ্য।

বিপক্ষে

এবং হেডেন ওয়ালশের জুটি। উইকেট কামড়ে পড়েছিলেন তাঁরা। এত পরিশ্রম ভারতকে বাকি উইকেট পেতেও করতে হয়নি। শেষমেশ জুটি ভাঙেন মহম্মদ সিরাজ। ফেরান ওয়ালশকে।

মধুছন্দা, ক্ষোভ

গেলেও, রবীন্দ্র ভবন কর্তৃপক্ষ বা দফতরের আধিকারিকদের তরফেও বিষয়টিতে কোনও নজর দেওয়া হয়নি। যা হওয়ার তাই হলো। শিল্পী মধুছন্দা চক্রবর্তীকে শববাহী গাড়ি থেকে নামিয়ে সটান শুইয়ে দেওয়া হলো রবীন্দ্র ভবনের প্রান্তিক একটি বারান্দায়। ওই মাটিতে শুইয়ে রাখা নিথর দেহে-ই, একে একে শহর তথা রাজ্যের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী-যন্ত্ৰশিল্পী-বাচিকশিল্পী সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই তাকে শেষ শ্ৰদ্ধা জানান। শিল্পী মধুছন্দাদেবীর নিজের সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরাও এদিন রবীন্দ্রভবনে এসে শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যান। কিন্তু যে কায়দায় শিল্পীকে এদিন শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, তা সম্প্রতিকালে চোখে পড়েনি শহরের শিল্পী মহলের কারোরই। যে কোনও শিল্পীর প্রয়াণে রবীন্দ্র ভবনে শবদেহ নিয়ে যাওয়া হলে, হয় শববাহী গাড়িতেই দেহটি থাকে অথবা নিদেনপক্ষে একটি লম্বা মাপের টুল বা টেবিল জোগাড় করা হয়! শুক্রবার সেটুকু থেকেও বঞ্চিত থাকলেন শিল্পী মধুছন্দা। এদিন, উনার শোকমিছিলে যে গাড়িটি সবচেয়ে শুরুর দিকে ছিলো, তাতে বড় হরফে লেখা ছিলো— 'প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী মধুছন্দা চক্রবর্তী'। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, শেষ শ্রদ্ধা জানানোর আয়োজন যারা করেছেন, উনাদের চোখে শিল্পী 'প্রথিতযশা'— কিন্তু এমন মাপের একজন শিল্পীকে রবীন্দ্র ভবনে প্রায় দেড়ঘণ্টা মাটিতেই শুইয়ে রাখা হলো কেন ? এদিন, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রীও শিল্পীকে এসে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এদিন মুখে মুখে সকল শিল্পী এবং উপস্থিত সংস্কৃতিপ্রেমীরা একটাই কথা বলাবলি করেছেন— রবীন্দ্র ভবনে কী একটা কাঠ বা আয়রণের চার ফুট সাইজের খাট-মতো তৈরি করে রেখে দেওয়া যায় না ? এভাবে শিল্পীদের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর কুপণতা কবে শেষ হবে ? গত কয়েকদিন আগে, রাজ্য সরকারের 'নজরুল স্মৃতি পুরস্কার'-এ সম্মানিত শিল্পী পঙ্কজ মিত্রকে শববাহী গাড়ির ভেতরে ঢকিয়ে রেখেই ১০-১২ জন মিলে রবীন্দ্র ভবন চত্বরে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এভাবে আদতে একজন শিল্পীর সারা জীবনের শ্রম, মেধা এবং মননকে অপমান করা হয়। দেখার, এই খবরের পর রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতর বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিনা।

ফরোয়ার্ড, রামকৃষ্ণ

 সাতের পাতার পর ক্লাবকে খেতাবের অন্যতম দাবিদার বানিয়েছে এই ভিনরাজ্যের ফুটবলাররা। এদের সাথে স্থানীয়দের চমৎকার বোঝাপড়াও গড়ে উঠেছে। লিগ শুরু করেছিল চমৎকারভাবে। কিন্তু পর পর দুইটি ম্যাচ হেরে কিছুটা ছন্দ হারিয়ে ফেলে ফরোয়ার্ড ক্লাব। মূলতঃ মাঝমাঠের ব্যর্থতা ওই সময় প্রকট হয়। যদিও সুপারের প্রথম ম্যাচের আগের দিন ফরোয়ার্ড কোচ সুভাষ বোস বলেছেন, মাঝমাঠ নিয়ে আপাতত কোন সমস্যা নেই। আশা করছি, ফুটবলাররা তাদের সেরাটা খেলবে। আমি একশো শতাংশ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। প্রতিপক্ষ রামকৃষ্ণ ক্লাবকে যথেষ্ট সমীহ করছেন। তারপরও ভরসা রাখছেন টিম গেমের উপর। রামকৃষ্ণ ক্লাবের কোচ আবার মনে করেন, ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিদেশিরা অবশ্যই ফ্যাক্টর। তবে এদের জন্য ম্যান মার্কিং নয়, জোনাল মার্কিং-র ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম ম্যাচ সব সময়ই ভাইটাল। ম্যাচটি জেতার অর্থ খেতাবি দৌড়ে অক্সিজেন পাওয়া। অন্যদিকে, পরাজয় মানেই খেতাব থেকে দূরে সরে যাওয়া। বিষয়টা মাথায় রেখেই আগামীকাল উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে খেলতে নামছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। এদিকে, সুপারের ম্যাচে মাঠে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকবে বলে জানা গেছে। মাঠের ভেতরে বা গ্যালারিতে যেকোন সময় সামান্য ঘটনাতেই মাঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রাথমিক পর্বে এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এমনকি হেনস্থা হতে হয়েছে রেফারিকেও। সুপার লিগে যাতে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেই ব্যাপারে সচেষ্ট টিএফএ। তবে ফুটবলপ্রেমীরা বলছেন, কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সুপার লিগের ম্যাচণ্ডলি অনুষ্ঠিত হবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে রেফারিদের উপর। কারণ এটা মানতেই হবে, চলতি মরশুমে রেফারিং-র নাম মোর্টেই প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি।

ড্র করেছে। অর্থাৎ সুপার লিগের চারটি দলই লিগে পরাজয়ের মুখ দেখেছে। সুপার লিগে ৯ পয়েন্ট।

নিভর করবে

এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ পয়েন্ট না পেলে কোন দলের পক্ষেই হয়তো লিগ জেতা সম্ভব হবে না। সুপার লিগে যেহেতু প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ তাই চার দলের সামনে জয়ই একমাত্র লক্ষ্য থাকবে। সুভাষ বোস, সুজিত হালদার, খোকন সাহা ও কৌশিক রায়। রাজ্যের এই চার ফুটবল কোচেরও পরীক্ষা হবে সুপার লিগে। চার কোচের ফুটবল বুদ্ধি তাদের দলকে কতটা এগিয়ে দিতে পারে তাও দেখা যাবে সুপার লিগে। লিগের খেলার পর কিন্তু কোন দলকেই আগাম চ্যাম্পিয়ন বলা যাচ্ছে না। লিগে কোন দলই প্রত্যাশিত ফুটবল খেলতে পারেনি। তবে লিগ ভূলে এখন সুপার ফোর। এখানে প্রতিটি ম্যাচে আলাদা আলাদা লড়াই হবে। চার দলের ফুটবল কোচের ফুটবল বুদ্ধির লড়াই হবে প্রতিটি ম্যাচে। চার দলই কিন্তু আশাবাদী যে, এবার তারা জিতবে লিগ। অবশ্য সুপার লিগে যেহেতু শূন্য পয়েন্টে খেলা শুরু তাই চার দলের সামনেই সুযোগ লিগ জেতার। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত এবারের লিগ কার দখলে যায়।

পুলিশ

 প্রথম পাতার পর গোলাঘাটিতে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে দুই পরিবারের মধ্যে মারপিটের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় এক মহিলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। নব্য নেতা স্বপন পাল ও তার পক্ষে আরও তিন পরিবারের মোট ১২ জন মিলে তাদের বাড়িতে হামলে পড়ে বলে অভিযোগ। যেখানে নেতা আছে তার পক্ষেই অন্যরা চলবে তা স্বাভাবিক। যা হবার তাই হল। অভিযোগ, গত দেড়-দুই মাস ধরে দুই পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ চলছে। গত সোমবার সকালে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কথা কাটাকাটির মধ্যেই উভয় পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। অভিযোগ, স্বপন পালের নেতৃত্বে মোট ১২ জন মহিলা-পুরুষ মিলে অপর বাড়িতে হামলা চালায়। নিজের বাড়ি রক্ষা করতে আসলে মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তার পরনের জামা কাপড়ও ছিড়ে দেয় অভিযুক্তরা।এক সময় সেই গৃহবধূ জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করে দেওয়া হয়েছিল জিবি হাসপাতালে। জানা গেছে, গৃহবধূ এখনও শয্যাশায়ী। ডাক্তারের পরামর্শে হয়তো তার অপারেশনও লাগতে পারে। ঘটনার পরদিন ১২ জনের বিরুদ্ধে টাকারজলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ, এরপর থেকেই নেতারা সেই পরিবারটিকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। পুলিশ তো নেতাদের কথাতেই হাঁটবে। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তরা গ্রেফতার তো দূরের কথা মামলাই গ্রহণ করেনি টাকারজলা থানার পুলিশ।

আৎকা ধনীদের বিলাসিতায়!

• প্রথম পাতার পর ইট, পাথর কংক্রিট, বালি এসব কিছুর মজুত খানা হচ্ছে শিশু কিশোরদের প্রানপ্রিয় এই এক চিলতে মাঠ। ঐসব আৎকা ধনীর দল তাদের প্রাসাদের মশলা মাখার কাজটিও এই মাঠেই করছে। এখানেই শেষ নয় অনেকেরই প্রাসাদতুল্য গাড়ির সাথে রয়েছে দামী গাড়িও। কিন্তু সামনে সরকারী মাঠ থাকতে বাড়ীতে গ্যারেজ বানায় কোন গাঁধা। ফলে গোটা মাঠ জুড়ে এবড়ো খেবড়ো অবস্থার পাশাপাশি কংক্রিটের ছোট ছোট টুকরা সহ ময়লা আবর্জনায় অবস্থা এমন যে এই মাঠে দৌড়ঝাঁপ করতে গেলে যেকোন সময় পা চৌচির হয়ে রক্তপাত অবশ্যাম্ভাবী। তারপরও অরুন দাস নামক একজন ক্রীড়াশিক্ষক মাঠটি এক পাশে ৪০-৫০ জন শিশু কিশোরকে নিয়ে প্রত্যহ অপরাহনে যোগা ট্রেনিং সহ নানাবিধ শারীরিক কসরত করাতেন। এরজন্য প্রত্যহ মাঠের ঐ অংশটিকে ঝাডাই সাফাই করতে হত অরুন বাব এবং উনার ছাত্র ছাত্রীদের। কিন্তু গত কিছুদিন যাবত তাও করতে পারছেন তিনি। কারন বর্তমানে দৃশ্যত: উপার্জনহীন জনৈক অনিমেষ সরকার নামের এক ব্যক্তি মাঠ সংলগ্ন তার বাডিতে চারতলা বিল্ডিং বানাচ্ছেন। আর কোটি টাকার এই বিল্ডিং নির্মাণের যাবতীয় সামগ্রী মজুত থেকে শুরু করে ক্রেচার মেশিন বসিয়ে ইট ভাঙ্গার কাজ পর্যন্ত এই মাঠেই করছেন। এক্ষেত্রে কয়েক বছর শিক্ষা দফতর চুক্তিবদ্ধ বাস্তকার হিসেবে কাটানোর পর অকস্মাৎ চাকুরী ছেড়ে দেওয়া এই ব্যাক্তির কোটি টাকার রহস্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে সেই দিকের অবতারণা মুলতবি রাখা হল ভবিষ্যতের জন্য। বিগত বেশ কিছু দিন যাবৎ অনিমেষ তার প্রাসাদ নির্মাণের জন্য মাঠটি ব্যবহার করছে কিন্তু মাঠটির কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ স্কুল কর্তৃপক্ষ বরাবরের মতোই এবারো নিরব দর্শক। এই বিষয়ে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক দয়ানন্দ দেববর্মাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, প্রত্যেকদিন তিনি মাঠে গিয়ে অনিমেষ সরকারকে নিষেধ করেন কিন্তু উনার নিষেধ শুনছেনা। একটি দ্বাদশ স্কুলের ডেজিগনেটেট প্রধান শিক্ষকের পক্ষে যা অত্যন্ত লজ্জ্বাস্কর ও হাস্যাস্পদ বক্তব্য। কারন একজন প্রধানশিক্ষক নিজে প্রত্যেকদিন গিয়ে উনার অধীনস্থ মাঠ অপব্যবহারে নিষেধ করছেন অথচ অপব্যবহারকারী তা গ্রাহ্য করছে না , আবার তিনি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নিচ্ছেন না। এই গল্প কোন ভাবেই খাপ খায়না। তবে এলাকায় লোকশ্রুতি রয়েছে যে এই মাঠকে বিভিন্ন অবৈধ কাজে ব্যবহার করতে দিয়ে প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের কামাই নাকি মন্দ নয়। দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর যাবৎ দয়ানন্দ বাবু এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে। আর উনার কার্যকালেই মাঠটির অপব্যবহার সর্বাধিক। নেপথ্যে নাকি সেই অপকামাই। অর্থাৎ এলাকার শৈশব ও কৈশোর ইট পাথরের স্তুপে হারিয়ে যাওয়ার পেছনে ঐসব স্বার্থান্বেষী আৎকা ধনীদের পাশাপাশি

 প্রথম পাতার পর থেকে সোজ এখানে জাতীয় নেতা-নেত্রীদের স্মৃতির উদ্দেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এরা রওনা দেবেন কংগ্রেস ভবনের উদ্দেশে। এখানেই তাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে প্রদেশ কংগ্রেস। এই অনুষ্ঠানে সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কর্মার সাহা ছাডাও উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার দায়িত্ব প্রাপ্ত ড. অজয় কুমার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা এবং কংগ্রেস নেতা গোপাল রায়। এরপর তারা তাদের বক্তব্য রাখবেন।জানা গেছে, বিজেপি ছেড়ে দেওয়ার পর এই প্রথম প্রকাশ্যে মুখ

খুলবেন সুদীপবাবু। তার সদ্য প্রাক্তন বৈভবশালী ত্রিপুরা

জন্য ২২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পেভার ব্লকের মাধ্যমে নির্মিত রাস্তা ১০ বছর পর্যন্ত কোন মেরামতি করা ছাড়া অক্ষত থাকতে পারে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার এমএসপি'র মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ১৯টাকা ৪০ পয়সা দরে ধান ক্রয় করছেন। যেখানে আগে কৃষকরা প্রতি কেজি ধান বিক্রি করে ১১ থেকে ১২ টাকা করে পেতেন। এই ধান ক্রয় করে মিলিং এর মাধ্যমে চাল তৈরী করে রেশনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান সময়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি নায্যমূল্যের মাধ্যমে চাল, চিনি, ডাল, তেল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী মানুষের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। কোভিড পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী দেশের ৮০ কোটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে মার্চ পর্যস্ত চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি প্রধান রাজ্য। ২০১৭-১৮ সালে কৃষকদের মাসিক গড় আয় যেখানে ছিল ৫,৬৮০ টাকা বৰ্তমানে তা বেড়ে ১১ হাজার ৯৩ টাকা হয়েছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় ত্রিপুরা রাজ্যের ২ লক্ষ ৪৪ হাজার কৃষক বছরে ৬০০০ টাকা করে পাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঠিক দিশায় দেশে কোভিডের টিকা তৈরী ও টিকাকরণ করা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা, আশাকর্মীরা টিকাকরণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মিশন ১০০-বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে রাজ্য সরকার ১০০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই-তে উন্নীত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গঠিত হওয়ার পর পানিসাগর এলাকার উন্নয়নে এবং মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবাগুলিকে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি। তিনি জানান, পানিসাগর মহকুমা শাসকের কার্যালয় আর্ডি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের নির্মাণের কাজ পূর্ত দফতরের মাধ্যমে করা হয়েছে। ৫০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল, মহকুমাশাসক রজত পন্থ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস।

দয়ানন্দ বাবুর অবদানও কিছু কম নয়। এক্ষেত্রে দায় এড়াতে পারে না এলাকার কাউন্সিলর গন সহ নেতা - মাতব্বররাও।

চলে আসবেন তারা গান্ধীঘাটে। **শহরে বহিক র্যালি আজ**

দলের প্রতি তিনি কী মনোভাব পোষণ করবেন দলের একাংশ নেতৃত্বের প্রতি তিনি কী বার্তা দেবেন, আগামী নির্বাচনের রূপরেখাই বা কী হতে পারে তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করবেন সুদীপবাবু। তবে এটা ঘটনা, সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'রা এদিন কার্যত বিরোধী রাজনীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন। সূত্রের দাবি, সুদীপবাবুদের বিমানবন্দর থেকে হুডখোলা গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হবে শহরের বুকে। তার সাথে থাকবে ধারাভাষ্যকারের গাড়ি। কবিতার লাইন আর আবেগী ভাষণে সেই ভাষ্যকারের গাড়ি

সামনের দিকে ছটবে। তবে প্রতিক্রিয়াশীলদের বাড়বাড়ন্তে এতটুকু পিছুপা হবে না প্রচার গাড়ি। কারণ, আরও দুটো প্রচার গাড়ি অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকবে। একটিতে অঘটন ঘটলে পরের দুটো চালিয়ে যাবে সংগ্রামী ধারাভাষ্যকারের লড়াইটা। তবে বাইকারদের শরীরে থাকবে রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও সুদীপের ছবি সমেত গেঞ্জি। শহরের বুকে ৮ সেপ্টেম্বর বিজেপির র্যালিতে যেরকম মোটা লাঠি প্রদর্শিত হয়েছিলো এই ধরনের লাঠি থাকবে সুদীপ বাহিনীর হাতে। তার সাথে অবশ্যই থাকবে প্রতিরোধ করার মতো যাবতীয় শক্তি ও কৌশল।

মৃতদেহ নিয়ে অবরোধ বাজারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে খুন হয়েছেন সিপিআইএম'র মৎস্যজীবী শাখার কমরেড বেণু বিশ্বাস। বিধায়ক সুধন দাসের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে বেণু বিশ্বাস স্থানীয় কমলপুর বাজারে গিয়েছিলেন। তখনই রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জয়দেব সরকার, বিজেপি নেতা মানিক সরকার সহ স্থানীয় পাঁচ/ ছয়জন দুষ্কৃতিকারী বেণুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের অভিযোগ, বেণু বিশ্বাস নাকি এলাকায় সিপিআইএম পার্টিকে শক্তিশালী করছে। বার বার তাকে সতর্ক করা হলেও গোপনে গোপনে সে নাকি। সিপিআইএম'র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। ঠিক একই অভিযোগ এনে চার মাস আগে বেণু'র ভাই শানু বিশ্বাসকেও বেধড়ক পিটিয়েছিলো এই দুষ্কৃতিকারীরা। এরপর থেকেই শানুবাবু চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার বেণু বিশ্বাসকে হাতের কাছে পেয়েই প্রথমে ঘুসি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দেয় জয়দেব সরকার, মানিক সরকার'রা। এরপর রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বাঁশ, ইটের টুকরো, কাঠের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে তারা। চিৎকার করতে করতে ছটফট করতে থাকলেও দুষ্কৃতিকারীরা পেটানো বন্ধ করেনি। একসময় বেণু বিশ্বাস যখন নিস্তেজ হয়ে যায় তখনই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। বাজারের এক কোণে পড়ে থাকে নিস্তেজ বেণু বিশ্বাস। পরে তার বাড়ির লোকজনেরা খবর পেয়ে ছুটে এসে তাকে নিহারনগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা অবশ্য তাকে চিকিৎসার কোনও সুযোগই পায়নি। পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই তারা জানিয়ে দেন, হাসপাতালে আনার আগেই বেণু বিশ্বাস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন শুক্রবার সকালে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিতেই গোটা গ্রামের মানুষেরা এই মৃতদেহ নিয়ে মিছিল শুরু করেন। কারণ, বৃহস্পতিবার রাতে বেণু বিশ্বাসকে যেভাবে পিটিয়ে মেরেছে তা স্থানীয়দের চোখের সামনেই ঘটেছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে তা স্থানীয় মানুষেরা প্রত্যেকেই দেখেছেন কিন্তু এদিন সকালেও প্রত্যেক হামলাকারীই কমলপুর বাজারে বসে আড্ডা মারছে এবং মাঝে মধ্যেই ফোড়ন কেটেছে, রাস্তা অবরোধ তুলে না নিলে বেণু বিশ্বাসের মতো আরও দু'চারটে লাশ ফেলে দেওয়া হবে। এদিন পিআরবাড়ি থানার ওসিকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী। একে একে এলাকার বহু হামলার ঘটনার উল্লেখ করে জীতেনবাবু বলেন, কোনও একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেনি পুলিশ। উল্টো যারা অভিযোগ করেছে, নানাভাবে তাদেরকেই হয়রানি করা। হচ্ছে। বেণু বিশ্বাসকে বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ্যেই পিটিয়ে মেরেছে বিজেপির দুষ্কৃতিকারীরা। কিন্তু এদের নামধাম দিয়ে থানায় অভিযোগ করা হলেও পুলিশ নাকি ঘটনার সত্যতা খুঁজে দেখছে এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত তাও খুঁজে বের করবে। অথচ যাদের নামে অভিযোগ তারা বাজারে হাঁটাচলা করছে, মিষ্টি, সিঙ্গারা খাচ্ছে। পুলিশ নাকি তাদের খুঁজে পাচ্ছে না।

'এস্টিমেট' বদলানোর আদেশ

 প্রথম পাতার পর

 নির্দেশ যায়, তিন-চার মাসে তা কার্যকর হয়, তারও

 দুই মাস পর সেই প্ল্যান্টে কী ধরনের ক্যাবল লাগানো হবে, তা নিয়ে কর্তাব্যাক্তিরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার 'এস্টিমেট' করতে বলেন। ততদিনে সেকেন্ড ওয়েভ শেষ হয়ে, কোভিডের থার্ড ওয়েভ দেশে শুরু হয়ে গেছে। বিশৃঙ্খলার আরও উদাহরণ যে ধলাই জেলায় একটি ডিভিশন বেশি টাকা খরচ করে যদি কাজ করে থাকে, তবে কাজ করার সময়ে উপরের আমলারা ঠিক তখন কী করছিলেন। এমন নয় যে, চুপি চুপি একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছিল,সারা রাজ্যেই নানা জায়গায় তা বসানো হচ্ছিল। এমন জরুরি বিষয়ে কারও নজরদারি থাকবে না, এমনটা শৃঙখলার উদাহরণ হয় না টেন্ডার ছাড়া কাজ করতে হলে, তার জন্য বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুমোদিত দর ঠিক করে দেওয়া হয়, ডিজাইন ঠিক করে দেওয়া হয়, তার সেরকম হলে সারা রাজ্যেই একরকম দরে কাজ হওয়ার কথা না হলে, তা কাজ শেষ করার পর ধরা পড়লে, অতি জরুরি কাজেও নজরদারি না থাকার দিকে ইঙ্গিত করে, প্রশ্ন করে অক্সিজেন প্ল্যান্ট সময়ে চালু করার আন্তরিকতা নিয়েও। অক্সিজেন প্ল্যান্ট নিয়ে আচমকা দর নিয়ে আপত্তি হওয়ার ঝামেলায় দক্ষিণ ত্রিপুরায় কাজ আটকে থাকার ঘটনাও হয়েছে,বিষয় হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ছৈলেংটা মহকুমা হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো নিয়ে আমবাসার ইন্টারন্যাল ইলেক্ট্রিফিকেসন ডিভিশন'র এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অজিত ঘোষ বেশি দর দিয়েছেন বলে অভিযোগ। খোয়াইয়ে অক্সিজেন প্ল্যান্ট-এ এই কাজের জন্য দর দেওয়া হয়েছে ৩,০৯,৪২৪ টাকা, আর ছৈলেংটার জন্য ৬,৫৬,১৮১ টাকা। মহাকরণের প্রজেক্ট'র সুপারিনটেভিং ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) আমবাসার এগজিকিউটিভ ইনঞ্জিনিয়ারকে লিখেন যে দুইটি কাজের ধরনই একই, কেন এই পার্থক্য, তা বিস্তারিত জানান। সেই চিঠি ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের। তারপর কেটে গেছে দেড় মাস। ৫ নভেম্বর এসে আবার আমবাসাকে চিঠি দেওয়া হয় যে তিন দিনের মধ্যে জবাব দিতে, বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি জরুরি, তাই তিনদিনের মধ্যে জবাব দিতে। দেড় মাস পর চিঠির জবাব তলব করা হচ্ছে। কোভিড মোকাবিলায় জ্বরি অক্সিজেন বসানোর মত কাজ নিয়ে জবাব না পেয়ে দেড় মাস পর তলব করা হচ্ছে। তার মাঝখানেই পাওয়ার ক্যাবলের কী সাইজ হবে, ইত্যাদি নিয়ে ফাইলে নোট জমছে। কেউ নোট দিচ্ছেন, কেউ বলে দিচ্ছেন সেটা তার ক্ষমতায় কুলোয় না, আবার কাজের জায়গা দেখে আসতে বলা হচ্ছে, নোট চলছেই। আবার নোট পাওয়া যাচ্ছে যে এগ্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপারিনটেভিং ইঞ্জিনিয়ারকে বলছেন যে টেভার ছাড়া কাজ করাতে গিয়ে কী করা হয়েছে। কাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতর এস্টিমেট মত টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখন এগজিকিটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষমতা এই টাকার কাজ করানোর টেন্ডার ছাড়া, তা যেন অনুমোদন করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮ ডিসেম্বর মহাকরণের প্রজেক্ট ইউনিট থেকে আমবাসার এগ্জিকিউটিভকে বলা হচ্ছে চিঠি দিয়ে সাত দিনের মধ্যে নতুন 'এস্টিমেট' দেওয়ার জন্য। কয়েকমাস ধরে নোট চালাচালি, বিস্তারিত বিবরণ চাওয়া, আরেক দফতরের টাকা দিয়ে দিচ্ছে, সরকারি দফতরে শৃঙ্খলা ! প্রায় ছয় মাস ধরে ফাইল চালাচালি হচ্ছে 'জরুরি কাজের জন্য'! প্রশ্ন উঠছে, এত ঘাঁটাঘাঁটি যখন চলছে তখন যে হাসপাতালে কাজ চলছে, কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাজ শেষ হয়ে গেছে, সেই খবর মহাকরণের ইউনিটে এসে পৌঁচ্ছাচ্ছে না কেন, যেখান থেকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে, আবার 'এস্টিমেট' করে দেওয়ার জন্য, সেখানে খবর নেই কাজ শেষ হয়ে গেছে আরও দুই মাস আগে! পকেটে পকেটে ফোন, সরকারি টাকাও দেওয়া হয় ফোনের জন্য, তাও এই কোভিডের মত জরুরি সময়ে এই খবর এসে পৌঁছায় না! গাফিলতি না ইচ্ছাকৃত এই অবস্থা! তাও অক্সিজেন প্ল্যান্টের মত একটি বিষয়ে! কার দোষে সরকারি টাকা বেশি খরচ হয়, সেই প্রশ্ন উঠেছে। গতিশীল প্রশাসনের এই অবস্থা। অরাজজকতা, সরকার একদলীয়করণ করলে এমনই হয় বলে কথা শোনা যায়। খোয়াইয়ের প্ল্যান্টের সরবরাহ ক্ষমতা আর ছৈলেংটার প্ল্যান্টের ক্ষমতা এক না, এই কথা একবার আগরতলায় জানানো হয়েছে ধলাই থেকে। তখনও কেউ জানেন না প্ল্যান্টের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ সেই প্ল্যান্টের ক্যাবল নিয়ে আপত্তি আছে! সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে অনেকের মত! তারও অনেক পরে আবার এস্টিমেট করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য আরও যে এত কিছুর পরেও ১৫ আগস্টের আগে প্ল্যান্ট কার্যকর হয়নি। আমবাসার এগ্জিকিউটিভ ইনঞ্জিনিয়ার আবার এস্টিমেট করে দেওয়ার নির্দেশের জবাবে লিখেছেন ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মহাকরণের ইউনিটকে। লিখেছেন," জুন মাসে আমাদের বলা হয়েছে ১৭ জুলাইয়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে, ১৫ আগস্ট ২০২১ উদ্বোধনের দিন ঠিক হয়েছে। তখন আমাদের কেউই, আপনার অফিসও প্ল্যান্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন জানতেন না। এমনকী আমরা প্ল্যান্টের সাইজও জানতাম না, আপনার অফিস থেকেও কোনও পরামর্শ দেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় আগরতলার আই ই এগ্জিকিউটিভ অফিসের সাহায্য নেই, যদিও প্ল্যান্টের ক্ষমতা ছাড়া শুধু ক্যাবলের সাইজ জানিয়ে ২৫.০৬.২০২১ তারিখের এবিএভি-আরসিসি (ক্যান্সার হসপিটাল) —র মেডিক্যাল সুপার'র একটি রিক্যুজিশন লেটার ছাড়া তাদের (আই ই-আগরতলা) থেকে আর কোনও সাহায্য পাইনি। এলটিভি'র পিডব্লুডি(আর এন্ড ডি)-র এগ্জিকিউটিভ ইনঞ্জিনিয়ার'র একটি রিক্যুজিশন লেটার পেয়েছিলাম, যেখানে বলা হয় যে প্ল্যাণ্ট হবে ২৫-৫০০ পিএমএল'র, তিনটি বড় মাপের এগজাস্ট ফ্যান লাগবে। আমার উপরওয়ালা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটি শেষ করতে বলেন। এই অবস্থায় স্থানীয় একটি সংস্থাকে দিয়ে মালপত্র কিনেছি। ২০২১ সালের অক্টোবরে প্ল্যান্ট বসানো হয় এবং কাজও শুরু করে। কর্তৃপক্ষকে তা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পর যুক্তি অনুযায়ী কাজটি নিয়মিত করা হয়েছে,ফলে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এখন আর এস্টিমেট বদলানো যাবে না, তাতে সমস্যা দেখা দেবে। হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট নিয়ে, সরবরাহ নিয়ে জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে সেকেন্ড ওয়েভে।

চাকরি শীঘ্রই

 প্রথম পাতার পর দিয়েছিলেন ১৬৩ জন।পাশ করেছেন ১৪০ জন। মহাকরণ সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই তাদের অফার দেওয়া হবে। একই সাথে টেট উত্তীর্ণদেরও চাকরি প্রক্রিয়া চলতি অর্থ বছরে শেষ করার জন্য তোড়জোড় চলছে।

সিপিআইএম

● **প্রথমপাতারপর** প্রশ্ন, সিপিআইএম নেতৃত্ব আগামী বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্ন দেখলেও এভাবে বৈরাগ্য নীতি নিয়ে অগ্রসর হলে তা যে কোনওদিনই সম্ভব হবে না, এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট করেছেন। তাদের বক্তব্য, এখনই সময় কমরেডদের সংগঠিত করার, সাহস জোগানোর এবং দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করার। তা না করে হামলার ভয়ে পিছিয়ে এলে আগামী বিধানসভা ভোটে একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

সূত্রটি আরও দাবি করেছে, সুদীপবাবুর বরণপর্বে অনেকেই যোগ দিতে পারেন। তার মধ্যে অন্যতম সদ্য সমাপ্ত আগরতলা পুরনিগমের বেশ কয়েকজন তৃণমূলের বিজিত প্রার্থী, রাজ্য রাজনীতিতে বহু চর্চিত আশিস দাস এবং চমকের রাজনীতিতে বিজেপির অভিমানী নেতারা। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের রাজনীতি যেন দিল্লিতে উত্তাপ বাডিয়ে দিয়েছে। কারণ, তিপ্রা মথা'র সপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা দিল্লিতে অবস্থানকালে রণকৌশলের বৈঠকে শামিল হয়েছেন। তারই রেশ ধরে শনিবারের বরণ পর্ব যেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কাছে অন্যতম বিষয় হয়ে উঠলো।

জমি দখল

 প্রথম পাতার পর করা হয়েছে। শিপ্রার দাবি, ৪০ বছর আগে তার শশুর ১৭ গন্ডা জায়গা কিনেছিলেন। এই জমিতে কৃষিকাজ করেন তারা। জমি পড়েছে পটুনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। কয়েক বছর ধরে গ্রাম প্রধান , জিলা পরিষদের সদস্য অরিদুলা আচার্য, রিংকু দত্ত, হাতিপাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য রাজীবের নেতৃত্বে গ্রামেরই বখাটে হিসেবে পরিচিত সঞ্জীব দেবনাথ, সঞ্জীব বিন, প্রতু দেবনাথ, সুমন দেবনাথ মহিলার জমি জোর করে দখল নেয় বলে অভিযোগ। দখলকৃত জমিতে প্রথমে পিলার বসানো হয়। প্রতিবাদ করলে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে শিপ্রা দেবনাথের পরিবারের সদস্যদের। এখন বখাটে যুবকরা প্রধানের সহযোগিতায় সাত গভা জমি দখল করে ঘর তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছে। বড় বড় গর্তও করা হয়েছে। প্রতিবাদ করায় বৃহস্পতিবার শিপ্রার বাড়ির সবাইকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।আতংকে অসুস্থ হয়ে পড়েন শিপ্রার শাশুড়ি আরতি দেবনাথ। তিনি এখন শয্যাশায়ী। শুক্রবার সকালে শিপ্রাদেবীর বাড়িতে থাকা সীমান্ত বেড়া ভেঙ্গে ফেলে দেয়। প্রতিবাদ করায় আবারও মারতে আসে অভিযক্তরা। বেড়া দিলে হত্যার হুমকিও দিয়ে যায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে আক্রান্ত পরিবারটি বিচার থেকে এয়ারপোর্ট থানায় যান। লিখিত অভিযোগও করেন। কিন্তু পুলিশ কছুই করতে নারাজ। অভিযোগের সঙ্গে শিপ্রাদেবী জমির দলিলও জমা করেছেন থানায়। শাসক দলের প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য মিলে প্রকাশ্যে এইভাবে সাত গন্ডা জমির ওপর দখল নেওয়ার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পার্শ্ববর্তী নতুননগর পঞ্চায়েত প্রধান শিলা দাস সেনকে এই ধরনের দুর্নীতির জন্য বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। একই অবস্থায় পাশের পটুনগর গ্রামে। প্রধানের দায়িত্ব হয় গ্রামের মানুষের পাশে থাকা। কিন্তু প্রধানের সহযোগিতায় জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

টিচিং স্টাফ

 ৬-এর পাতার পর দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন।

চাকার

• ৬-**এর পাতার পর** অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এপ্রেন্টিস

• ৬-এর পাতার পর ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২২ ফব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি।

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১১ মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই সহায়ক ভূমিকা **ফেব্রুয়ারি।।** সরকারি পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও নিতে হবে। এসব পরিকাঠামো জনকল্যাণেই গড়ে তোলা হয়। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলার ১০১টি পেভার বুক সড়কের উদবোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পেভার ব্লক সড়কগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জেলার গ্রামীণ এলাকায় নির্মিত এই পেভার ব্লক সড়কগুলি এই অঞ্চলের মানুষের চলাচলে যেমন সহায়ক ভূমিকা নেবে তেমনি গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নেও অগ্রণী ভূমিকা নেবে। উল্লেখ্য, এই ১০১টি পেভার ব্লক সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৫৫.৬২ কিলোমিটার। ১০৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজ এলাকায় এই সড়কগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী এই সড়কগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়।তার আগে যবরাজনগর ব্রকের অন্তর্গত তিলথৈ-এ নির্মিত পেভার বুক সড়কটির আনুষ্ঠানিক উদবোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর

শুরু মানিকের

গোপন বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কাঁঠালিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বিভিন্ন

সময় দলীয় অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে

গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক

সরকার অভিযোগ করেন তাকে

নিজ বিধানসভা এলাকায় যেতে

দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু গত দু'দিন

ধরে সোনামুড়াতেই অবস্থান

করছেন বিরোধী দলনেতা। দলীয়

সূত্র অনুযায়ী দলীয় কাজেই তার

সফর। বিভিন্ন এলাকার দলীয়

নেতা-কর্মীদের নিয়ে পৃথক

পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন মানিক

সরকার। বর্তমান রাজনৈতিক

পরিস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের কি

করা উচিত সেই বিষয়ে পরামর্শ

দিয়েছেন তিনি। এখন প্রশ্ন উঠছে,

তাহলে কি সব মহকুমাতে গিয়ে

এভাবে দলীয় নেতাদের সাথে

বৈঠক করবেন মানিক সরকার?

জানা গেছে, বক্সনগর, নলছড়ের

দলীয় নেতাদের সাথে গত ১০

ফেব্রুয়ারি তিনি দিনভর বৈঠক

করেন। আর শুক্রবার ধনপুর এবং

সোনামুড়ার বিধানসভা কেন্দ্রের

দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের নিয়ে বৈঠক

করেন। দলীয় সূত্র অনুযায়ী মানিক

সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদের

পরামর্শ দিয়েছেন তারা যেন

মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক

চালিয়ে যান। কারণ, সাধারণ মানুষ

জোট সরকারের উপর একেবারে

বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। গত ৪

বছরের অভিজ্ঞতায় রাজ্যবাসী

অনেককিছু দেখেছে এবং শিখেছে।

এখন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে

আন্দোলনের ময়দানে নিয়ে আসার

প্রয়োজন। সেই বিষয়টি

নেতা-কর্মীদের বুঝিয়ে চলেছেন

বিরোধী দলনেতা। পরিস্থিতি

যেমনই হোক না কেন বামপন্থীরা

লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পিছপা

হবে না তা মানুষকে বোঝানোর

পরামশ দিয়েছেন তিনি।

সোনামুড়া, ধনপুর এবং বক্সনগর

আসনটি ২০১৮ সালের নির্বাচনে

বামেদের দখলে থাকলেও

মেলাঘর, নলছড়-সহ আশপাশের

এলাকাগুলিতে দলের শক্তি বৃদ্ধির

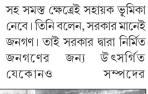
উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এক

কথায় ২৩'র লক্ষ্যে এখন থেকেই

ময়দানে নেমে পড়েছেন মানিক

সরকার-সহ গোটা বাম শিবির।

নির্মিত সডকটি পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রীকে এই সডক নিৰ্মাণ কৌশল ও প্রযুক্তিগত দিক সম্পর্কে অবহিত





করেন। অনষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। পরিষেবা সম্প্রসার ণের পাশা পাশি পরিকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্বের ভিত্তিতে কাজ চলছে। গ্ৰামীণ এলাকায় নির্মিত এই সড়কগুলি সেই অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের পায়ে হেঁটে চলা

কিনে খাচ্ছে আর এর মাধ্যমে নিজের

অজান্তেই মানুষ বিভিন্ন জলবাহিত

রোগের পাশাপাশি মৃত্যুকেও

দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে

সাধারণ প্রশাসন সমেত সংশ্লিষ্ট

দফতরের আধিকারিকরা নীরব দর্শক

হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় জীবন

নিয়ে জালিয়াতির কারবারিরা বাড়তি

উৎসাহ নিয়ে তাদের কর্মধারা চালিয়ে

যাচ্ছে। সম্প্রতি উচ্চ আদালতের

দাবড়ানিতে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক

ডঃ বিষ্ণুপদ জমাতিয়া, ধলাই জেলা

স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুভাষ বড়ুয়া,

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ

অ্যাপেলো কলই এবং জেলা

প্রশাসনের প্রতিনিধি চন্দ্রজয় রিয়াংকে

নিয়ে গঠিত একটি দল ধলাই জেলায়

নামকাওয়াস্তে একটি অভিযান

চালায়। গত ২৪ এবং ২৫ জানয়ারি

দুই দিনে এরা জেলার মোট দশটি জল

কারখানায় হানা দেয়। এরমধ্যে মাত্র

তিনটি কারখানার ঠিকঠাক কাগজ

পত্র পাওয়া যায়। বাকি সাতটিরই

এফ এস এস এ আই লাইসেন্স,

বিআইএস লাইসেন্স ইত্যাদি ঠিকঠাক

পায়নি। এর মধ্যে সর্বাধিক চাঞ্চল্য

সৃষ্টি করেছে কুলাই পূর্বনালীছড়া

গ্রামের নবগ্রাম এলাকায় অবস্থিত

মালতি অ্যাকুয়া নামের কারখানা।

জনৈক মলয় পালের মালিকানাধীন

ঐ কারখানার না আছে এফ এস এস

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনতারও। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে পেভার ব্লক দারা তৈরি এই সড়কগুলির স্থায়িত্বও বেশি। এদিন জেলাশাসক কার্যালয় থেকে বোতাম টিপে সবকটি সড়কের ভার্মালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি স্থান থেকে দফতরের সংশ্লিস্ট কর্মকর্তাগণ ভাচুয়ালি এই উদ্বোধন পর্বে যুক্ত হন। শুক্রবার

প্রশাসন নির্বাক দর্শক

জবিন নিয়ে জালি

থেকেই এই ১০১টি সব ঋততে চলাচল উপযোগী পেভার ব্লকের সড়ক জনগণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আজ এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন, বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস, উত্তর ত্রিপরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, রাজস্ব দফতরের সচিব পুনীত আগরওয়াল, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার প্রমুখ। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন উত্তর ত্রিপুরা জেলার তিলথৈস্থিত প্রয়াত বিধায়ক তথা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে যান। পারলৌকিক ক্রিয়ায় অংশ নিয়ে প্রয়াত বিধায়কের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন ও পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিধায়কের বিদেহি আত্মার সদগতি কামনা করেন। এরপর মখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রী রামঠাকুরের আবির্ভাব দিবসকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর রামঠাকুর সেবা মন্দিরে আয়োজিত পুণ্যতিথি উদ্যাপন অনষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন।

নিয়ন্ত্রণের পথে সংক্ৰমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। করোনার সংক্রমণ নিচের দিকেই। একই সঙ্গে দ্বিতীয় দিনেও করোনায় মৃত্যু শূন্য রাজ্য। শুক্রবার নতুন করে আরও ২২জনের শরীরে করোনা মারণ ভাইরাস পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৩১৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন আরও ৯০ জন। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ৬৬ শতাংশ। রাজ্যের প্রায় সবক'টি জেলা নিয়ন্ত্রণে পথে করোনা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৩০৭জনে। স্বাস্থ্য দফতর শুক্রবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৭৮ শতাংশ। এদিকে দেশেও এদিন মৃত্যু এবং আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটা নেমেছে। ২৪ ঘণ্টায় ৬৫৭ জন পজিটিভ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ৫৮ হাজার ৭৭জন। যদিও হাস্যকর নাইট কারফিউ রাজ্যে জারি রয়েছে।

বিকল্প ঠিক করে উচ্ছেদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা করে উচ্ছেদ অভিযান করার দাবি করল সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটি। শুক্রবার পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্যরা সিটি সেন্টারে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদারে সঙ্গে দেখা করেন। সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন চক্রবর্তী সমেত অন্যরা। এর আগে সিপিএমের এক প্রতিনিধি দল মানিক দে-র নেতৃত্বে বাঁশ বাজার ঘুরে দেখেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিকিল্প ব্যবস্থা করে উচছেদ অভিযানের দাবি করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। এদিন, মেয়রের কাছে ডেপুটশন দিয়ে বেরিয়ে আসার পর শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন. হকারদের বিকল্প ব্যবস্থা না করে সরিয়ে দেওয় আহচ্ছে। আমরা এর বিরোধী। শহরকে সুন্দর করার কাজে পাশে থাকব। কিন্তু সুন্দর করার নামে যাতে মানুষেরর ক্ষতি না হয় আগে সরকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিকল্প ব্যবস্থা করে দখলমুক্ত করত। মানুষের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছেন। আমরা মেয়রের কাছে দাবি করেছি, বিকল্প ব্যবস্থা করতে। বাঁশ বাজারের ব্যবসায়ীদেরও তুলে দেওয়ার কথা বলা হছে। এখান করে। ডিভিশন বেঞে বাঁশ ব্যবসায়ীরা মামলা করেছিলেন। ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের উঠে যেতে নোটিস কিলোমিটার দূরে গিয়ে ব্যবসা হবে না। সিপিএম পশ্চিম জেলার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চাল-ডাল দেওয়া হলেও স্কুলের আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি -ছাত্রছাত্রীরা সেটি থেকে বঞ্চিত রাজ্যের শিক্ষা দফতরের চরম হয়েছে। এই ব্যাপারে ওই সময়ে গাফিলতির কিংবা উদাসীনতায় কোনপ্রকার নোটিশ স্কুল কর্তৃপক্ষের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গুলির তরফে অভিভাবকদের জানানো একাংশের পঠনপাঠন লাটে হয়নি। কেন কোভিডজনিত উঠেছে। এই স্কুলগুলি কিভাবে পরিস্থিতির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের চলছে, সেখানে কোথায় কি সমস্যা মিড-ডে-মিল প্রদান করা হয়নি সে তা দেখার সময় নেই বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে। দফতরের তথাকথিত মাথা মোটা অভিযোগ রয়েছে, এই স্কুলে ইংলিশ আধিকারিকদের। ইতিমধ্যেই মন্ত্রী মিডিয়াম বিভাগে নিয়মিত ক্লাস বাড়ি রোডের উমাকান্ত ইংলিশ টিচাররা আসেন না এবং ক্লাসও হয় মিডিয়াম স্কুলের দুর্দশা পত্রপত্রিকায় না। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রকাশিত হয়েছে। এবার আরও রয়েছেন তাদের একটা অংশ একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মাঝেমধ্যে গল্পগুজব করেই সময় দুর্দশার তুলে ধরা হচ্ছে। রাজধানীর কাটিয়ে দিচ্ছেন।অভিভাবকদের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত তরফে জানা গেছে, গত একবছরের মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ জেনারেল নলেজ এবং স্পোকেন শ্রেণী বিদ্যালয়ের ইংলিশ মিডিয়াম ইংলিশের ক্লাস শুধুমাত্র একদিন শাখাটি চরম অব্যবস্থার মধ্যেই নেওয়া হয়েছে। স্কুলের ক্লাস চলছে। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের ওয়ানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে গত বছর সংক্রান্ত ব্যাপারটিতেও স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি চালু হলেও কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট ঢিলেমি মনোভাব এক বছরের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে লক্ষ্য করা গেছে। স্কুলের মধ্যে এই স্কুলের পঠনপাঠনের কোনো আরেকটি ব্যাপার চলছে যা নিয়ে অধিকাংশ ছাত্র - ছাত্রীদের অভিভাবকরা তিতিবিরক্ত। বিশেষ করে সরকারি স্কুলে ডোনেশন প্রথা না থাকলেও এই স্কুলে ডোনেশন হিসাবে দেড়শ টাকা প্রতি মাসে দিতে হচ্ছে। বাইরে থেকে অস্থায়ীভাবে এক শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার

পঠনপাঠন লাটে রাজধানীর

বনেদিইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সিস্টেমে একেবারেই বেআইনি অথচ এই স্কলে এসমস্ত কার্যকলাপ চলছে। সরকারি স্কলে কেন ডোনেশন চলবে সেটা নিয়ে জিজ্ঞাসা রয়েছে অভিভাবকদের। জানা গেছে, অভিভাবকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করছেন না স্কুলের প্রধান শিক্ষক নন্দন চক্রবর্তী। খবর রয়েছে তিনি সব সময় স্কুলের কাজ ছাড়া ব্যক্তিগত কাজ অর্থাৎ প্রাইভেট টিউশনিতেই বেশি ব্যস্ত থাকছেন। অভিভাবকদের অভিযোগ মূলত এই সমস্ত নানা কারণের পরিপ্রেক্ষিতে ক্লাস ওয়ানের তিনটি সেকশনের ১৩০জন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ রীতিমতো অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। স্কুলে যদি নিয়মিত উধর্বতন কর্তৃপক্ষের নজরদারি করতেন তাহলে হয়তো মিড-ডে-মিল সংক্রান্ত এবং ডোনেশন সংক্রান্ত ভুলক্রটি কিংবা কাৰ্যকলাপ চলতো না। অভিবাবকদের বক্তব্য বিভাগীয় দফতরের চরম উদাসীনতায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে গুণগত মানের শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না। রাজ্য সরকার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির উদ্বোধন করলেও দেখা গেছে অধিকাংশ স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা খুঁজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের পক্ষে অধিকার আইন অনুযায়ী এই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁডাচ্ছে।

পরিবেশ নেই।বর্তমানে ক্লাস ওয়ান পর্যস্ত ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র ছাত্রীরা এখানে নামকাওয়াস্তে দাবি সিপিআইএম'র পড়াশোনা করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেকেরই অভিযোগ, স্কুলে ঠিকমতো

মিড-ডে-মিল দেওয়া হচেছ না।কোভিড সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে অন্যান্য ইংলিশ মিডিয়াম স্কলে প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, অমল তিনি কথা বলেন। শহরের কাছে করছে না এখনের পুর নিগম। যে কারনে গরিবরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত থেকে মানুশ প্রয়োজনে বাঁশ সংগ্রহ আপাতত স্থিতবস্থা বজায় রাখতে বলেছে। এরপরও পুর নিগম বাঁশ দিয়েছে। শহরের কাছে বাঁশ ব্যবসায়ীদের বসার যাতে জায়গা দিতে হবে। শহর থেকে ১০ -১২

যোগেন্দ্রনগর-আড়ালিয়ায় পুলিশ পাঠাচ্ছেনা এসপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি - অবৈধ মাদক বেচা-কেনার বড়োসড়ো আড়ত হয়ে উঠেছে যোগেন্দ্রনগর ও আড়ালিয়া। যোগেন্দ্রনগরের নিশানপাড়ার হারাধন নিজের বাড়ির মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধ বিলিতি মদের ব্যবসা। গত কুড়ি বছর ধরে তার এই ব্যবসা। তার বাড়ির লাগোয়া মাঠ পুরোটাই হয়ে উঠেছে উন্মুক্ত বার। এই মাঠ থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথে শাসক দলের নবনির্বাচিত কাউন্সিলরের বাড়ি। দিনরাত এখানে মদ্যপায়ীদের লাইন লেগে থাকে। অন্যদিকে আড়ালিয়া পঞ্চবটি বাজারের বিষ্ণু প্রায় এক দশক ধরে তার বেআইনি মদের ব্যবসা দোকানে বসেই চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই মদ ব্যবসায়ীদের কারণে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবেশ রীতিমতো নস্ট হয়ে পড়েছে। চুরি-ডাকাতি স্থানীয় এলাকার মধ্যে অস্বাভাবিক মাত্রায় বেডে গেছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো. কলেজটিলা আউটপোস্টের তরফে বিশেষ কোন অভিযান কখনোই চালানো হচ্ছে না। বর্তমানে কলেজ টিলা আউটপোস্টের দায়িত্বে রয়েছেন ওসি অরিন্দম রায়। গত ছয় মাস ধরে তিনি এই এলাকাণ্ডলোতে টহলদারি করেননি। বিশেষ করে এই সমস্ত এলাকার অলিগলিতে গত কয়েক মাস ধরে মোবাইল টহলদারি লক্ষ্য করা যায়নি। কেন এই নিষ্ক্রিয়তা সেটা মানুষ বুঝতে পারছেনা। মদ ব্যবসায়ীদের এই সমস্ত দুষ্কর্মের ফলে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হওয়ায় কিছুদিন আগে স্থানীয় বিধায়ক অবৈধ মদ বিরোধী অভিযানে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল এই অভিযান শেষ হতে না হতেই আবারো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে অবৈধ মদের ব্যবসা। স্ত্রে জানা গেছে, বিধায়কের সঙ্গে যারা অভিযানে নেমেছিল তাদের কেউ কেউ হারাধন এবং বিষ্ণুর কাছ থেকে মাসে মাসে কমিশন পেয়ে থাকায় এই ব্যবসাকে নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না। সে যাই হোক, পুলিশি নির্লিপ্ততায় এবং একাংশ সুবিধাবাদীর নেতার কারণে প্রতাপগড় বিধানসভার এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটিতে অপরাধমূলক ঘটনাবলী আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। কেননা সন্ধ্যের পর থেকে যোগেন্দ্রনগর এবং আড়ালিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল চলে যাচ্ছে সমাজবিরোধীদেরই হাতে।

ভয়ঙ্কর বিপদ **নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি।।** 'চিকিৎসা

করার নামে আমি কারও ক্ষতি করব না।' পেশায় প্রবেশের আগে গ্রিক দার্শনিক হিপোক্রেটিকের নামে এমনই ভাবনাঘেরা শপথ নেন চিকিৎসকরা। বহু যুগ ধরে চলে আসা এই রেওয়াজে বদল এনে হবু ডাক্তারদের আয়ুর্বেদের আদিপুরুষ চিকিৎসক মহর্ষি চরকের নামে শপথ নিতে বলল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল। এহেন প্রস্তাবে অনেকেই সংঘ পরিবারের চাপিয়ে দেওয়া গেরুয়া নীতির ছায়া দেখতে পাচেছন। গৈরিকীকরণের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন চিকিৎসকদের একটি বড় অংশ। তাঁদের দাবি, স্বদেশিয়ানার ধুয়ো তুলে দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানকে পিছিয়ে দেওয়ার চেস্টা হচ্ছে। বিতকে ইন্ধন জুগিয়েছে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের 'হিন্দু হিত মানেই রাষ্ট্রীয় হিত' মন্তব্য। বৃহস্পতিবার এনএমসি-র বৈঠকে শপথের বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, এবার থেকে হবু ডাক্তারদের সার্টিফিকেট নেওয়ার সময় 'মহর্ষি চরক শপথ' নিতে হবে। এনএমসি-র এই সিদ্ধান্তকে ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

উদ্ধার দলিত তরুণীর মাটিচাপা

লখনউ, ১১ ফেব্রুয়ারি।। মাস দু'য়েক আগে নিখোঁজ হওয়ার পরেই তাঁর মা থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রাক্তন মন্ত্রী ফতে বাহাদুর সিংহ এবং তাঁর ছেলে রাজোলের বিরুদ্ধে। উন্নাওয়ে নিখোঁজ সেই ২২ বছরের দলিত তরুণীর মাটি-চাপা দেহ ফতে বাহাদুরের আশ্রমের পাশের জমি থেকে উদ্ধার করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তদন্তের ভারপ্রাপ্ত উত্তরপ্রদেশ পুলিশের 'এসওজি টিম'-এর তরফে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি অপহরণ এবং খুনের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। মূল সন্দেহভাজন রাজোলকে গ্রেফতার করে জেরা করা হচ্ছে। উন্নাওয়ের পুলিশ সুপার শশীশেখর সিংহ বলেন, "মোবাইল টাওয়ার লোকেশন চিহ্নিত করে আমরা আশ্রমের পাশে একটি ফাঁকা জমি থেকে নিখোঁজ তরুণীর দেহ উদ্ধার করেছি।" পুলিশ সত্তের খবর, গত ৮ ডিসেম্বর ওই তরুণী নিখোঁজ হওয়ার পরেই তাঁর মা থানায় ফতে বাহাদুর এবং রাজোলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। ২৪ জানুয়ারি এসপি প্রধান অখিলেশ যাদবের গাড়ির সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই দলিত

তরুণী মা। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটপর্ব শুরুর পরেই এই দেহ উদ্ধারের ঘটনা রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। পাহাড়ে টিডিএফ মাটি ধরে রেখেছে বলে পূজন বিশ্বাসদের দাবি। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা পূজন বিশ্বাসরা পাহাড়কে ভিত্তি করে তাদের নতুন রাজনৈতিক দল টিডিএফ'র শক্তি বাড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে টিডিএফ তাদের নিজের দলে শামিল করতে সক্ষম হচ্ছে ভোটারদের। এমনই একটি দলে যোগদান কর্মসূচি সংগঠিত হলো কাঞ্চনপুরে। সেখানে ১০০



জন ভোটার যোগ দিয়েছে বলে দাবি করেন পূজন বিশ্বাস। তিনি এও দাবি করেন, বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত করে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছেন। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় টিডিএফ তাদের ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করে আসছে। গত কয়েকদিন ধরে পাহাড়ের বিভিন্ন বিষয়কে যুক্ত করে টিডিএফ প্রচার তেজি করছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে টিডিএফ কোন্দিকে ঝুঁকে পড়ে সেটা সময়ই বলবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, এ আই লাইসেন্স, না আছে বিআইএস মানুষকে নকল পরিশ্রুত পানীয় জল ১১ফেব্রুয়ারি।। জলের অপর নাম লাইসেন্স। আছে শুধু কয়েক হাজার জীবন। তাই জল নিয়ে জালিয়াতির কুড়ি লিটার মাপের লেবেল বিহীন অর্থ হল জীবন নিয়ে জালিয়াতি। আর জার আর মোটর পাম্প এবং কর্ক ধলাই জেলায় এই জীবন নিয়ে সিল করার মেশিন। গত পাঁচ জালিয়াতি একটু বেশি পরিমাণেই বছরেরও বেশি সময় যাবৎ প্রত্যহ শত হচ্ছে। যত্রতত্র ব্যাঙ্কের ছাতার ন্যায় শত জার ভর্তি করে তা নিজের গাড়ি গজিয়ে উঠেছে খনিজযুক্ত পরিস্তুত দিয়ে জেলার প্রত্যেকটি হাটে-বাজারে (?) পানীয় জলের কারখানা। কোন সরবরাহ করে মলয় পাল এখন কোটি প্রকার সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া পতি। জল জালিয়াতি দারা গজিয়ে উঠা ঐসব নাম-গোত্রহীন ফুলেফেঁপে সে এখন খুলেছে চানাচুর, কারখানায় সাপ্লাই কিংবা নদী নালার ভূজিয়া,মশলা ইত্যাদির বিশাল জল মোটর দিয়ে তুলে শত শত কারখানা। গত ২৪ জানুয়ারি লেবেলবিহীন জার ভর্তি করে বাজার অভিযানকারী দল তার কারখানায় হানা জাত করা হচ্ছে। আর সামান্য বেশী দিয়ে কোন প্রকার বৈধ কাগজপত্র মুনাফার জন্য দোকানি ঐ জল পায়নি, উপরস্তু জল পরিশ্রুত করণের গ্রাহকদের খাওয়াচ্ছে। আর গ্রাহকরা জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তার ন্যায্য পয়সা দিয়ে জীবাণুমুক্ত জল

কিছুই পায়নি। অর্থাৎ দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ মানুষকে জীবাণুযুক্ত ডোবার জল খাইয়ে পয়সা রোজগার করেছে সে। এককথায় নিজের লাভের জন্য মানুষের জীবন নিয়ে খেলেছে সে। কিন্তু অভিযানকারী দল তার বিরুদ্ধে কোন জরিমানা বা আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। কেবল কারখানা বন্ধ করার জন্য একটি নোটিশ ধরিয়েই দায়িত্ব খালাস করে ঐ বিশেষ তদন্তকারী দল। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ মামলা এবং গ্রেফতার জরুরি ছিল। বিভিন্ন মহলের মতে, এইরূপ জল জালিয়াতির অপরাধ কলকাতার জাল ভ্যাকসিন কাণ্ড থেকে কোন অংশে কিছু কম নয়। অথচ ৮০০ মানুষকে জাল ভ্যাকসিন দিয়ে কলকাতার দেবাঞ্জন দেব দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ জেলে আর দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ হাজারো

সরবরাহ করে কুলাইয়ের মলয় পালের একটাকা জরিমানাও হলনা।এ কেমন আইনের শাসন। প্রশ্ন উঠবেই। আর কারখানা বন্ধ করার নোটিশ ? মলয় পালের কাছে এটি একটি ময়লা কাগজ মাত্র , এর আবার কোন গুরুত্ব আছে নাকি ? তার জল জালিয়াতি একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি ,হবেও না। তার প্রতিবেশীদেরই অভিযোগ হল প্রত্যেকদিন সকাল নয়টার আগেই গাড়ি বোঝাই হয়ে বেরিয়ে যায় কয়েকশত জার জল। এই তথ্য জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুভাষ বড়ুয়াকে জানালে উনার বক্তব্য হল, এই বিষয়ে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক ছাডা উনার কিছুই করার নেই। কি অবাক করা বক্তব্য , সরকারি নোটিশ দিয়ে বন্ধ করা জল কারখানা নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে দেদার জল সরবরাহ করছে যার অভিযোগ পাওয়ার পরও একজন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কিছুই করার নেই। অথচ বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য হল, জলের মতো স্পর্শকাতর দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই রূপ জালিয়াতির বিরুদ্ধে ইচ্ছে করলে একজন ব্লক স্তরের আধিকারিকই অনেক কিছু করতে পারে। এর অনেক প্রমাণও আছে। এক্ষেত্রে কোন একটি কারণে ইচ্ছাটাই যে গুম হয়ে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে প্রশ্ন উঠেছে, ঐ ব্যক্তির অন্যান্য কারখানাগুলি নিয়েও। যে ব্যক্তি জল তথা জীবন নিয়ে জালিয়াতি করতে পারে তার নিকট মুখরোচক খাবার প্রস্তুতিতে সততা , নিষ্ঠা প্রভৃতি শব্দগুলির কোন গুরুত্ব আছে কি ? সূতরাং এসবের যাচাই হওয়া প্রয়োজন।

BEFORE THE LEARNED JUDGE **FAMILY COURT** UDAIPUR, GOMATI TRIPURA Case No. T.S (Divorce) :- 83/2021 Mithun Chandra Majumder S/O. Lt. Subhash Maiumder C/O. Shyama Prasad Sarkar of Madhyapara, P.O. R.K.Pur P/S-R.K.Pur, Udaipur Gomati Tripura Aged sbout - 38 years.

Husband Petitioner Versus

Smt. Sonali Paul W/o. Mithun Chandra Majumder D/o. Lt. Babul Chandra Paul of Tamshabari, P/S- Sonamura District- Sipahijala Aged about- 36 years Presently Residing At -C/o. Mithu Banik S/O. Tapan Banik of Kathalia School Tilla P/S- Jatrapur, P/O- Kathalia

District - Sipahijala. Wife Respondent. যেহেতু উপরোক্ত প্রার্থী আদালতে u/s-13(1) (1b) of Hindu Marriage Act. 1955 ধারা মোতাবেক দরখাস্ত করিয়াছেন যে উপরোক্ত বিবাদী বিরুদ্ধে বর্তমান আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে, এবং উক্ত দরখাস্ত বর্তমান আদালতে আগামী ২০২২ ইং সনের 28/02/2022 মাসের

অতএব, উক্ত দরখাস্তের বিবাদী শ্রীমতি সোনালী পাল স্বামী- মিঠুন চন্দ্র মজুমদার পিতা- মৃত বাবুল চন্দ্র পাল সাং- তামসাবাড়ি, থানা- সোনামুড়া, জেলা- সিপাহিজলা, হাল সাং- প্রয়ত্নে মিঠুন বণিক, সাং- কাঁঠালিয়া স্কুল টিলা, পোস্ট অফিস- যাত্রাপুর, থানা- যাত্রাপুর, জেলা- সিপাহিজলা, ত্রিপুরা কে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ২০২২ ইং সনের 28/ 02/2022 মাসেরতারিখে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং বেলা ১০ ঘটিকায় আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রার্থিনীর উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে জবাব দাখিল করিবেন অথবা কারণ দর্শাইবেন, নতুবা উক্ত দরখাস্তের এক তরফা শুনানি ও

অদ্য সন ২০২২ ইং সালের 27/01/2022 তারিখ আমার সাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইল। Sd/ Illigible

Dated, Udaipur

Judge Family Court Udaipur, Gomati Tripura

কমলপুরে বা

কমলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। সরকার পরিবর্তনের পর প্রথমবার কমলপুরের রাস্তায় নেমে মিছিল করল বাম নেতা-কর্মীরা। সরকার পরিবর্তনের পর বেশ কয়েকবার তাদের দলীয় অফিসে হামলা হয়েছে। এমনকী নেতাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছিল। কমলপুরের প্রবীণ সিপিআইএম নেতা রঞ্জিত ঘোষকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে ছিল দুষ্কৃতিরা। প্রতিটি ঘটনার পর অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছিল শাসক পক্ষের দিকে। একের পর এক হামলা-হুজ্জতির জেরে গত প্রায় ৪ বছর ধরে সিপিআইএম'র প্রকাশ্য কোন কর্মসূচি দেখা যায়নি। তবে শেষ পর্যন্ত শুক্রবার তারা রাস্তায় নেমেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এদিন সকাল ৬টায় মিছিল করেন বাম নেতা-কর্মীরা। বিগত দিনের ঘটনাগুলির জন্যই একেবারে সকালে মিছিলের

পক্ষ থেকে এদিন মেয়রের কাছে

এই দাবি কর হয়েছে।

জানেন পরবর্তী সময় মিছিল হলে পুনরায় হামলা হতে পারে। এদিনের মিছিলে দলীয় নেতা-কর্মীদের

ময়দানে নেমে শাসক পক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে তারা একেবারে প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বাজেটের বিরোধিতায় সারা রাজ্যে

হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস।



উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। দীর্ঘদিন পর রাস্তায় নেমে মিছিলের মধ্য দিয়ে বামেরা জানান দিয়েছে তারা এখনও হারিয়ে যায়নি। সুযোগ পেলেই

প্রদর্শন করছে সিপিআইএম। শুক্রবার কমলপুর এবং মরাছড়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বাজেটের প্রতিবাদে সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো এই প্রথম কমলপুরে প্রকাশ্যে সিপিআইএম'র কোন কর্মসূচি

২৩ বছর ধরে নিয়োগ নেই



বিএইচএমএস বেকার ডাক্তাররা স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। তারা বিএইচএমএস শূন্যপদণ্ডলো পূরণ করার দাবি জানিয়েছে। গত ২৩ বছর ধরে টিপিএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছে না বলে তারা দাবি করেছে। অল ত্রিপুরা বিএইচএমএস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ছিলো এই কর্মসূচি।

पू-पित्नत म्यालत् ২৩'র-ই রণকৌশল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাথে প্রায় পাকাপোক্ত চুক্তি করার আগরতলা, ১১ ফেব্রুফ্যারি।। পর আইপিএফটি হঠাৎ করে পাল্টি বিজেপির শরিক আইপিএফটির রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলছে। দু'দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগরতলায়। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ মহল মনে করে, ২০১৮ সালের বাড়িয়ে দিয়েছে বিজেপির শরিক যে ৮টি বিধানসভায় আইপিএফটি বন্ধ। কারণ, এ সময়ের মধ্যে বিজেপি-আইপিএফটি টিম ধরে রাখতে পারেনি এনসি দিল্লিতে আলাদা রাজ্যের দাবিতে দেববর্মারা। এক্ষেত্রে তিপ্রা মথা তিপ্রা মথার সাথে কর্মসূচি গ্রহণ মনে করে এসময়ে তারাই করেছিল। সেক্ষেত্রে ২০২৩ পাহাড়ের মূল শক্তি। তবে দলীয় সালের বিধানসভা নির্বাচনে কিংবা সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইপিএফটি কার সাথে যাচ্ছে সেটিই ছিল বড় আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত, আগরতলা ছাড়াও বিজেপি নেতারা বরাবরই বলেন, রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় এ জোটধর্ম বজায় রাখাই তাদের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অন্যতম লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তার আগে আইপিএফটি এবং বিজেপির মধ্যে সাংগঠনিক সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই বিচ্ছেদ হবে কি না তা সময়েই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল খুমুলুঙ-এ। সেখানে সম্মেলনপর্বে সহ গোটা রাজ্যেই আইপিএফটির রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিপ্রা মথার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলে আইপিএফটি এডিসি নির্বাচনের আগেও তিপ্রা মথার সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছিল। আন্দোলনের পর আইপিএফটি সমঝোতা। গত বছরের এডিসি নির্বাচনের আগে তিপ্রা মথার

জমাতিয়ারা হিমশিম খাচ্ছে বলেই খেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বর্তমান খবর। যদিও দলের সাধারণ সরকারের দাদা শরিক বিজেপির সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া সাথেই এডিসি নির্বাচনে লড়াই বলেছেন, পাহাড়ে যুব সমাজ করে আইপিএফটি কার্যত অস্তিত্ব তাদের পক্ষেই আছে। শুধু তাই সংকটে পড়েছে। রাজনৈতিক নয়, এডিসি এলাকার উন্নয়নে বিজেপির সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে সফরকালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্যাকেজ জয়ী হয়েছে, সেগুলোতেও শক্তি ঘোষণাও অন্যতম ইস্যু করতে চলেছে শাসক বিজেপি। তবে ২০২৩ সালের আগে এই সম্মেলন প্রাসঙ্গিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।২০২৩ সালে কি হতে চলেছে তা নিয়ে বিজেপি আইপিএফটিকে সাথে জোর চর্চা রাজনৈতিক মহলে। নিয়েই সরকারে থাকতে চায়। হাসপাতালের সামনে থেকে স্বাস্থ্যকর্মীর বলবে। কিছুদিন ধরে আগরতলা বাইক চুরি সর্বোচ্চ কমিটির সম্মেলনকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

धर्मनगत, >> क्वब्याति।।

হাসপাতালের পার্কিং জোন

থেকে বাইক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র

হাসপাতালে ডায়ালাইসিস

বিভাগের টেকনিশিয়ান অজয়

নমঃ দাস অন্যান্য দিনের মতোই

হাসপাতালে পার্কিং জোনে

নিজের বাইকটি রেখে ডিউটিতে

চলে যান। টিআর০১এএম

৭৮৪৭ নম্বরের বাইকটি রাতে

ডিউটি শেষে বাড়ি যাবার জন্য

নিতে আসলে সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে

বাইকটি উধাও দেখে হতচকিত

হয়ে যান।বহু খোঁজাখুঁজির পরেও

বাইকটির হদিশ মেলেনি।

পরবর্তীতে এদিন রাতে ধর্মনগর

থানায় একটি জিডি করেন।

এমনিতেই রাজ্যজুড়ে চুরির

ঘটনা প্রত্যহ ঘটছে। এমন কোন

স্থান নেই যেখানে চোরেরা হানা

দিচেছ না। অন্যদিকে

হাসপাতালের পার্কিং জোন

থেকে বাইক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র

করে হাসপাতালের নিরাপত্তা

নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। [|]

করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। যদিও এটা ছিল দাবিকেন্দ্রীক রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংগঠিত করেছিল। কিন্তু নিয়ে উঠছে একাধিক প্ৰশ্ন। পাহাডের শক্তি ধরে রাখতে গিয়ে ঘটনা ধর্মনগর হাসপাতালে। জানা যায়, আজ রাতের ওযুধের দোকান ব্হস্পতিবার ধর্মনগর জেলা

কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রচার চলছে।

এবারের এই সম্মেলনে ২০২৩

সালের রণকৌশল ঠিক হবে।

দিল্লিতে তিপ্রা মথার সাথে যৌথ

আজকের দিনটি কেমন যাবে

সাহা মেডিসিন সেন্টার

৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

উপার্জন বৃদ্ধির যোগ দেখা যায়। চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী উভয়ের ক্ষেত্রেই শুভ। মনে আনন্দ বজায় থাকবে। তবে সাবধানে চলাফেরা করাই বাঞ্ছনীয়।

বৃষ : উপার্জন ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলা যায়। আর্থিক সংকটে পড়তে হবে 🛂 না। তবে আর্থিক ব্যয় করে ফেলার সম্ভাবনা। বুঝে চলতে হবে। অর্থাৎ বাক

সংযমের প্রয়োজন। জাতক-জাতিকারা বিভিন্ন উপায় জ্ঞি অবলম্বন করে সাফল্য লাভ করতে পারবে। চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী উভয়ক্ষেত্ৰেই শুভাশুভ মিশ্ৰ ফল

থাকবে। দেবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকবে না। ঋণ করলেও শোধ করে | দিতে পারবেন। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ভালোই চলবে।

লাভ হবে। শরীর মোটামুটি ভালো

সিংহ: ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহযোগে বিশেষ সুনাম ও সাফল্য অর্জন হু করতে পার বেন। চাকরিজীবীদের কর্মে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভাশুভ মিশ্রফল ভোগ [|] লক্ষ্য করা যায়। বাকসংযম করলে

বিশেষ লাভ হবে। করতে পারে।কর্ম ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকবে। অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা। কর্ম ভালোমন্দ মিশিয়ে

চলবে। তুলা : চাকরিজীবী ও ভালো-মন্দ মিশিয়ে । থাকায় সাবধানে থাকা দরকার।

মেষ : দিনটিতে উপার্জন | চলবে। দিনটিতে আয় ও ব্যয়ের হবে সদুপায়ে এবং এবছর । মধ্যে সমতা রাখা কঠিন হবে।মনের জোর এবং দৃঢ়তার সঙ্গে চলার পথে এগিয়ে চলতে হবে। শরীর স্বাস্থ্যের অবনতি হবার সম্ভাবনা। অবহেলা না করা ভালো।

> বৃশ্চিক দিনটিতে জাতক-জাতিকাদের জন্য বিশেষ 🗸 শুভ। গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ থাকলে এই

দিনটিতে সেরে ফেলা চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ীদের একটু | উচিত। চাকরি ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই শুভ ফল লাভ হবে। অল্প পরিশ্রমেই সুফল লাভ। তবে স্বাস্থ্য দিনটিতে । বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ধনু : চাকুরি ও ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই জাতক-জাতিকাদের শত্রু বৃদ্ধি পাবে

এবং ক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মে উন্নতি, পদোন্নতি ও সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। বন্ধু বা **শ**ত্ৰু থেকে সাবধান থাকা দরকার। বাক্সংযমের

কর্কট : শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে । প্রয়োজন। কিছুটা সমস্যা দেখা । মকর : চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বজায় থাকবে। শরীর ও স্বাস্থ্য

নিয়ে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা তবে চিকিৎসকের পরামর্শে উপশম মিলবে।

কুস্ত : চাকরিজীবী ও 🕳 ব্যবসায়ীদের আর্থিক সচছলত। স্বর্ আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সচ্ছলতা থাকবে। সামঞ্জস্য থাকবে। শরীর ও কন্যা: দিনটিতে মানসিক দুশ্চিন্তা | স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ত্বের 🬌 এবং উদ্বেগ কিছুটা বিব্রত | প্রয়োজন। পরিশ্রমে বিশেষ সাফল্য আসবে।

মীন : চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী উভয় ক্ষেত্রে 🔳 উ পার্জন বৃদ্ধি যোগ লক্ষ্য করা যায়। ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। শরীর ও স্বাস্থ্য একপ্রকার ব্যবসায়ী উভয়ের ক্ষেত্রেই । ভালো থাকবে। তবে দুর্ঘটনার যোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় জখম হলেন তিপ্রা মথার মুখপাত্র অ্যান্থনি দেববর্মা। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শহরের নন্দননগর গোদামের পেছনে তিনি যান দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। আহত অবস্থায় তাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জিএমপি'র ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ রইস্যাবাড়ি অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি বিডিও'র কাছে ডেপুটেশনও প্রদান করে তারা। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রইস্যাবাড়ি ব্লকে রেগায় ১৩ কোটির দর্নীতির তদন্ত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা প্রদান, বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, গভাছড়া-রইস্যাবাড়ি সড়ক সংস্কার প্রভৃতি। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সন্তোষ চাকমা, মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা প্রমুখ।

পুলিশকর্মীর বাড়িতে

চোরের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ ফেব্রুয়ারি।। শুধুমাত্র নাগরিকরাই সাধারণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন না, তাদের মত পুলিশও এখন চোর-ছিনতাইবাজদের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে। অন্তত বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত মধ্যপাড়া এলাকার পুলিশকর্মী কৃষ্ণ দত্তের অবস্থা এমনটাই।কারণ চোরের দল শুক্রবার ভোরে তার ঘর থেকে গরু চুরি করতে তার বাড়িতে হানা দেয়। পুলিশ কর্মীর বাড়িতে চোরের হানার ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কৃষ্ণ দত্ত নিজেও নাকি চোরদের গরু নিয়ে যেতে দেখেছেন। কিন্তু তিনি চোরদের আটকানোর সাহস করেননি। তিনি চোরদের আটক করার জন্য চিৎকার জুড়ে দেন। প্রতিবেশীরা ছুটে এলে চোরের দল গরু ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। জাতীয় সড়কের পাশেই কৃষ্ণ দত্তের বাড়ি। স্বাভাবিক কারণে এখন প্রশ্ন উঠছে শহর এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। কয়েক মাস আগেও ওই এলাকার তিনজনের বাড়ি থেকে গরু চুরি হয়েছিল। আজ পর্যন্ত পুলিশ চোরদের ধরতে পারেনি। উদ্ধার হয়নি গরুও। নাগরিকদের প্রশ্ন, রাতে যদি পুলিশের টহলদারি থাকে তাহলে চোরের দল গাড়ি নিয়ে কিভাবে একের পর এক বাড়িতে হানা দিচ্ছে? পুলিশকর্মীর বাড়িতে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে? দাবি উঠছে পুলিশ যেন এই ধরনের ঘটনা রোখার জন্য আরও সক্রিয় হয়। বিশেষ করে কৃষ্ণ দত্তের বাড়ির

সদস্যরা সুজিত গিরির বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে এই ভূমিকায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। তেজি সংগঠিত করেছে। বেনু বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদে শামিল হয়েছে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি। নৃশংসভাবে বেনু বিশ্বাসকে খুনের অভিযোগ তুলে সিপিএম আগরতলায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে মিছিল সংগঠিত করেছে। মিছিল থেকে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন— শহিদ বেনু বিশ্বাসের খুনি বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। বিষয়গুলো তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ জানান, এই ধরনের ঘটনায় যদি দোষীদের কঠোর শাস্তি প্রদান না করা হয়, তাহলে তারা আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে। ২৪ ঘণ্টা আগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে সিপিএম। তবে রাজধানীতে আন্দোলন ক্রমশ তেজি হচ্ছে। শনিবার আগরতলায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আসছেন সদ্য কংগ্রেসে ফিরে আসা রাজধানীর আন্দোলন। বিলোনিয়ার আশিস কুমার সাহা'রা। তাদের বলা যায়, শুক্রবার থেকেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিএম আগমনকে কেন্দ্র করে আন্দোলন রাজধানীতে আন্দোলন তেজি হয়ে আগর তলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি তেজি হবে। তবে এ সময়ের মধ্যে গেলো। প্রসঙ্গত, এদিনের আন্দোলন বামেরা নানা ইস্যুতে আন্দোলন জারি রেখেছে রাজধানীতে। শুধু তাই নয়, শনিবার আগরতলায় সুদীপ রায় বর্মণদের বরণে নানা আয়োজন থাকছে। আর এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিকভাবেও কংগ্রেস শনিবারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে সুদীপ রায় বর্মণদের কংগ্রেসে যোগদান এবং অঙ্গীকারের কথা জানান।

তথা যোগদানকারী সুদীপ রায় বর্মণ, কর্মসূচিও যথেষ্ট বার্তাবহ।তার আগে

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের স্লোগান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম জোরদার করার স্লোগানকে সামনে রেখে শুক্রবার বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্মেলন। এদিন সকালে দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। মহকুমা কার্যালয়ের নামকরণ করা হয় প্রয়াত নেতা গৌতম দাস এবং বিজন ধরের নামে। সম্মেলন মঞ্চ নামাঙ্কিত করা হয় মদন দাস এবং হিমাংশু রায়ের নামে। দক্ষিণ জেলার তৃতীয় সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক জীতেন চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বাদল চৌধুরী, নারায়ণ কর, সুধন দাস, বাসুদেব মজুমদার, দীপঙ্কর সেন, তাপস দত্ত প্রমুখ। সম্মেলনে ভাষণ রাখতে গিয়ে নেতারা সংগঠনকে। মজবুত করার লক্ষ্যে নেতাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করার আহ্বান রাখেন। দলকে সমৃদ্ধ করার জন্য নেতাদের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। সম্মেলন শেষে ৩৩ জনের কমিটি গঠন করা হয়। বাসুদেব মজুমদারকে পুনরায় জেলার সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

বিদ্যানিকেতনে কয়েকটি বিভাগে অর্জন করেছে। এই স্কুলটিই শিক্ষক সংকটের অভিযোগও এখন পরিকাঠামোগত অবস্থায় ভূগছে।

চোরাকারবারির

কারাদণ্ড

খোয়াই, ১১ ফেব্রুয়ারি।। সেগুন

কাঠের অবৈধ কারবারে জড়িত

তিন মাসের কারাবাসের নির্দেশ

দিল আদালত। যদিও প্রয়োজনীয়

এক অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস

করে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়

অভিজিৎ ভট্টাচার্য জানান, ২০২০

সময়ে বাপি মোদক ও ভাস্কর রুদ্র

পাল নামে দু'জন কাঠের অবৈধ

হাদুকপাড়ায় একটি গাড়ি বোঝাই

গোপন খবরের ভিত্তিতে খোয়াই

আধিকারিকের নেতৃত্বে বনকর্মীরা

কাঠ-সহ দু'জনকে আটক করতে

ছনখলা এলাকায় উৎপেতে

গাড়িতে থাকা অবৈধ সেগুন

সক্ষম হয়। এ বিষয়ে ধৃতদের

বিরুদ্ধে বন দফতরের তরফ

থেকে আদালতে মামলা করা

হয়। আদালতে মামলার শুনানি

শেষে বৃহস্পতিবার খোয়াইয়ের

সিজেএম আদালতের বিচারক

পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত

চোরাকারবারি বাপি মোদককে

করেন। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে

রুদ্রপালকে আদালত বেকসুর

খালাস করে তাকে মামলা থেকে

তিন মাসের কারাদত্তে দণ্ডিত

অপর এক আভযুক্ত ভাস্কর

অব্যাহতি দেওয়া হয়।

বেআইনিভাবে সেগুন কাঠ

আদালত। সরকারি আইনজীবী

সালের মাঝামাঝি কোন এক

চোরাকারবারি খোয়াইয়ের

অবৈধ কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল।

ছনখোলা থেকে মারে

মহকুমার বন দফতরের

সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অপর

থাকায় এক চোরাকারবারিকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,



অনুসন্ধানে পরিদর্শন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আছে। এছাড়া জমি সংক্রান্ত কিছু অন্যতম বনেদিস্কুল নেতাজি সুভাষ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে সুনাম

নেশা বিরোধী অভিযানে ক্লাব

সাথে বৈঠক করে সমাধান করার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাডি, ১১ তারা জানতে পারেন সজিত প্রতিদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায়

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। সমস্যারয়ে গেছে। প্রধানশিক্ষকের

শহরের ঐতিহ্যবাহী নেতাজি সুভাষ

বিদ্যানিকেতন নানা সমস্যায়

জর্জরিত। স্কুলে বৃষ্টি হলেই জল

জমে যায়। জমি নিয়েও সমস্যা

রয়েছে। সব বিষয়েই বারবার স্কুল

থেকে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ

জানানো হয়েছিল। এবার স্কুল

পরিদর্শনে যান বিধায়ক ডা. দিলীপ

কুমার দাস, পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ কুমার যাদবের নেতৃত্বে

প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে সদর মহকুমা

শাসকও ছিলেন। স্কুলের সমস্যার

কথা স্বীকার করে নেন খোদ

পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ

কুমার যাদবও। তিনি জানান,

বিদ্যালয়ের ভেতর বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে।জলনিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা

ফেব্রুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে কদমতলা বাড়িতে এসে সবার সাথে ঝগড়া করে। তার মত আরও থানাধীন বডগোল এলাকার পিওয়াইসি ক্লাবের সদস্যরা। অনেকেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এলাকার পরিবেশ নম্ভ তারা মহেশপুরের দক্ষিণ বাগান থেকে প্রচুর পরিমাণ করছে। তখন ক্লাবের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশি মদ উদ্ধার করে। ক্লাবের সভাপতি মিহির দাসের বড় গোল এলাকায় দক্ষিণ বাগানের কয়েকটি কাছে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেছিলেন সুজিত বাড়িতে হানা দেয়। সেই সব বাড়িতে অনেকদিন গিরি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার বড় ভাই অজিত গিরির ধরেই মদ বিক্রি হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ উপর হামলা করেছে। সেই খবর পেয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ কয়েক গ্যালন দেশি মদ উদ্ধার করে এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা রক্তাক্ত অবস্থায় অজিত স্বরবর্তী সময় তারা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে গিরিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে ক্লাবের উদ্ধারকৃত মদনষ্টকরে দেয়।গ্রামের লোকজন ক্লাবের

শক্তির মহড়ায় একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে, তেজি রাজধানীর আন্দোলন



তাকে কেন্দ্র করে আগরতলার কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক রতন দাস সহ অন্যান্যরা দাবি করেছেন, এসময়ের মধ্যে গোটা রাজ্যে বামপন্থীদের উপর নৃশংসভাবে আক্রমণ সংগঠিত হচেছ। সিপিএম এসবের মোকাবিলায় রাস্তায় থাকবে বলে নেতৃবৃন্দ তাদের

আইপিএফটি'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. গভাছড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আইপিএফটি'র রইস্যাবাডি কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় অফিস থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রথমে মিছিল বের হয়। সেই মিছিল রইস্যাবাড়ি বাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরবর্তী সময় মধ্যবাজারে এসে সভায় মিলিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রইস্যাবাড়ি অঞ্চল সম্পাদক অমিতাভ ত্রিপুরা, সভাপতি অশোক কুমার জমাতিয়া বিএসি চেয়ারম্যান প্রদীপ জমাতিয়া প্রমুখ। নেতারা ভাষণ রাখতে গিয়ে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ তুলে ধরেন।

সুপারের দারস্থ মাহলা কংগ্রেস

ঘটনায় স্থানীয় লোকজন এখন

আতঙ্কিত। খোদ কৃষ্ণ দত্তও এই

ঘটনায় হতবাক।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চড়িলাম, ১১ ফেব্রু**য়ারি।। ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার সিপাহিজলা জেলার পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন সেই ঘটনা সংবাদমাধ্যম এবং দেবনাথের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে। তাদের ডেপুটেশনের মূল ভাইরাল হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ বিষয়বস্তু ছিল দু'দিন আগে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে টাকারজলা থানাধীন গোলাঘাঁটি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই এলাকায় এক মহিলা এবং অপর মহিলা কংযেস এদিন পুলিশ এক ব্যক্তির উপর মধ্যযুগীয় বর্বরতা সুপারের সাথে দেখা করে ঘটনার চালানোর ঘটনা। গত বুধবার রাতে সাথে জড়ি ত দের অবিলম্বে নিয়েও মহিলা কংগ্রেসের

ব্যক্তিকে এক সাথে গাছের সাথে বেঁধে মারধর করে স্থানীয় লোকজন। পরকীয়ার অভিযোগে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এক মহিলা এবং অপর এক গ্রেফতারের দাবি জানান। প্রতিনিধি

দলের সদস্যরা জানান, পুলিশ সুপারও এই ধরনের ঘটনার নিন্দা করেছেন। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিরও যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। মহিলা কংগ্রেসের বক্তব্য রাজ্যে আইনের শাসন নেই। যে কারণে একজন মহিলাকে ঘর থেকে টানা-হ্যাঁচড়া করে গাছের সাথে বেঁধে মারধর করা হয়। এখনও পর্যন্ত পুলিশ কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তা প্রতিনিধিরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক										
সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে প্রতিটি সারি এবং কলামে			8			7	1		5	4
থেকে ৯ সংখ্যাটি একবার ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩		1			5	9		8		6
৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহা করা যাবে ওই একই নয়া	ট			2				9	1	
সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধা যুক্তি এবং বাদ দেওয়া					8		7		4	2
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে সংখ্যা ৪৩২ এর উত্তর		2	4	8			6	7	9	
	1 3			7		4			8	1
	8 4	7	2			1	8	5		3
	9	4	6	3				1		
1 5 8 2 9 4 6 3	5 7 2	8		5	7				2	9

টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে কংগ্রেসকে তুলনা সুবল'র



কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ছেড়েছিলেন এক সময়। টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে কমিউনিস্টদের হারাতে বিজেপিকে কংখেসকে তুলনা করলেন না চাইলেও কংখেসের প্রায় কংগ্রেসত্যাগী সুবল ভৌমিক। সকলেই বিজেপিতে চলে তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির গিয়েছিলেন। কংগ্রেসের ব্যর্থতার বর্তমান আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক কারণেই এ রাজ্যে বিজেপি শক্তি বলেন, কংগ্রেসের কিছুই নেই। বাড়িয়েছে এবং ক্ষমতায় এসেছে। কংগ্রেস এখন টাইটানিক জাহাজ। যারা নতুন করে স্বপ্ন দেখাচেছ সুবল ভৌমিক আরও বলেন, এই কংগ্রেসের হয়ে তারাও জেনে কংগ্রেস কিছুই করতে পারবে না। গেছে, কংগ্রেস এখন টাইটানিক যারা কংগ্রেসে গেছেন তারাও সেই জাহাজ। শুধু এ রাজ্যেই নয়, গোটা

অভিজ্ঞতা নিয়েই কংথেস

দেশেই কংগ্রেস টাইটানিক জাহাজ হয়ে গেছে। সেই জায়গা থেকে কংগ্রেসকে তুলে আনা আর সম্ভব নয়। এদিন সুবল ভৌমিকের হাত ধরে ২৮৪ পরিবারের ৭০৫ জন ভোটার তণমলে যোগ দিয়েছেন বলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেন। তার পাশাপাশি আগামীদিনে দল আরও বেশি শক্তিশালী হচ্ছে বলে দাবি করেন নেতৃবৃন্দ। তার সাথে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচিও সংগঠিত করা হচ্ছে তৃণমূলের তরফে।

মাঠকে ধ্বংসস্তপে পরিণত করেছে

ডিএম'র দারস্থ ঢি

প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিরোধী দলের উপ-নেতা বাদল চৌধুরী বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছিলেন তিনি বিলোনিয়ার বিকেআই গ্যালারি রক্ষার প্রশ্নে জেলাশাসকের সাথে কথা বলবেন। ওইদিন রাতেই বিলোনিয়ার রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের কমলপুর বাজারে বামকর্মী বেনু বিশ্বাসের রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং কারা রাতের অন্ধকারে বিকেআই বিলোনিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে দলবাজি বন্ধ করার বিষয়েও তারা জেলাশাসকের সাথে কথা বলেন। এদিন বাদল চৌধুরীর সাথে ছিলেন তাপস দত্ত, সুধন দাস। জেলাশাসক কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বাদল চৌধুরী বলেন, বেনু বিশ্বাসকে বিজেপির দুষ্কৃতিরা খুন করেছে।ইতিমধ্যেই খুনিদের বিচার চেয়ে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে পিআরবাড়ি থানায় মামলা



এই ঘটনাটিকে খন বলেই অভিযোগ করা হচ্ছে। তাই শুক্রবার বাদল চৌধুরীর নেতৃত্বে সিপিআইএম'র এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সাথে দটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের তরফ থেকে সেই বিষয়ে জেলাশাসককে তারা এক দিকে যেমন বিকে আই অবগত করেছেন। পাশাপাশি বিকল্প সৌডিয়াম বক্ষা কবে জাতীয় সড়ক ব্যবস্থা থাকা সজেও জাতীয় সড়ক নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে, ঠিক তেমনি বেন বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিও জানানো হয়।

দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একজন অভিযক্তও গ্রেফতার হয়নি। পুলিশের তদন্ত সন্দেহজনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাই মামলার তদন্ত যাতে সঠিকভাবে হয় নির্মাণের নামে ১২৫ বছর পুরোনো বিলোনিয়ার বিকেআই মাঠের গ্যালারি গুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটিও জেলাশাসককে জানানো হয়। তিনি প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন.

তা তদন্ত করে বের করা হোক। বাদল চৌধুরী আরও বলেন, গত ২৯ জানুয়ারি ঋষ্যমুখ বিধানসভার অন্তর্গত আমজাদনগরে বিজেপি'র দুষ্কৃতিরা দফায় দফায় আক্রমণ করেছিল। এ নিয়ে পুলিশের কাছে মামলা দায়ের হলেও তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে, সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এক কথায় পুলিশ রাজনৈতিক রং দেখে মামলা নিচ্ছে এবং তদন্ত করছে বলে অভিযোগ বাদল চৌধুরীর। তার কথা অনুযায়ী বাম নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাদের গ্রেফতারের নামে হয়রানি করা হচ্ছে। যাতে করে তারা বাড়িঘর ছেড়ে চলে যান। অথচ আক্রান্তদের দায়ের করা মামলার বিষয়ে পুলিশ উদাসীন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে বিজেপি নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে বলে তার অভিযোগ। ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিচ্ছে বিজেপি নেতাবা। ঘব নিয়ে দলবাজি করে প্রকৃত প্রাপকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব কিছুরও সৃষ্ঠ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে জেলাশাসকের কাছে।

জনপ্রিয় ডাক্তারের বদলি ঘিরে আগ্নেয়গিরির রূপ নিচ্ছে জলাবাসা

১১ ফেব্রুয়ারি।। পানিসাগর দেখতে শুরু করেন বৃহত্তর মহকুমা সদর থেকে ৩ কি.মি. দর্বতী জলাবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাক্তার শান্তন পালকে এলাকাবাসীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বদলির ষড়যন্ত্র ঘিরে জনমনে ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির রূপ পরিগ্রহ করার তথ্য প্রতিবাদী কলম'র দফতরে জমা পড়েছে।প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, জলাবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম.ও.আই.সি'র দায়িত্ব বিগত বাম আমল থেকেই সামলে আসছেন ডাক্তার মনোজিত ভৌমিক। গত ৬/৭ বছরে ভৌমিক বাবু জনগণের নিকট ডাক্তাররূপী ভগবানের স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইদানীং এম.ও.আই.সি তার সরকারি কোয়ার্টারকে একাংশ সমাজবিরোধীর আড্ডাখানায় পরিণত করার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগী মানুষ। আস্থা না থাকায় কোনও রোগী ডাক্তার মনোজিত ভৌমিকের সংস্পর্শেও যেতে অনাগ্রহী বলে জলাবাসার জনগণের অভিযোগ। স্থানীয় ভুক্তভোগী মানুষের ইচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্য দফতর ডাক্তার মনোজিত ভৌমিক এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে নিক কিন্তু দফতর সে পথে না গিয়ে মাত্র দু-বছর পূর্বে জলাবাসা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দিয়ে ডাক্তার শান্তনু পাল এলাকাবাসীর নিটক ডাক্তাররূপীয় ''ভগবান'' আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তার নিরলস পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে। এলাকাবাসী প্রতিবেদককে জানান, একদা সর্বজনপ্রিয় ও সুবিখ্যাত ডাক্তার

প্র**িতবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর,** প্রস্কান ভট্টাচার্যের মত শাস্তন্ত পালকে নিয়ে ডাক্তার শাস্তন্ত পালের বদলির জলাবাসা এলাকার জাতি-জনজাতি অংশের মানুষ। এমনও জানা যায় যে, জরুরি কাজে ডাক্তার শান্তন পাল ছুটিতে গেলে রোগীরা হাসপাতালে হাজির হয়ে বিকল্প পরিষেবা গ্রহণ না করেই বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন অর্থাৎ শান্তনুবাবুর পরিষেবা তাদের চাই-ই চাই। এমতাবস্থায় মাস দু'য়েক পরে ডাক্তার শাস্তনু পালকে অন্যত্র বদলির আদেশ আসলে আগুনে ঘৃতাহুতি হয়। জলাবাসার জনগণ ডাক্তার শাস্তনু পালের বদলির আদেশ রদ করতে গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পাঠান উত্তর জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার অরুণাভ চক্রবর্তী বরাবর। উল্লেখ্য, উত্তর জেলার সি.এম.ও জনস্বার্থের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ডাক্তার শান্তনু পালের বদলির আদেশ স্থগিত রাখেন। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই এবার খোদ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয় থেকে ডাক্তার শান্তনু পালের বদলির নতুন আদেশ আসায় ফের জলাবাসার সর্বত্র যুগপৎ ক্রোধ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। দুই/তিন দিনের মধ্যে ডাক্তার শান্তনু পালের জলাবাসা হাসপাতাল থেকে রিলিজ হবেন খবরে বৃহত্তর এলাকা অর্থাৎ রৌয়া, পূর্ব রৌয়া পেকুছড়া, জলাবাসা, পূর্ব জলাবাসা, ইন্দুরাইল, ভালুকছড়া ও জুরি আরএফ'র জাতি-জনজাতি অংশের মানুষ নড়ে চড়ে বসেছেন বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগী জলাবাসার জনগণ খোঁজ খবর

পেছনে জনস্বার্থ নয়, চক্রান্ত ও স্বজনপোষণের গন্ধ পেয়েছেন। তারা প্রতিবাদী কলম'কে জানান, এম.ও.আই.সি মনোজিত ভৌমিককে বদলি করলে পরবর্তী সিনিয়র ডাক্তার শান্তনু পাল স্বভাবতই এম.ও.আই.সি হতেন কিন্তু তা না করে স্বজনপোষণকে প্রাধান্য দিতেই ভগবানরূপী জনপ্রিয় ডাক্তার শান্তনু পালকে বলির পাঁঠা করেছে প্রশাসনের অভ্যন্তরস্থ স্বার্থান্বেষী মহল। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, শুক্রবার পানিসাগর পি.এইচ.সি মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত হওয়ায় নতুন এসডিএমও দায়িত্ব গ্রহণ করায় এলাকার "ভাগিনা" ডাক্তার এম.ও.আই.সি'র হারিয়েছেন। অতএব পথের কাঁটা ডাক্তার শাস্তনু পালকে সরিয়ে কিছুদিন পর এম.ও. আই.সি মনোজিত ভৌমিককে সরানো হলে ভাগিনা ডাক্তারের এম.ও.আই.সি'র দায়িত্ব পেতে কোন অসুবিধা হবে না। সূত্রটি আরও জানায়, তিলথৈ হাসপাতালের জনৈকা মহিলা ডাক্তারকেও জলাবাসায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে স্বার্থান্বেষী মহল'র। ক্ষুব্ধ জলাবাসার জনগণ প্রতিবাদী কলম'কে জানান, গোষ্ঠী প্রাধান্য ও স্বজনপোষণের ব্লু-প্রিন্ট তারা মেনে নেবেন না। জনপ্রিয় ডাক্তার শান্তনু পালের বদলির আদেশ জনস্বার্থে রদ না হলে জলাবাসার পরিস্থিতি একদা বালকমুনি হাইস্কুলে সংঘটিত দক্ষযজ্ঞ ও কুরুংক্তারের রাপ পরিগ্রহ করতে পারে।

একই এলাকার ৫ বাড়িতে চুরি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।।

নেশাখোরদের আস্ফালনে দিন দিন

বেড়েই চলছে চুরি কাণ্ড। নেশার

সামগ্রী যোগান দিতে এক শ্রেণির নেশাখোর যুবকরা বাডি বাডি থেকে রাতের অন্ধকারে গৃহপালিত পশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রকার ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকায় পুলিশ। বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া-সহ মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ফের একবার বৃহস্পতিবার রাতে একই এলাকার পাঁচটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মানিক দেববর্মা এবং দক্ষিণ গকুলনগর এডিসি ভিলেজ এলাকায় রাতের আঁধারে রাবার শিট-সহ গবাদিপশু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মানিক দেববর্মা এডিসি ভিলেজ এবং দক্ষিণ গকুলনগর এডিসি ভিলেজে জনজাতি অংশের লোকেদের বসবাস। ওই এলাকার বেশিরভাগ মানুষজনেরা কৃষিকাজ-সহ গবাদি পশু প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বিশেষ করে গবাদি পশু প্রতিপালনের পর সেগুলি বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ কিংবা ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে থাকে। এদিন রাতে এই দুটি এডিসি ভিলেজে বসবাসকারী পাঁচটি পরিবারে পনেরটি গবাদি পশু ছাগল এবং পাঁঠা চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। এদিনই অপর আরেকটি বাড়িতে রাবার শিট চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অনুমান করা হচ্ছে চুরি যাওয়া গবাদিপশু ছাগল ও পাঁঠা-সহ রাবার শিটের মূল্য আনুমানিক ৭০ হাজার টাকা বলে জানা গেছে। ওই এলাকার সরল মানুষজনেরা থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। এদিকে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এর নৈশকালীন টহলদারি বিষয় নিয়েও। এলাকাবাসীদের থেকে আরো জানা যায়, প্রতিনিয়ত এলাকায় গবাদি পশু চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে।

বানরের তাগুবে

দিশেহারা নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বানরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ব্যবসায়ীসহ কৃষিজীবী সাধারণ ১১ ফেব্রুয়ারি।। আত্মসমর্পণের অংশের মানুষ। ক্রমান্বয়ে দিনের-পর-দিন মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি হিড়িক লেগেছে এনএলএফটি-তে। পেয়েছে বানরের উৎপাত। ঘটনা দু'দিনে ৭ জঙ্গি আত্মসমর্পণ কাঁঠালিয়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত করলো। আত্মসমর্পণের সময় তারা নিদয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার দাবি বানরের উৎপাতে সাধারণ মানুষ করেছে। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর অসহায় হয়ে পড়েছে। বন মহকুমার আনন্দবাজার থানায় এসে দফতরের তরফ থেকে এই ধরনের গোয়েন্দা পুলিশের কাছে জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে সঠিক কোনো আত্মসমর্পণ করে। এরা সবাই উদ্যোগ না নেওয়ায় সমস্যায় এনএলএফটি'র (পিডি) দলের ভূগতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। জানা সদস্য ছিলেন। আত্মসমর্পণকারীদের গেছে, উক্ত গ্রামের সিংহভাগ পরিবার কৃষিনির্ভর। বিগত কয়েক মধ্যে পাঁচজন আসাম রাইফেলসের বছর ধরে বানরের উৎপাত চলছে। কাছে ধরা দিয়েছে শুক্রবার। বাকি ফলে কৃষি ফলানো সম্ভব হচ্ছে না দু'জন একদিন আগেই পুলিশের বানরের উৎপাতে। অন্যদিকে গোয়েন্দা শাখার কাছে আত্মসমর্পণ পঞ্চায়েত এলাকার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে করে। তারা জানিয়েছে, ১০ মাস বাজার। বানরের উৎপাতে আগে এনএলএফটি'র (পিডি) ব্যবসায়ীরাও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। গ্রুপে যোগদান করেছিল। তাদের বাজারে আসা ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রশিক্ষণ হয় বাংলাদেশের কানরাই পসরা সাজিয়ে বসলে সুযোগ বুঝে গ্রামে। পরিমল দেববর্মা গ্রেফতার হানা দিচ্ছে বানরের দল। নিদয়া বাজারের ব্যবসায়ীরা সংবাদমাধ্যমের হওয়ার পরই তার জঙ্গি দলটি দুর্বল সামনে তাদের অসহায়ত্বের কথা হয়ে পড়ে। একদিন আগেই তুলে ধরেছেন। বানরের উৎপাত পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাছে বিষয়ে বন দফতরের কর্মীদেরকেও আত্মসমর্পণ করেছিল দুই জঙ্গি। জানানো হয়েছে কিন্তু তাদের কাছ এরা হল— হাকিমুরাই রিয়াং (৩৬) থেকে সঠিক কোনো উত্তর পাওয়া বাড়ি ক্লাস্টার ভিলেজ, যাচেছ না বলে অভিযোগ। আনন্বাজার, অন্যজন হল গ্রামবাসী-সহ ব্যবসায়ীরা বানরের এজামুনি রিয়াং (৩৫) বাড়ি উৎপাত থেকে মুক্তি পেতে বন হাজাছড়া, আনন্দবাজার। শুক্রবার দফতরের আধিকারিকদের এ বিষয়ে আত্মসমর্পণ করেছে আরও ৫জন। সঠিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

এরা আনন্দবাজারে আসাম সন্ধান চাই Ref.:Baikhora P.S GDE No.27 dated 08-02-2022 পাশের ছবিটি শ্রী প্রিয়া চক্রবর্তী, স্বামী-মৃত সুবল চক্রবর্তী আনুমানিক বয়স ১৮ বৎসর, সাং- চরকবাই (মধ্যপাড়া), থানা

🔟 বাইখোডা, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা-৪ ফুট, গায়ের রঙ- ফরসা পরা ছিল খয়েরি ও সাদা কালারের স্কুল ড্রেস। গত ০৭-০২-২০২২ (ইং) সকাল আনুমানিক ৭.৩০ মিনিট সময় নিজ বাড়ী হইতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্ করে বাড়ী থেকে বের হয়, সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উত্ত নিখোঁজ-মেয়েটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খজে পাওয়া যায় নাই। উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মেয়েটির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে

নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। (যোগাযোগের ঠিকানা) ১) এস.পি (ডি.আই.বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা

বৈলোনীয়া, ফোন নম্বর ঃ 03823-222052, 7628007079 ২) বাইখোড়া থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ 7085878885

Sd/- Illegible Superintendent of Police ICA/D/1780/22 South Tripura District

শতায়ু কীর্তনিয়ার প্রয়াণে র্তনে ভাটার টান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, স্পারি বিক্রি করে সংসার কমলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিপালন করতেন। মহকুমার কীর্তনের প্রতি তার আগ্রহ এবং গ্রামীণ কৃষ্টি সংস্কৃতিকে আগলে ভালোবাসা কারোর কাছেই অজানা নয়। অনেকেই কীর্তন এবং কানাই দেবনাথকে একে অপরের পরিপরক বলেই মনে করতেন। যেহেতু শতায়ু কীর্তনিয়া কানাই দেবনাথ পৃথিবীর মায়া মমতা ত্যাগ করে পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন, তাই গোটা কীৰ্তনিয়া সমাজই যেন আজ মনমরা। কারণ, এখন আর কেউ কীর্তনের জন্য সবাইকে ডেকে নিয়ে যাবেন না। ১০১ বছরে কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ড নওয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা কানাই দেবনাথ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ নিজ বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ৮০ বছরের স্ত্রী ললিতা দেবনাথ, দুই ছেলে, তিন কন্যা সহ নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন কানাই দেবনাথ। লোকমুখে শোনা যায়, ১৯৪৭ সালের আগেই পূর্ব বাংলার শ্রীমঙ্গল শাহজি বাজার থেকে কমলপুর এসেছিলেন কানাই



সমর্পণ করেছিলেন তিনি। বিশেষ করে হরিসেবা, কক্ষিনারায়ণ সেবা কিংবা ত্রিনাথ কীর্তনে তার উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। বিনে পয়সায় মান্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি

কীর্তন করতে ভালোবাসতেন। নিজেও যেমন কীর্তন করতেন, ঠিক তেমনি সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যেতেন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, কানাই দেবনাথ যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন থেকেই গ্রামীণ এলাকায় সেই কীর্তনে ভাটার টান পড়েছে। কারণ, কানাই দেবনাথের মত আর কারোর মধ্যেই সেই উৎসাহ দেখা যায়নি যিনি স্বউদ্যোগী হয়ে দল গঠন করে কীর্তন করতে যাবেন। এক কথায়, কানাই দেবনাথ যেভাবে সহকর্মীদের নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি হরিনাম সংকীর্তন করতেন সেই চিত্র এখন আর দেখা যায় না। কানাই দেবনাথের মৃত্যুতে গোটা কমলপুর জুড়েই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন এলাকার মানুষ তার বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি তার নাতি-নাতনি সহ পরিবারের সদস্যরা বাজি পটকার মাধ্যমে তাদের প্রিয় কানাই দেবনাথকে শেষ বিদায় জানান। প্রবীণ ওই কীর্তনিয়ার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবও।

গাঁজা-সহ আটক মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। প্যাকেট ভর্তি গাঁজা-সহ আটক এক মহিলা। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন ৩৫মাইল এলাকায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ৩৫মাইল এলাকায় গাড়ি তল্লাশির সময় গাঁজা-সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ওই মহিলা। এদিন দুপুর থেকেই মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ ৩৫মাইলে যানবাহন তল্লাশি শুরু করে। সন্ধ্যা নাগাদ ৪ প্যাকেটে ৬ কেজি গাঁজা-সহ ওই মহিলাকে আটক করা হয়। অভিযুক্ত মহিলা যাত্রীবাহী বাসে ছিল। সেই মহিলার গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে হওয়ায় পুলিশ তাকে জেরা করে। তখনই মহিলা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের নজরদারি থাকায় মহিলা পালিয়ে যেতে পারেনি। পরবর্তী সময় ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মহিলার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য ৩০ হাজার টাকা হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি মহিলা সেই গাঁজা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল।তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ওই মহিলার নাম এখনও সংবাদমাধ্যমের কাছে বলতে চায়নি।

সিণ্ডপ্তের নামে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বিজেপি'র প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি সুধীন্দ্র দাসগুপ্তের নামে সেতু গড়ে উঠছে কল্যাণপুরে। শুক্রবার প্রস্তাবিত ওই সেতুর শিলান্যাস হয়। এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীর হাত ধরে সেতুর শিলান্যাস হয়েছে। খোয়াই নদীর উপর কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত দুর্গাপুর এবং দ্বারিকাপুর গাঁওসভার মধ্যে এই সেতু সংযোগ

দেবনাথ। কমলপর বাজারে পান

চৌধুরী অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে জানান, ওই এলাকার মানুষ অনেক দিন ধরেই সেতুর দাবি জানিয়ে আসছেন। দীর্ঘ বাম শাসনে তাদের সেই দাবি উপেক্ষিত ছিল। তিনি বলেন, যারা রাজনীতির নামে বিভিন্নভাবে পরিস্থিতি উত্যক্ত করার চেস্টা করছেন তারা কোন দিন সাধারণ মানুষের দাবিকে গুরুত্ব অন্যতম নিদর্শন সুধীন্দ্র দাসগুপ্ত

স্থাপন করবে। বিধায়ক পিনাকী দাস বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার মানুষের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। যদিও এই সরকারের বয়স প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ মাস, কিন্তু দীর্ঘ ২ বছরের বেশি সময় করোনার জন্য সব কাজই ব্যাহত হয়েছে। এরপরও সরকার মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের যাবতীয় দাবিকে পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার দেননি। বর্তমান সময়ে রাজ্যের সেতু।প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা

ব্যয়ে এই সেতু নির্মিত হবে। বিধায়ক আশা ব্যক্ত করেছেন সেতৃটি গড়ে উঠলে গোটা এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হবে। এদিন সেতুর শিলান্যাস অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে উপচে পড়া ভীড় ছিল। অনুষ্ঠানে থামোন্নয়ন আধিকারিক-সহ ব্লক চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত প্রধান, উপ-প্রধান সকলেই উপস্থিত ছিলেন।



রাইফেলসের কাছেই আত্মসমর্পণ করে। এরা হল--- রামবাদল ত্রিপুরা (৪০), তার বাড়ি সুরিয়াহামপাড়ায়, স্বপন ত্রিপুরা (২২), তার বাড়ি রামমনি কুমার পাড়ায়, জলাশকা ত্রিপুরা (৩৪), বাড়ি সুরিয়া হামপাড়া, যুব রঞ্জন ত্রিপুরা (৩৫), বাড়ি সুরিয়া হামপাড়া এবং খগেন্দ্র রিয়াং (২৯) বাড়ি স্বর্ণজয়পাড়ায়। আত্মসমর্পণকারীরা

পুলিশের কাছে জানিয়েছে, স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের জঙ্গি দলে যোগদান করানো হয়েছিল। ১০ মাসেই বুঝে গেছেন এটা তাদের লক্ষ্য নয়। ভুল বুঝিয়ে তাদের জঙ্গি দলে নেওয়া হয়েছে। ভুল বুঝতেই ফিরে এসেছে স্বাভাবিক জীবনে। যদিও আত্মসমর্পণকারীরা কোনও অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়নি বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনায় আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ফের জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত হন এক যুবক। তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুরাতন টিআরটিসি এলাকায় ২৩ বছরের কেশব দাস বাইক নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। টিআর০১সি৯৯৫৩ নম্বরের বাইক নিয়ে তিনি তেলিয়ামুড়া বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। একটি মারুতি গাড়ি তার বাইকে ধাকা দেয়। এতে কেশব দাস রাস্তায় ছিটকে পডেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। তবে মারুত গাড়িটি ঘটনার পরই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বর্তমানে আহত যুবক তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. 21/EE/E-CELL/ARDD/2021-22. Date: 07/02/2022. Memo No F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/3536-45 Date: 07/02/2022.

Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD -7(Seven) upto 3.00 p.m on 17/02/2022 for DNIT: i) 53/EE/E-CELL/ARDD/2021-22 ii) 54/EE/E-CELL/ARDD/2021-22 iii) 55/EE/E-CELL/ARDD/2021-22 & iv) 56/EE/E-CELL/ARDD/2021-22. All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.

N.B:-For details please Visit https://ardd.tripura.gov.in.

Sd/-Illegible Executive Engineer Engineering Cell, ARDD. P.N. Complex, Agartala

NOTICE INVITING e-TENDER

OBCs Welfare Department, Government of Tripura invites electronic Bids through e- Proof Governmentof Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from interested lawful owners of Maruti Eeco Vehicle for providing 1 (one) Maruti Eeco Vehicle to the office of the Hon'ble Minister, OBCs Welfare Department office as on hiring basis in two stage Bid System. OBCs Welfare Department, Government of Tripura. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 24-02-2022 up to 5.00 PM.

Sd/-Illegible (KUNTAĽ DAS Director **OBCs Welfare Department** Government of Tripura

ICA-C-3688-22

ICA-C-3706-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/35/2021-22 The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Ambassa, Dhalai

Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' item rate tender from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti Van (Omni) / EECO of model not older than 2018, up to 12.00 P.M. on 23.02.2022 for the following work -

S	I DNII NO	ESTI- MATED COST	EAR- NEST MONEY	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	EE-IED/AMB/180/2021-22	Rs. 3,69,080.00	Rs. 3,691.00	Upto 14.00 Hrs. on 22.02.2022	At 12.30 Hrs. on 23.02.2022

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of Governor of Tripura Sd/- Illegible (Er. Ajit Ghosh) **Executive Engineer** Internal Electrification Division, PWD Ambassa Dhalai Tripura

ICA-C-3694-22



সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

হেল্পার, স্টেনো পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শুন্যপদ ঃ ১৯২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে পিজি পর্যন্ত বয়সঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯-১১ মার্চে. আগরতলায়। * পাওয়ার গ্রীডে অ্যাসিস্ট্যান্ট **रेक्षिनियात ऐंनि** পদে निয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা

নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, গেট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে স্টাফ **নার্স. পুরুষ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম. বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **জুনিয়র**

অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়সঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **সিভিল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১৬ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়সঃ ২১ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত

रिक्षिनियात পদে निर्यारगत जन्म

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ইভিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১ -৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ

পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা,

তারিখ ৫ জুন।

তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত

ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),

২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা,

কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন।

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **জেনারেলিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়সঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২

* ত্রিপুরা সরকারের সমাজ

অধীনে **সুপারভাইজর** পদে

কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের

মার্চে, কলকাতায়।

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক তবে বাংলা/ ককবরক ভাষা

... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, জানা সহ কিছু বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে) অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ

পরে জানানো হবে।

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, **আগরতলা।।** * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে

> অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি পাশ, ফিনান্সে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৫-৪৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাডি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস অ্যাপ

ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য

এলডিসি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়সঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশ,

* ইএসআইসি-তে **এমটিএস.**

২৪২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বয়সঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰকে **প্ৰজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, এসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শন্যপদঃ ৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ, বয়সঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ হবে। * কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ভেল-এ **ওয়েল্ডার** পদে

নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, নির্দিষ্ট ট্রেডে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লেটারে জানানো হবে।

ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল * ত্রিপুরার আট জেলায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **পিওন** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে অর্থাৎ স্পিড পোস্ট/ রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * ইন্ডিয়ান অয়েলে

অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল **এটেন্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * নবোদয় বিদ্যালয় সমূহে

এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট,

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এসটি'র জন্য ১৯টি আসন সংরক্ষিত। ৯টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কল্যাণ ডিজেল শেডে মোট আসন ৫০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৩টি, এসসি'র জন্য ৮টি, এসটি'র জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। ১টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কুরলা ডিজেল শেডে মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১টি, ওবিসি'র জন্য ১৬টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। ২টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কল্যাণ ট্রেণিং স্লটে মোট আসন ১৭৯টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯২টি, ওবিসি'র জন্য ৪৮টি, এসসি'র জন্য ২৬টি, এসটি'র জন্য ১৩টি আসন সংরক্ষিত। ৫টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কুরলা ট্রেণিং স্লটে মোট আসন ১৯২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৯৭টি, ওবিসি'র জন্য ৫২টি, এসসি'র জন্য ২৯টি, এসটি'র জন্য ১৪টি আসন সংরক্ষিত। ৬টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। পারেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩১৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫৭টি, ওবিসি'র জন্য ৮৬টি, এসসি'র জন্য ৪৭টি, এসটি'র জন্য ২৩টি আসন সংরক্ষিত। ৮টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ১১টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। মাতৃঙ্গা ওয়ার্কশপে মোট আসন ৫৪৭টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৭৪টি, ওবিসি'র জন্য ১৪৯টি, এসসি'র জন্য ৮২টি, এসটি'র জন্য ৪২টি আসন

অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা নবোদয় স্কুলে ১৯২৫ নন্-টিচিং স্টাফ **কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ওড়িশা, অসংরক্ষিত ২৫৪টি। এছাড়া, ৬২টি ইডব্লিওএস, ১৬৭টি ওবিসি, ৯৩টি এসসি, ৪৬টি এসটি, ২৫টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (১০) ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, গ্রুপ সি ঃ মোট শন্যপদ ৮৭টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৭টি। এছাডা, ৮টি ইডব্লিওএস, ২৩টি ওবিসি, ১৩টি এসসি, ৬টি এসটি, ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী

এবং ৮টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (৯) কম্পিউটার অপারেটর, গ্রুপ সিঃ মোট শূন্যপদ ৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি। এছাড়া, ১টি ইডব্লিওএস, ১টি ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (৮) স্টেনোগ্রাফার, গ্রুপ সি ঃ মোট শূন্যপদ ২২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০টি। এছাড়া, ৩টি ইডব্লিওএস, ৬টি ওবিসি, ৩টি এসসি, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (৩) ফিমেল স্টাফ নার্স, গ্রুপ বিঃ মোট শুন্যপদ ৮২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩৫টি। এছাড়া, ৭টি ইডব্লিওএস, ২২টি ওবিসি, ১২টি এসসি, ৬টি এসটি, ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত। বয়স ১৮-৪৫ বছর পর্যন্ত। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের উধর্বসীমা ভিন্নতর। সমস্ত কিছর পাশপাশি অন্যান্য পদের ক্ষেত্রেও শন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা, কারিগরি যোগ্যতা, বয়স, বেতনক্রম ও বিস্তারিত বিষয় জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাবে ক্লিক করার মাধ্যমে। দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অনু করে ২০ ফব্রুয়ারির মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও স্ক্যান করে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড

ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সমস্ত নবোদয় বিদ্যালয় সমূহে এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেল্পার, স্টেনো সহ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার অপারেটর, স্টাফ নার্স, ইলেকট্রিশিয়ান, ল্যাব এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শন্যপদঃ ১৯২৫টি. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে পিজি পর্যন্ত, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯-১১ মার্চে, আগরতলায়। এককথায়, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে, পরীক্ষাও নেওয়া হবে অনলাইনে। নবোদয় বিদ্যালয় সমূহে নন্-টিচিং বিভিন্ন পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২০-২-২০২২-এর হিসেবে অনুধর্ব ৪৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে এসসি/এসটি/ ওবিসি সহ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বয়সের ঊধর্বসীমায় ছাড় রয়েছে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শুন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। নিয়োগ হবে এই পদগুলোতেঃ পোস্ট কোড (১৬) এমটিএস, গ্রুপ সিঃ মোট শুন্যপদ ২৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪টি। এছাড়া, ২টি ইডব্লিওএস, ৫টি ওবিসি, ১টি এসসি, ১টি এসটি, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (১৫) মেস হেল্পার, গ্রুপ সিঃ মোট শন্যপদ ৬২৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৫৭টি। এছাডা, ৬২টি ইডব্লিওএস, ১৬৯টি ওবিসি, ৯৪টি এসসি, ৪৭টি এসটি, ২৬টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৬২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (১৪) ল্যাব এটেন্ড্যান্ট, গ্রুপ সি ঃ মোট শন্যপদ ১৪২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫৯টি। এছাড়া, ১৪টি ইডব্লিওএস, ৩৮টি ওবিসি, ২১টি এসসি, ১০টি এসটি, ৬টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ১৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (১৩) ইলেকট্রিশিয়ান কাম প্লাম্বার, গ্রুপ সিঃ মোট শুন্যপদ ২৭৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১৩টি। এছাড়া, ২৭টি ইডব্লিওএস, ৭৩টি ওবিসি, ৪০টি এসসি, ২০টি এসটি, ১১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পোস্ট কোড (১২) জুনিয়র

সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট, গ্রুপ সি ঃ মোট শূন্যপদ ৬২২টি, এর মধ্যে এরপর দুইয়ের পাতায় আগরতলায় ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস ও ফরেস্ট সার্ভিসে চাকরি

ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন

হিসেবে ২১ থেকে ৩২ বছরের

মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫

বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং

শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত

বয়সের ছাড় পাবেন। নিয়োগ হবে

এইসব ক্যাডারে: (১) ইন্ডিয়ান

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (২)

ইভিয়ান পুলিশ সার্ভিস (৪) পি

অ্যান্ড টি অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড

ফিনান্স সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (৫)

ইভিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট

সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (৬) ইন্ডিয়ান

ডিফেন্স অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-

'এ' (৭) ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। যাঁরা ওইসব বিষয় নিয়ে এবছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। সবক্ষেত্রেই প্রার্থিবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২২ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে।উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা হবে একই দিন একই সঙ্গে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৫ জুন, দেশের এইসব কেন্দ্রগুলিতে: **আগরতলা,** কলকাতা, কটক, দিশপুর, গ্যাংটক, রাঁচি, পাটনা, গুয়াহাটি, আইজল, শিলং, পোর্ট ব্লেয়ার ইত্যাদি। অর্থাৎ সারা দেশ জুড়েই পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। প্রয়োজনে অনলাইনে দরখাস্ত পুরণের কৌশল, অনলাইনে পরীক্ষার ফি পাঠানো, এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার

/অ্যাগ্রিকালচারাল

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, ৮১৬ এবং ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (৯) ইন্ডিয়ান পোস্টাল সার্ভিস গ্ৰুপ-'এ' (১০) ইন্ডিয়ান সিভিল অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ'(১১) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১২) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পার্সোনেল সার্ভিস গ্রুপ-সিকিউরিটি কমিশনার গ্রুপ-'এ',

পরীক্ষার মাধ্যমে ১৫১ শূন্যপদে তরুণ-তরুণী নিচ্ছে। এই দুই পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা একই দিনে, একই সঙ্গে হবে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনও শাখার পাস/ অনার্স গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ হলেই আবেদনের যোগ্য, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা ডিগ্রি কোর্সের

'এ'(১৩) পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট (১৪) ইন্ডিয়ান ডিফেন্স এস্টেটস সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৫) ইন্ডিয়ান ইনফর্মেশন সার্ভিস (জুনিয়র গ্রেড) গ্ৰুপ-'এ' (১৬) ইন্ডিয়ান ট্ৰেড রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স সার্ভিস গ্রুপ-'এ' (১৭) ইন্ডিয়ান তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত হতে হবে ১-৮-২০২২ তারিখের কর্পোরেট লু সার্ভিস গ্রুপ-'এ'(১৮) আর্মড ফোর্সেস হেড কোয়াটার্স সিভিল গ্রুপ-'বি' (১৯) দিল্লি ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সিভিল সার্ভিস গ্রুপ-'বি'(২০) দিল্লি ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ-'বি' (২১) পন্ডিচেরী সিভিল সার্ভিস গ্রুপ-'বি' ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, (৩) (২২)পন্ডিচেরী পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ (২৩) ইভিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস গ্রুপ-'এ'। ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার ক্ষেত্রে বটানি/ কেমিস্ট্রি/ জিওলজি/ম্যাথমেটিক্স/ ফিজিক্স/ অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যাভ ভেটেরেনারি সায়েন্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং জুলজি বিষয়ের যে কোনও

আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ নিয়ে পড়াশুনো থাকতে হবে। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের

মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন

পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক

পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস, ফরেস্ট সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, মোট শুন্যপদঃ ৯৬৭ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড ৫ জুন। বিস্তারিত খবর হলো — স্বীকত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজয়েটরাই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেকে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। তবে আবেদন পত্রে আই এফ এস সহ আই এ এস পরীক্ষার কথা উল্লেখ করলে বিজ্ঞান

* পদের নাম ঃ **সিভিল সার্ভিস**

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য) বয়সঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি,

এক নজরে

চাকরির খবর

0--0--0--0--0 * পদের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট

ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (পাওয়ার

গ্ৰীড),

শ্ন্যপদঃ ১০৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক

পাশ, গেট স্কোরে অগ্রাধিকার

পাবেন

বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২০ ফ্রেক্সারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র

ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ স্টাফ নার্স.

পুরুষ (বহিঃরাজ্য),

শূন্যপদঃ ৫৫৮টি.

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ,

বয়সঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড রয়েছে).

অনলাইনে দরখাস্তের

শেষ তারিখ ২১

ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র**

ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),

শুন্যপদঃ ১৩৩টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ডিপ্লোমা

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ,

বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর

(সংরক্ষিত ক্ষেত্রে

নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি.

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার

কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে

জানানো হবে।

0--0--0--0

(ইউপিএসসি)

শ্ন্যপদ ঃ ৮১৬ টি,

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার**

(রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),

শ্ন্যপদঃ ২২০টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও

বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রি

পাশ, ফিনান্সে অভিজ্ঞতা থাকলে

অগ্রাধিকার পারেন.

বয়সঃ ২৫-৪৮ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৪ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র

ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **এমটিএস.**

এলডিসি (ইএসআইসি),

শূন্যপদ ঃ ৪৩১৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক

পাশ থেকে শুরু.

বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৫ ফেব্রুয়ারি.

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র

ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল**

মন্ত্ৰক),

শুন্যপদ ঃ ২৪২২টি.

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক ও

আইটিআই পাশ,

বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৬ ফ্রেব্রুয়ারি.

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র

ও তারিখ কল লেটারে জানানো

হবে।

0--0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট** অ্যাসিস্ট্যান্ট, এসোসিয়েট

(কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),

শৃন্যপদ ঃ ৬৮টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ও

ডিগ্রি পাশ,

বয়স ঃ ২১-৫০ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৬ ফ্রেব্রুয়ারি.

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে

সরাসরি নিয়োগ হবে।

0--0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **ওয়েল্ডার (ভেল)**

শুন্যপদ ঃ ৭৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই

পাশ, নির্দিষ্ট ট্রেডে অভিজ্ঞতা

থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,

বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত

ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),

অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

১৭ ফেব্রুয়ারি,

লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ ইন্ডিয়ান ফরেস্ট **সার্ভিস** (ইউপিএসসি)

শুন্যপদঃ ১৫১ টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য) বয়সঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ

২২ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৫ জুন।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **জেনারেলিস্ট** অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),

শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়সঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি,

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ মার্চে, কলকাতায়। 0--0--0--0

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর** (আইসিডিএস, ত্রিপুরা), টিপিএসসি'র মাধ্যমে,

শূন্যপদ ঃ ৩৬টি, বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, ভাষা জানা সহ কিছু বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে বাংলা/ ককবরক বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা প্রয়োজন,

বছরের ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ পুনরায় ২১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, রাজ্যের ৫টি শহরে লিখিত পরীক্ষা, তারিখ পরে জানানো হবে। 0--0--0--0--0--0

বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0 * পদের নাম ঃ পিওন (রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা), শূন্যপদ ঃ ১৪টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), স্পিড পোস্ট/ রেজিস্ট্রি পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি,

মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। 0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট,**

টেকনিক্যাল এটেল্ড্যান্ট

(ইন্ডিয়ান অয়েল),

শূন্যপদ ঃ ১৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি,

বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

0--0--0--0 * পদের নাম ঃ **এমটিএস,** অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেল্পার, (म्टें त्ना (नर्तापय विष्णानय), শূন্যপদ ঃ ১৯২৫টি,

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে পিজি পর্যন্ত, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৯-১১ মার্চে, আগরতলায়।

'আইটি' গ্রুপ- 'এ' (৮) ইন্ডিয়ান একটি বিষয়ের ডিগ্রিধারীরা আবেদন জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' সার্ভিস কমিশন ২০২২ সালের সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার মাধ্যমে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সার্ভিস গ্রুপ-'এ' করতে পারেন। ফরেস্ট্র এরপর দুইয়ের পাতায় পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরির লক্ষ্যে আড়াই হাজার এপ্রেন্টিস

এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ৯,০০০টি হলেও সেন্ট্রাল সংরক্ষিত। ২১টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ১৭টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। বাইকুল্লা ওয়ার্কশপে মোট আসন ৬০টির বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আরআরসি/ সিআর/ এএ/ ২০২২, তারিখ ১৪ জানুয়ারি, মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১টি, ওবিসি'র জন্য ১৭টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র ২০২২। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। ১টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মুম্বাই ক্লাস্টারে ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়াড়ি বান্দেরে মোট আসন ২৫৮টির এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। অন্যন্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩১টি, ওবিসি'র জন্য ৬৯টি, এসসি'র জন্য ৩৯টি, আসন সংখ্যার বিভাজন জানতে এঁদের এরপর দুইয়ের পাতায়

রেলওয়ে বা মধ্য রেলের জন্য ২,৪২২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়সঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ - ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা মধ্য রেলের মুম্বাই, ভূশোয়াল, পুনে, নাগপুর, সোলাপুর-এর যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ৯,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৭-০১-২০২২-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উধর্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের



জয়ের আশা নিয়ে নামছে ফরোয়ার্ড, রামকৃষ্ণ





প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব দুইটি দলই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামছে। সপার লিগে প্রতিটি দল মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশেষ সুযোগ নেই। সেরা দল নিয়ে জয়ের লক্ষ্যেই ঝাঁপাতে হবে। প্রথম ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর অর্থ হলো খেতাবি দৌড় থেকে অনেকটা দূরে সরে যাওয়া। এই কথাটা মাথায় রেখেই আগামীকাল খেলতে নামছে ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব। শুক্রবার দুইটি দলই শেষ প্রস্তুতি সারলো। রামকৃষ্ণ ক্লাবে চোট-আঘাতের কিছুটা সমস্যা রয়েছে। প্রথম একাদশের দুই ফুটবলার সম্পূর্ণ ফিট নয়। তারপরও

কুশল স্মৃতি টেনিসে নয়টি দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৮-তম কুশল স্মৃতি ওপেন টেনিসে নয়টি দল অংশগ্রহণ করবে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার ডু। পাশাপাশি প্রাথমিক পর্বের খেলাও শুরু হয়। এদিন মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে এই ড্র অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-র ডিআইজি ডঃ আশিস কুমার, ত্রিপুরার টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় সহ অন্যান্যরা। অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে দুইটি গুংপে রাখা হয়েছে। 'এ' গুং পের দলগুলি হলো---বাংলা, ত্রিপুরা-রু, বিএসএফ, মেঘালয়। 'বি' গ্রুপের দলগুলি হলো—কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব, ত্রিপুরা-হোয়াইট, ওএনজিসি, মিজোরাম, নিপকো। প্রথম ম্যাচে এদিন গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা ত্রিপুরা-ব্লু দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। অন্যদিকে, মিজোরাম হারিয়ে ওএনজিসি-কে। আগামীকাল দুপুর বারোটায় মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তাদেরকে প্রথম একাদশে রেখে মাঠে নামবে তারা। অন্যদিকে, ফরোয়ার্ড ক্লাবে চোট-আঘাতজনিত কোন সমস্যা নেই। রাখাল শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যাচে ৩-১ গোলে জয় পায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। লিগেও প্রাথমিক পর্বে ৪-০ গোলে জয় তুলে নেয় ফরোয়ার্ড ক্লাব। চলতি মরশুমে দুই দলের তৃতীয় সাক্ষাৎ-এ কি হবে সেটা সময়ই

বলবে। আপাতত দুইটি দলই জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপাতে চায়। ফরোয়ার্ড কোচ সুভাষ বোস জানিয়েছেন, তিনি জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। অন্যদিকে রামকৃষ্ণ কোচ কৌশিক রায় বলেছেন, জয়ের লক্ষ্য নিয়েই আমরা নামবো। অর্থাৎ দইটি দলই অনেক ইতিবাচক। দলগত শক্তির বিচারে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা কোন দলকেই এগিয়ে রাখছে না। ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে দুই বিদেশি

চিজোবা এবং ভিদাল চিসানো মাঠে নামবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, বিদেশিদের সৌজন্যে তারা এগিয়ে।তবে বিদেশি সমৃদ্ধ এগিয়ে চল সংঘ-কে দুর্দান্ত খেলে হারিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। তাদের হাতে বিদেশি নয় বটে তবে বেশ কয়েকজন উন্নতমানের ভিনরাজ্যের ফুটবলার রয়েছে। যারা এখনও পর্যন্ত দলকে টেনে নিয়ে চলেছে। রামকৃষ্ণ ●এরপর দুইয়ের পাতায়

চার কোচের ফুটবল বুদ্ধির উপরই লিগ জয় নির্ভর করবে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, জুয়েলস-কে অবনমন থেকে আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃশাসক দলের এক প্রবীণ বিধায়কের সৌজন্যে রামকৃষ্ণ ক্লাবের জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে ওয়াকওভার দেওয়া ছাড়া টিএফএ-র এবারের সিনিয়র ডিভিশন লিগ ফুটবলের প্রথম পর্ব অবশ্য ঠিকভাবেই শেষ হয়েছে। জুয়েলস-র অবনমন বাঁচাতে প্রবীণ বিধায়কের নিজের ক্লাব রামকৃষ্ণ ক্লাব অবশ্য ওয়াকওভার দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য সুপার লিগে যেহেতু সিঙ্গল লিগ বা প্রথম লিগের পয়েন্ট যুক্ত হবে না তাই রামকৃষ্ণ নিজেরা সুপারে উঠে

বাঁচাতে ওয়াকওভার দেয়। রাম আমলের মতো অতীতে বাম আমলেও কিন্তু পুলিশকে ষড়যন্ত্ৰ বা চক্রান্ত করে নিচে নামানোর অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ যেহেতু সরকারি দল আর পুলিশের অফিসাররা ফুটবল দল নিয়ে তেমন উৎসাহও দেখান না তাই তাদের অবনমনে ঠেলে দেওয়া সহজ। এদিকে, আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে সুপারের খেলা। যেহেতু শূন্য থেকে শুরু তাই সুপারের গট-আপ বা ওয়াকওভারের সুযোগ নেই। সুপার লিগে কিন্তু চার দলের

সামনেই সমান সুযোগ। চার দলই লিগ জিততে পারে। ২০১৯ সালে লিগ জিতেছিল এগিয়ে চল সংঘ। ২০২০ সালে কোন খেলা হয়নি। এখন ২০২১ সালের খেলা চলছে। এবার অবশ্য শিল্ড জিতেছে এগিয়ে চল সংঘ। এগিয়ে চল সংঘের লক্ষ্য এবার দ্বি-মুকুট জয়। তবে লিগে এগিয়ে চল সংঘ কিন্তু দুইটি ম্যাচ হেরেছে। দুইটি বড় ম্যাচে তাদের পরাজিত হতে হয়েছে। ফরোয়ার্ড ক্লাবও দুইটি ম্যাচ হেরেছে। রামকৃষ্ণ ওয়াকওভার সহ দুইটি ম্যাচ হেরেছে। লালবাহাদুর অবশ্য

এক দিনের সিরিজে চুনকাম রোহিতদের ৩-০ ব্যবধানে জয়ী পোলার্ডদের বিপক্ষে

শর্মাকে হারায় ভারত। কভারে ড্রাইভ করতে গিয়ে আলজারি জোসেফের ঢুকে আসা বলে বোল্ড হয়ে যান রোহিত। তিন বল পরেই আউট কোহলিও। লেগ সাইডের বলে ফ্রিক করতে গিয়েছিলো। ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপার শেই হোপের হাতে ক্যাচ চলে যায়। এক ওভারে দু'উইকেট হারিয়ে তখন বেজায় চাপে (১০)।এই অবস্থায় দলের হাল ধরে শ্রেয়স আয়ার এবং শ্রেয়স, যিনি ঠান্ডা মাথার জন্য পরিচিত।চতুর্থ উইকেটে নবম উইকেটে আলজেরি

আমেদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি।। তৃতীয় এক দিনের ম্যাচেও দু'জনে মিলে যোগ করেন ১১০ রান। অর্ধশতরান করে পর্যুদস্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯৬ রানে হেরে গেল তারা। পত্ত(৫৬) ফেরার পরে বেশিক্ষণ সূর্যকুমার যাদব টিকতে শ্রেয়স আয়ারের দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং বোলারদের পারেননি। তবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে (৩৩) নিয়ে সম্মিলিত পারফরম্যান্সে হেরে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।দলে ভারতের ইনিংস টানতে থাকেন।শতরান পাননি শ্রেয়স। চার পরিবর্তন করেও ক্যারিবিয়ানদের অনায়াসে হারিয়ে ৮০ রানের মাথায় আউট হন। এরপর ব্যাট হাতে দীপক দিল তারা। অন্যান্য দিনের মতো ভারতের শুরুটা চাহারের ঝোড়ো ইনিংসের সৌজন্যে ভারতের রান শুক্রবার ভাল হয়নি। ১৬ রানের মাথাতেই রোহিত আড়াইশো পেরিয়ে যায়।২৬৫ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস।বল হাতে শুরু থেকেই ক্যারিবিয়ানদের উপর দাপট দেখাতে থাকেন ভারতীয় বোলাররা। ২৫ রানের প্রথম তিন উইকেট পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এরপর কিছুক্ষণ ডারেন ব্রাভো (১৯) এবং নিকোলাস পুরান (৩৪) হাল ধরলেও বেশিক্ষণ কেউই টিকতে পারেননি। ৮২ রানের মধ্যে সাত উইকেট হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট ভারত। কিছুক্ষণ পরে ফিরে যান দলে ফেরা শিখর ধবনও ইন্ডিজ। দীপক চাহার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ থেকে কুলদীপ যাদব, প্রত্যেকেই দুরস্ত বল করছিলেন। শেষ ঋষভ পন্ত। খারাপ শট খেলে আউট হওয়ার জন্য দুর্নাম দিকে ঝোড়ো ইনিংসে খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওডিয়ান রয়েছে পন্থের। কিন্তু শুক্রবার চাপের মুখে পরিণত স্মিথ (৩৬)। দলের ১২২ রানের মাথায় ফেরেন তিনি। মানসিকতা দেখিয়ে খেলে যান পন্থ। যোগ্য সঙ্গত দেনতবু যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এতদূর পৌঁছল, তার পিছনে দায়ী ●এরপর দইয়ের পাতায়

তর করালগ্রাসে এমবিবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, দল পাবে হিরো বাইক। ম্যান অফ নভ জ্যোৎ সিং সিধু-র মতো বর্তমান কমিটি কি করছে তা স্পষ্ট আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ দ্য সিরিজের জন্য রয়েছে হিরো রাজ্যের গর্বের এমবিবি স্টেডিয়ামও আজ রাজনীতির করালগ্রাসে চলে এসেছে। অবশ্য ক্রিকেটপ্রেমীরা এতে মোটেই বিস্মিত নয়। এটাই তো হওয়ার ছিল। ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্বে আসার পর থেকে যুগ্মসচিব এবং সভাপতির প্রধান কাজ ছিল দুইটি। প্রথমটি সচিব অপসারণ। আর দ্বিতীয়টি রাজ্যের ধনীতম ক্রীড়া সংস্থা টিসিএ-কে শাসক দলের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা। ২০১৯-র সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়াটাই চলে আসছিল। এবার ষোলোকলা পূর্ণ হলো। এমবিবি-র মতো একটি গর্বের এবং দেশের প্রথম সারির স্টেডিয়ামে এবার টেনিস বলে প্রতিযোগিতা হবে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই প্রতিযোগিতার আয়োজক কারা? ৯-বনমালীপুর মন্ডল এই টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজক। সুতরাং সভাপতি এবং যুগ্মসচিব আনন্দে হাততালি দিতে দিতে এমবিবি স্টেডিয়ামের সর্বনাশের রাস্তা খুলে দেবেন এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে ? প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ৯-বনমালীপুর মভলের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে একটি টাটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। এছাড়া রানার্সআপ

স্কটার। এছাডাও আরও অনেক পুরস্কার রয়েছে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। প্রাথমিক পর্বের ম্যাচগুলি হবে এমবিবি কলেজের উপরের মাঠে। কিন্তু সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। যা প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের এককথায় স্তম্ভিত করে দিয়েছে। এও কি সম্ভব ? ইডেন গার্ডেন, চিন্নাস্বামী, গ্রিন পার্ক, ওয়াংখেরে প্রভৃতি নামকরা স্টেডিয়ামগুলিতে কি কখনও ক্রিকেটের নামে এই ধরনের হাস্যকর দৃশ্য রচিত হয়েছে ? কিংবা বাজনৈতিক হস্তক্ষেপ স্টেডিয়ামগুলির মর্যাদাকে ভূলুষ্ঠিত করে দিয়েছে ? অন্যান্য রাজ্যে যা হয় না ত্রিপুরার রাম রাজত্বে তাই জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বীরেন্দ্র সেওয়াগ দলীপ টুফির ম্যাচে এই এমবিবি স্টেডিয়ামেই ২৭৮ রানের এক সাইক্লোন ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন। এই একটি ইনিংস তাকে জাতীয় দলে জায়গা করে দিয়েছিল। জাতীয় দলের নামজাদা পেসার দেবাশিস মহান্তি এই এমবিবি স্টেডিয়ামেই পূর্বাঞ্চলের হয়ে এক ইনিংসে ১০টি উইকেট ুতুলে নিয়েছিলেন। রাহুল দ্রাবিড়,

জাভাগল শ্রীনাথ, বিনোদ কাম্বলি,

বিশ্বমানের তারকারা এমবিবি স্টেডিয়ামের সবজ ঘাসে পদচারণা করেছিলেন। স্বর্গীয় সমীরণ চক্রবর্তী-র হাত ধরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর এই স্টেডিয়াম ভিনরাজ্যের কোচ এবং ক্রিকেটারদের মনে একটা চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমান জাতীয় দলের ফাস্ট বোলার মহম্মদ সামি এই এমবিবি স্টেডিয়ামে অসাধারণ স্টেডিয়াম আমি কখনও দেখিনি। সেই গর্বের এমবিবি স্টেডিয়াম আজ রাজনীতির করালগ্রাসে ছটফট করতে শুরু করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ রেখে এবার টেনিস বলের প্রতিযোগিতা হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। সারা বছর অসংখ্য কর্মীরা এই স্টেডিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। কত অনায়াসে টেনিস প্রতিযোগিতা করে এই মাঠের বারোটা বাজিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছে টিসিএ। গোটা রাজ্য জুড়েই তো টেনিস বলের প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু তাই বলে এমবিবি স্টেডিয়াম বা পিটিএজি-তে কখনই টেনিস বলের অনুমতি দেয়নি টিসিএ। বিগত কমিটিগুলি শহরের স্টেডিয়ামগুলিকে সারা বছর

উপযোগী করে রাখার চেষ্টা করতো।

জানা নেই। তবে ব্যয়ের খাতে অনেক গরমিলই নাকি দেখা যাচ্ছে। জানার পর থেকেই এমবিবি-র কাজেও নাকি ঢিলেমি দেখা গিয়েছিল। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এই টেনিস বল ক্রিকেটের মূল উদ্যোক্তা রাজ্যের এক শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি হয়তো মাঠ বা পিচ সম্পর্কে সেরকম কিছু জানেন না। কিন্তু টিসিএ-তে যারা আছেন তাদের মধ্যে অস্তত একজনের পিচ এবং মাঠ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। অথচ যখন টিসিএ-র কাছে এমবিবি মাঠে সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ করার নির্দেশ আসে তখন নাকি তারা কোন আপত্তিই করেনি। বরং আনন্দে নাচতে নাচতে অনুমতি দিয়ে দেয়। শুধু অনুমতি দেওয়াই নয় টিসিএ-র তরফে নাকি বলা হয়েছে, ওই দুইটি ম্যাচ সরাসরি পরিচালনা করবে টিসিএ। এই হলো আসল উন্নয়ন। একদিকে ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ। প্রতিযোগিতা করার কোন আগ্রহও নেই। আর অন্যদিকে মন্ডলের টেনিস ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য খুলে দেওয়া হয় এমবিবি-র মতো গর্বের স্টেডিয়াম। ক্রিকেটপ্রেমীরা প্রশ্ন তুলেছেন, টিসিএ-র বর্তমান আধিকারিকদের এতো ক্ষমতা হলো

জাতীয় আসরের ম্যাচ হবে না এটা ●এরপর দুইয়ের পাতায়

স্পোর্টিং মাঠে গোলপোস্ট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘ ৩৫ বছরের অবসান। কামালঘাট স্কুলের ফুটবল মাঠে গোলপোস্ট বসলো। ৩৫ বছর ধরে স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীরা কখনও পাইপ কিংবা কখনও বাঁশ জোড়াতালি দিয়ে গোলপোস্টের কাজ চালাতো। অনেক চেষ্টা হয়েছিল যাতে মাঠে গোলপোস্ট বসানো যায়। বাম আমলের দীর্ঘ বঞ্চনার পর পূর্ব কামালঘাটের পঞ্চায়েত প্রধান পলাশ সিনহা এবং পশ্চিম কামালঘাটের পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীচরণ দাস-র উদ্যোগে অবশেষে কামালঘাটের ফুটবলপ্রেমীদের প্রত্যাশা পূরণ হলো।

গীতা রানি দাস স্মৃতি ক্রিকেট

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ অরবিন্দ সংঘ পরিচালিত গীতা রানি দাস স্মৃতি নক্আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী ১৩ ফব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। প্রতিটি ম্যাচ হবে ১৬ ওভারের। চ্যাম্পিয়ন দল ২৫ হাজার টাকা, রানার্সআপ দল ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। এছাড়া ম্যান অফ দ্য সিরিজের জন্য রয়েছে একটি মোবাইল ফোন। প্রতিটি ম্যাচের সেরাদেরও পুরস্কার দেওয়া হবে। ১০০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলিকে নাম জমা দিতে বলা

ম্যাচ গড়াপেটায় দোষী সাব্যস্ত জাতীয় কোচ সৌম্যদীপ

नशां पिल्लि, ১১ ফেব্রু शांति।।

ম্যাচ গড়াপেটায় দোষী সাব্যস্ত

হলেন জাতীয় টেবিল টেনিস

দলের কোচ সৌম্যদীপ রায়।

টেবিল টেনিস খেলোয়াড মণিকা

বাত্রার করা মামলার রায়ে জানালো দিল্লি হাইকোর্ট। এর ফলে কড়া শাস্তি হতে পারে তাঁর। টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার এগজিকিউটিভ কমিটিকেও ছ'মাসের জন্য নির্বাসিত করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, সংস্থার কাজ পরিচালনার জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ করা হবে প্রশাসক।গত বছর সেপ্টেম্বরে মণিকা একটি মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, জাতীয় দলের তৎকালীন কোচ সৌম্যদীপ রায় তাঁকে অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন পর্বের একটি ম্যাচ ছেড়ে দিতে বলেন। ম্যাচটি মণিকা হারলে টোকিও অলিম্পিক্সে সুতীর্থা মখোপাধ্যায়ের যোগ্যতা অর্জন করা সহজ হত। উল্লেখ্য, সৌম্যদীপ রায়ের কাছেই প্রশিক্ষণ নিতেন সুতীর্থা। মণিকা অলিম্পিক্স সিঙ্গলসে সৌম্যদীপের কোচিংয়ে খেলতে অস্বীকার করেন। মণিকার বক্তব্য ছিল, কয়েক মাস আগে ম্যাচ গড়াপেটায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, এমন কারোর কোচিংয়ে খেললে তাঁর মনোসংযোগে সমস্যা হবে। জাতীয় দলের কোচের অধীনে খেলতে অস্বীকার করায় মণিকাকে শোকজ করে টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। তার পরও অবশ্য মণিকার ব্যক্তিগত কোচ সন্ময় পরাঞ্জাপেকে অলিম্পিক্সে ট্রেনিং করানোর অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও ম্যাচে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। অলিম্পিক্সের পর এশিয়ান টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি মণিকা। যদিও সে সময় তিনি ছয় ধাপ উঠে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ৫০ নম্বরে ছিলেন। যা তাঁর জীবনের সেরা। জি সাথিয়ানের সঙ্গে তাঁর মিক্সড ডাবলস জুটিও বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে একাদশ স্থানে ছিল। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পরেই আদালতের দ্বারস্থ হন মণিকা। হাইকার্টের রায় তাঁর পক্ষে যাওয়ার ফলে কড়া শাস্তি হতে পারে

পএল-র নিলাম

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামীকাল আইপিএল-র দুই দিনব্যাপী নিলাম পর্ব শুরু হবে। ব্যাঙ্গালুরুতে দুই দিনব্যাপী এই মেগা নিলামে ত্রিপুরার ক্রিকেটপ্রেমীরা তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের প্রতিভাবান অমিত আলি-র দিকে। মূলতঃ লেগস্পিনার পাশাপাশি ব্যাটের হাতটাও মন্দ নয়। একাধিক দলে ট্রায়াল দিয়েছে অমিত। পাশাপাশি ব্যাঙ্গালুরুতে এনসিএ-র বিশেষ

নিলামে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় অমিত আলি। শুধু অমিত নয়, গোটা রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরাই একটি গৌরবময় ঘটনার সাক্ষী হতে চায়। ২০০৮ থেকে শুরু হয়েছে আইপিএল। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, এই ১৪ বছরে ত্রিপুরার একজন ক্রিকেটারও আইপিএল খেলার সুযোগ পায়নি। অমিত আলি-র হাত ধরে কি এই ব্যর্থতার অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা যাবে ? দেশ এবং বিদেশের মোট ৫৯০ জন

অংশগ্রহণ করবে। এদের মধ্যে ৩৭০ জন ভারতীয়। এছাড়া ২২০ জন বিদেশি। কোনাবনের অমিত আলি ইতিমধ্যেই জাতীয় ক্ষেত্রে তার যোগ্যতার একাধিক প্রমাণ দিয়েছে। তার স্বীকৃতিও পেতে শুরু করেছে। ত্রিপুরার প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএল-এ সুযোগ পেয়ে ইতিহাস গড়তে পারবে অমিত আলি? আগামী দুইদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকবে ত্রিপুরার ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লিতে পৌঁছেই হোটেলে নিভূতবাস পর্ব স্যাচে নামার সুযোগ হয়নি। এই বছরও দুইটি সংক্ষিপ্ত শুরু হয়েছে। রঞ্জি দলের ক্রিকেটার এবং সাপোর্টিং স্টাফ ফরম্যাটের ক্রিকেট খেলেছে। হঠাৎ করে চারদিনের প্রত্যেকেই নিভূতবাসে রয়েছে। পাঁচদিন এই পর্ব কাটাতে স্যাচ খেলতে নামলে সমস্যা হবেই। পাশাপাশি পর্যাপ্ত হবে। মোট দুইবার প্রতিটি সদস্যের কোভিড টেস্ট হবে। প্রস্তুতিও সেভাবে হয়নি। পেশাদার ক্রিকেটার বাছাইয়েও একদিন পর। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফিতে হলো, টিসিএ সম্ভবত চায় না রাজ্য দলের সাফল্য। তাই অভিযান শুরু করবে রঞ্জি দল। আসর দ্রুত শেষ করার তাগিদে এবার বিসিসিআই রঞ্জি ট্রফিতে ম্যাচের সংখ্যা স্ববস্থায় স্থানীয়রাই দলের ভরসা। তারা যদি নিজেদের কমিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি দল মাত্র তিনটি করে ম্যাচ খেলার মেলে ধরতে পারে তাহলে হয়তো ফলাফল কিছুটা সুযোগ পাবে।আট গ্রুপ থেকে একটি করে দল কোয়ার্টার আশানুরূপ হবে। অন্যথায় পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো ফাইনালে উঠবে। ফলে ত্রিপুরার জন্য বেশ কঠিন লড়াই সলের বিরুদ্ধে লড়াই করাই কঠিন হয়ে যাবে। আগামী অপেক্ষা করছে। ক্রিকেট মহল নিশ্চিত নয় যে, ত্রিপুরা ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুশীলনের সুযোগ পাবে রাজ্য এই কঠিন লড়াইয়ের সফল মোকাবেলা করতে পারবে। দল। পরেরদিনই ম্যাচ খেলতে হবে। আগামীকাল থেকে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, ২০১৯-র পর আর দিবসীয় শুক্রবারই প্রথম টেস্ট হওয়ার কথা।রিপোর্ট পাওয়া যাবে 🔠 দুই নম্বরি করেছে টিসিএ।এক আজীবন সদস্যের বক্তব্য রদ্দিমার্কা ভিনরাজ্যের ক্রিকেটার নিয়ে এসেছে। এই দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার অবশ্যই হোটেলে জিম হবে বলে জানা গেছে।

৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯-তম জন্মদিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার এডিনগর স্কুল মাঠে একটি অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই আস্তঃ প্লে সেন্টার অ্যাথলেটিক্সের উদবোধন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং সদ্য প্রয়াত লতা মঙ্গেশকরের প্রতিকৃতিতে পূজ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন আগত অতিথিবন্দ। অন্ঠানের প্রধান অতিথি তথা নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এই ৩ হাজার মিটার দৌড়ে কলেজ প্লে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ক্রীড়াযজ্ঞের সূচনা করেন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন ৩৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অলক রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্রীডা ও যুবকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, রাজ্য বিজেপি সভাপতি মানিক সাহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, ক্রীড়া আধিকারিক স্বপন সাহা সহ অন্যান্যরা। ১২টি প্লে সেন্টারের মোট ২৬০ জন অ্যাথলিট এতে অংশগ্ৰহণ করে। সবমিলিয়ে আটটি ইভেন্টে তারা অংশগ্রহণ করে। ৪১ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডঃ বি আর

সেন্টারের স্নিগ্ধা চৌধুরী, ছেলেদের বিভাগে আকাশ বর্মণ, মেয়েদের ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে ডঃ বি আর আম্বেদকর সিসি-র অন্তরা ঘোষ, ছেলেদের বিভাগে একই সেন্টারের অনিকেত শীল প্রথম স্থান প্রেয়েছে। মেয়েদের লংজাম্পে প্রথম হয়েছে ইন্দ্রনগরের পিয়ালী দাস, ছেলেদের লংজাস্পে প্রথম হয়েছে পশ্চিম নোয়াগাঁও-র শহিন্ল ইসলাম চৌধুরী। এছাডা মেয়েদের শটপুটে এডিনগরের নিপা আক্তার, ছেলেদের বিভাগে রাকেশ দেববর্মা প্রথম স্থান পেয়েছে। প্রতিযোগিতা সুন্দরভাবে আম্বেদকর কোচিং সেন্টার। মেয়েদের সম্পন্ন হওয়ায় কাউন্সিলার অলক রায়

তীব্র আর্থিক সংকটে মহকুমা ক্রিকেটের কোচিং সেন্টারগুলিতে তালা ঝুলছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ তেমনি দুই ক্রিকেট বা মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ তীব আর্থিক সংকটে অধিকাংশ মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টিসিএ-র বর্তমান কমিটির আমলে নাকি নজিরবিহীন আর্থিক সংকটে সিংহভাগ মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে. চরম আর্থিক সংকটে অধিকাংশ মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনই নাকি তাদের নিয়মিত কোচিং ক্যাম্প বন্ধ করে রেখেছে। তবে যারা এখনও কোচিং ক্যাম্প চালিয়ে রেখেছে তারা নাকি টাকার অভাবে ছেলে-মেয়েদের প্র্যাকটিস বল যেমন দিতে পারছে না তেমনি ছেলে-মেয়েদের সামান্য টিফিন পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থাগুলির আর্থিক সংকট শুরু হয়। যেহেতু যুগ্মসচিবের মৌখিক নির্দেশে গত আড়াই বছরে কোন মহকুমায় ক্লাব ক্রিকেট হয়নি তাই নিয়ম মতো কোন মহকুমা টিসিএ-র অনুদান পায়নি। যেখানে প্রতি ম্যাচে দশ হাজার টাকা এবং একটা সিজনে সর্বোচ্চ ৭২টি ম্যাচে ৭.২ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ার সযোগ ছিল। কিন্তু একদিকে তিন

বছর ধরে যেমন রাজ্যভিত্তিক

ক্রিকেট। এতে করে এক-একটি মহকুমা গত দুই সিজনে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ টাকার অন্দান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এছাড়া রাজ্য স্কুল ক্রিকেট বন্ধ থাকায় ক্ষতি হয়েছে মহকুমাগুলির। অভিযোগ, উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিমির চন্দ পুনরায় টিসিএ-র সচিব পদে ফিরে আসার পর রাজ্য সরকারের কোভিড নিয়ম মেনে ঘরোয়া ত্রিকেট শুরু করার নির্দেশ দেওয়ার পর এখন নাকি টিসিএ-র এক কর্তা বিভিন্ন মহকুমাকে ফোনে হুমকি দিচ্ছেন যে, তারা যেন সচিবের কথায় খেলা শুরু না করে। এখানে নাকি সভাপতির নামও বলা হচ্ছে। সভাপতির অনুমতি ছাড়া নাকি কোন খেলার আয়োজন করলে ওই মহকুমাকে কোন টাকা দেওয়া হবে না। ফলে অধিকাংশ মহকুমা তৈরি হয়েও খেলা শুরু করতে পারছে না। টাকার অভাবে কোচিং ক্যাম্প পর্যন্ত ঠিকভাবে চালিয়ে রাখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। অনুধর্ব ১৪ জোনাল ক্রিকেট কবে হবে, কেবে হবে অনুধর্ব ১৪ রাজ্য ক্রিকেট তা কেউ জানে না। তেমনি বিভিন্ন মহকুমায় অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করার কোন নিৰ্দেশ নাকি নেই। তেমনি স্কুল

সিজন ধরে বন্ধ মহকুমা ক্লাব জনৈক মহকুমা ক্রিকেট কর্তা বলেন, ক্লাব ক্রিকেট না হলে মহক্মাগুলির আর্থিক সংকট শেষ হবে না। কেননা একমাত্র ক্রাব ক্রিকেটেই টিসিএ-র অনুদান বেশি। একটি ম্যাচের জন্য দশ হাজার টাকা এবং প্রস্তুতির জন্য কয়েক লক্ষ টাকা। অভিযোগ, ২৯ মাসে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি যেমন আগরতলা ক্রিকেটকে খতম করে দিয়েছে তেমনি মহকুমা ক্রিকেটকে। চরম আর্থিক সংকটে আজ অধিকাংশ মহকমা। জানা গেছে, একটি মহকুমায় ছেলে-মেয়েদের প্রস্তুতি ম্যাচে খাবার তো দূরের কথা টিফিন পর্যন্ত নাকি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কোচিং ক্যাম্পে ন্যুনতম টিফিন পর্যস্ত দেওয়া হয় না তাই দিন দিন কোচিং সেন্টারে ছেলে-মেয়ে কমছে।শুধ তাই নয়. মহকুমা ক্রিকেট সংস্থাগুলির যে কোচিং সেন্টার আছে সেখানে নাকি প্র্যাকিটিসের জন্য বল পর্যন্ত নেই। পুরোনো বল দিয়ে কোনভাবে প্র্যাক্টিস হয়। সবমিলিয়ে টিসিএ-র বর্তমান কমিটির আমলে নজিরবিহীন আর্থিক সংকটে মহকমা ক্রিকেট। অর্থের অভাবে অনেক মহকমাতে কোচিং সেন্টারগুলি পর্যন্ত গুটিয়ে

ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ওবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক বোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক বোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, কোন বাম কোন বিশ্বর বিশ্ব

সৌম্যদীপের।



সপাতালে নার্সের স্বামীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি বিশালগড়, ১১ ফেব্রুয়ারি।। স্ত্রী নার্স বলেই কি স্বামী তার কর্মস্থলকে নিজের বাড়ি ভেবে নিয়েছেন? শুক্রবার দুপুর ১টা ১০ মিনিট নাগাদ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে একজন নার্সের স্বামী এসে যে ধরনের তাণ্ডব চালিয়েছেন তা দেখে সবাই এই প্রশ্নটি করেছেন। তবে তিনি কি কারণে হাসপাতালে এসে তাণ্ডব দেখালেন তা কেউই স্পষ্টভাবে বলতে পারছেন না। হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা প্রথমে তাকে হাসপাতালে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হম্বিতম্বি করে ভেতরে চলে যান। ভেতরে যাওয়ার সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যেমন চিৎকার করেন, ঠিক তেমনি ভেতরে গিয়েও একইভাবে চিৎকার

অপরাধ স্বীকারে



করতে থাকেন। পরবর্তী সময় স্বাস্থ্যকর্মীরা তাকে অবগত করেন যে, হাসপাতালে আসা রোগীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। তখন কিছুটা তিনি নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তার গোটা আচরণে সবাই হতবাক হয়ে পড়েন।

নিরাপত্তারক্ষীরা কেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না ? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও বিষয়টি নিয়ে এখনও চুপ কেন? যদি কোন রোগীর আত্মীয় পরিজন হাসপাতালে অভিযোগ জানাতে চিৎকার করেন

আসে। কিন্তু এদিনের ঘটনায় কোন পুলিশকর্মীকে হাসপাতালে আসতে দেখা যায়নি। অভিযুক্তের স্ত্রী নার্স বলেই কি ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে? হাসপাতালে আসা অন্য রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা অভিযোগ করেছেন হয়তো ওই ব্যক্তি ঘটনার সময় সুস্থ অবস্থায় ছিলেন না।কারণ, সুস্থ মানুষকে কোনভাবেই হাসপাতালে এসে এ ধরনের আচরণ করতে দেখা যায় না। অভিযোগ, সেই ব্যক্তি হাসপাতালের চিকিৎসক সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। তারাও ঘটনাটি নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খুলেননি। ধারণা করা হচ্ছে, হয়তো স্ত্রী'র কোন বিষয় নিয়েই তিনি হাসপাতালে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাগুব শুরু কেরন। তবে সেই কারণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **চড়িলাম, ১১ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্যে ইদানীংকালে নিখোঁজের ঘটনা খবরের শিরোনামে উঠে আসছে। এ ধরনের ঘটনা রাজ্যবাসীকে ভাবিয়ে তুলছে। ফের এক যুবতির নিখোঁজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনা

জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত অমরেন্দ্রনগর ভিলেজ কমিটি এলাকার নয়ন সর্দারপাড়ায়। বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সদ্য কলেজ পাশ করা রীতা দেববর্মা(২১)। পিতা রতি মোহন দেববর্মা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ছিল বিশ্রামগঞ্জ সাপ্তাহিক বাজার। প্রত্যন্ত এলাকাগুলো থেকে অধিক সংখ্যায় জনজাতি নাগরিকরা বিশ্রামগঞ্জ বাজারে এদিন আসেন। রীতাও বাডিতে তার মাকে বলে এসেছে সে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে যাবে। যথারীতি মা'ও অনুমতি দিয়ে দেয়। কারণ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দূর-দূরাজের জনজাতি নাগরিকরা বিশ্রামগঞ্জ বাজারে যায় সাপ্তাহিক বাজার করতে। যে কারণে রীতার মা'ও তাকে বাজারে যেতে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও বাড়িতে ফিরে আসেনি রীতা। আত্মীয়স্বজন থেকে। আরম্ভ করে বন্ধুবান্ধব

সামথীর ব্যবসার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বৌদি। সেই কারণে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। এমনকী এখন আক্রান্ত মহিলা এবং তার স্বামী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাই বিশ্রামগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাড়া-প্রতিবেশী সব জায়গায় জানান আক্রান্ত মহিলা।জম্পুইজলা খোঁজ করেও তার সন্ধান পায়নি ব্লকের অমরেন্দ্রনগর ভিলেজের ওই বলে জানিয়েছে তার পিতা। শেষ মহিলা জানিয়েছেন, ৯ মাস আগে পর্যন্ত শুক্রবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ তিনি নেশা কারবারের বিরুদ্ধে থানায় মিসিং ডায়েরি করে রীতার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আক্রান্ত পিতা রতি মোহন দেববর্মা। রীতা হয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা ওমেন্স কলেজ থেকে তিনি অভিযুক্ত দেবরের বিরুদ্ধে বিএ পাস করেছে। গৃহশিক্ষকতাও বিশালগড় আদালতে মামলা করে বলে জানিয়েছে তার পিতা। করেছিলেন। কিন্তু এখন তাকে মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় দৃশ্চিন্তায় মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়া রয়েছেন তার মা-বাবা। এখন দেখার হচ্ছে। মহিলার বাড়ির পাশেই বিষয়, পুলিশ রীতার সন্ধান দিতে কি অভিযুক্তের বাড়ি। সে সব সময় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাড়িতে নেশার ট্যাবলেটের ব্যবসা চালিয়ে যাচেছ বলে মহিলার অভিযোগ। এমনকী তার বাড়িতেও

হাভিয়া আয়ুবোদক মোডাসন সেন্টার

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,৭০০ ভরিঃ ৫৬,৮১৬

Orthore

ফের নিখোঁজ পুলিশের বিবৃতিতে ভুল তথ্য যুবতি, চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, করেন তার বাবা। মামলার নম্বর আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ৬/২০২২। পুলাশি ভারতীয় অপহ্নতা উদ্ধারের ঘটনায় ভুল তথ্য দিলো পুলিশ সদর দফতর। এক থানার সাফল্য অন্য থানার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে খোদ পুলিশ সদর দফতর থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে। নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করেছে আমতলি থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের প্রেস রিলিজে সাফল্য দেখানো হয়েছে খোয়াই থানার। এই ঘটনা ঘিরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পুলিশের মধ্যেই। জানা গেছে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি তেলিয়ামুড়া এলাকা থেকে কল্যাণপুরের একটি মেয়ে অপহরণের শিকার হয়। ১৭ বছরের মেয়েটির বাড়ি কল্যাণপুর থানা এলাকায় হওয়ায় সেখানেই মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম,

১১ ফেব্রুয়ারি।। দেবরের নেশা

নেশার আসর বসে। উঠতি বয়সের

ছেলেমেয়েরা ওই বাড়িতে এসে

নেশার আড্ডায় মেতে উঠে। তাই

যেকোনো ব্যাথা থেকে

Relife

যেমন -

বাতের ব্যাথা,

কোমর ব্যাথা,

হাটু ব্যাথা।

ব্যবহার করুন।

Orthoref Capsules

MRP: 275/-

দণ্ডবিধির ৩৬৩ ধারায় মামলা নিয়ে রাজ্যের থানাগুলিকে এই তথ্য পৌছে দেয়।খবর আসে শহরতলির আমতলি থানা এলাকার বেলাবরে মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খবর পেয়ে শুক্রবার আমতলি থানার পুলিশ বিকাল ৫টা নাগাদ বেলাবর থেকেই অপহ্নতাকে উদ্ধার করে। মোবাইল সূত্র ধরেই তাকে উদ্ধার করা হয়। এই খবর পেয়ে কল্যাণ পুর থানা থেকে পুলিশ এসে উদ্ধার হওয়া মেয়েটিকে আমতলি থানা থেকে নিয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন পুলিশ সদর দফতর থেকে এআইজি প্রেস রিলিজ জারি করেন সেখানে দেখানো হয় খোয়াই থানার এরপর দুইয়ের পাতায়

মামলা প্রত্যাহারে চাপ থানার দ্বারস্থ মহিলা

তিনি দেবরকে অনুরোধ করেছিলেন এই ধরনের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য। কিন্তু ব্যবহার করা তো দুরে থাক উল্টো মহিলাকে তার হাতে আক্রাস্ত হতে হয়। মহিলার কথা অনুযায়ী কাজের সুবাদে তিনি এবং তার স্বামী প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তাদের দুই মেয়ে ওই সময় বাড়িতে একা থাকে। সেই কারণেই তিনি এখন আতঙ্কিত হয়ে আছেন। কারণ, অভিযুক্ত দেবর তাদেরকে বারবার চাপ দিচ্ছে পুরোনো মামলা এরপর দুইয়ের পাতায় ভৰ্তি চলছে

Open Board

10th & 12th এ পরিক্ষা দিয়ে পাস করতে অতিসত্ত্র যোগাযোগ করুন BA,MA,D PHARMA ENGG,DMLT,BED,D.ELED যোগাযোগ

7642014420

াবা আমিল সুফি

GRAMMAR & **SPOKEN**

ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।

– ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

Mob - 9863451923 8837086099

আদলা বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন আদলা ইট, চিপস্, দরজা, জানালা, কাঠ টিন বিক্রয় হয়।

'শিবশক্তি কেরিং সেন্টার' 8413987741 9051811933

বিঃদঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

লোক চাই

Fast Food or Restaurant এর জন্য Cook helper, চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। — ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 6009509093

ভাড়া দেওয়া হইবে

বড় রাস্তার পাশে একটি চালু ক্যাফে / রেস্ট্রেরেন্টের সব জিনিসপত্র সহ ভাডা দেওয়া হবে।

— ঃ যোগাযোগ ঃ— Mob - 9366793390

ट्यल रेटिया अत्रन छालिख

Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সমাধান

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পোশালিস্ট।

ঘরে বঙ্গে A to Z সমস্যার সমাধান

যদি কারও স্বামী. প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান





বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অল ত্রিপুরা কনট্রাকটর এসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারি (রবিবার) বেলা ১২টায় আমাদের এসোসিয়েশনের হল ঘরে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় সকল স্তরের সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়

১) এসোসিয়েশনের ভবিষ্যত কর্ম পদ্ধতি।

২) সাধারণ সভার দিন ঠিক করা। ৩) বিবিধ।

সুভাষ চন্দ্ৰ দত্ত চেয়ারম্যান, এডহক কমিটি অল ত্রিপুরা কনট্রাকটর এসোসিয়েশন

বশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন গাড়ি পুলিশ কিংবা টিএসআর জওয়ান ছটে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হাসপাতালের এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

ছাড়া পেলো চোর প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। **আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।।** সবজি আইনজীবীর বাড়িতে চুরি করতে ক্ষেত নম্ভ করার সময় গরুর ছবি এসে সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে মোবাইল বন্দি করায় আক্রান্ত এক যায়। অভিযুক্ত চোর শুক্রবার তরুণী বধু। গুরুতর জখম অবস্থায় আদালতে দোষ স্বীকার করে ছাড়া ওই তর়ণী বধূকে জিবিপি পেলেন। তার নাম দীপঙ্কর দত্ত। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাড়ি রামঠাকুর লেন এলাকায়। ৬-৭জন পুরুষ মিলে এই মহিলাকে ধলেশ্বরের সিনিয়র অ্যাডভোকেট পিটিয়ে বীরত্ব জাহির করেছেন। সম্রাট কর ভৌমিকের বাড়ির জলের তাদের বিরুদ্ধে রামনগর পুলিশ কল চুরি করেছিল দীপক্ষর। চুরির ফাঁড়িতে অভিযোগ জানানো দৃশ্য সিসি টিভির ক্যামেরায় ধরা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশ পড়ে। এই ফুটেজ দেখেই পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। জানা দীপঙ্করকে গ্রেফতার করে আদালতে গেছে, ঘটনাটি হয়েছে শহরতলির লঙ্কামুড়ার ঘোষপাড়ায়। আহত হাজির করে। ঘটনার পর ৯ মাস ধরে জেলেই খাটছিলেন দীপঙ্কর। মহিলার নাম দীপিকা সরকার। শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ ঘটনার শেষ পর্যন্ত শুক্রবার আদালতে দোষ সূত্রপাত। দীপিকা জানিয়েছেন, স্বীকার করেই ছাড়া পান।

ঘটনায় আদালতের নির্দেশে গাড়ি পেলেন মেরি দেববর্মা। গত ৩০ ডিসেম্বর

চুরির গাড়ি বলে চন্দ্রপুর আইএসবিটি এলাকার কিছু যুবক স্করপিউ গাড়িটি

আটক করেছিল। গাড়ির মালিক মেরি দেববর্মাকে তারা চোর বলে দাবি

করেছেন। ঘটনার তদন্ত করে পূর্ব আগরতলা থানার পূলিশ। মেরি দেববর্মাও

গাড়িটি পূর্ব থানার কাছে দিয়ে আদালতে আবেদন করেন। শেষ পর্যন্ত

শুক্রবার আদালত স্করপিউ গাড়িটি মেরির বলেই নির্দেশ দিয়েছেন। মেরি

দেববর্মা জানান, সত্যের জয় হয়েছে। স্করপিউ গাড়িটি চুরির বলে আমাকে

অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। গাড়ির মালিকানার কাগজ আমার কাছেই

রয়েছে। কিন্তু আমাকেই চোর বলা হয়েছিল। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে,

তাহলে গাড়িটি কার? আদালতের নির্দেশে গাড়িটি পেলেন মেরি

দেববর্মা। অথচ এই গাড়িটির মালিকানা দাবি করে দুই যুবক চন্দ্রপুর

আইএসবিটি এলাকায় ব্যাপক হৈ চৈ তৈরি করেছিল। থানায়ও মামলা করেন।

তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। শহরের মিলনচক্রে

বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ পাল হত্যাকাণ্ডের সাড়ে তিন বছর পর আদালতে

চার্জ গঠন হলো। বাড়ির পাশেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বিশ্বজিৎ পাল

(৩৬)-কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা সবাই

শাসকদলেরই নেতা-কর্মী। চাঞ্চল্যকর এই খুনের ঘটনায় পাঁচ নেতা-কর্মীর

নামেই চার্জশিট দিয়েছিল পুলিশ। শুক্রবার পশ্চিম জেলার দায়রা বিচারক

অংশুমান দেববর্মার কোর্টে পাঁচ জনের নামে চার্জ গঠন করা হয়। ভারতীয়

দণ্ডবিধির ৩০২, ২০১, ৩৪ ধারা ছাড়াও ২৭ আর্মস অ্যাক্টে চার্জ গঠন হয়েছে।

অভিযুক্ত হলো— বিজেপির যুব মোর্চার প্রাক্তন নেতা প্রাণজিৎ ভৌমিক,

পীযুষ কান্তি ভৌমিক, বিশু দাস, রতন মিয়া এবং বিশ্বজিৎ দে। ২০১৮

সালের ২৪ জুন মিলনচক্র এলাকায় খুন হয়েছিলেন বিজেপির ৪৬নং

আপনার শহরে এসে গেছে

এরপর দুইয়ের পাতায়

ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ পাল।

তাদের কৃষি ক্ষেত প্রায়ই নষ্ট করে প্রতিবেশীর গরু। এনিয়ে বারবার অভিযোগ জানানো হলেও প্রতিবেশীরা স্বীকার করেন না। পাল্টা ধমকিয়ে যায়। এদিন সকালে আবারও গরু এসে সবজি নষ্ট করছিল। এবার প্রমাণ হিসেবে মোবাইলেই এই ছবি তুলে রাখছিলেন দীপিকা। এই তরুণীর স্বামী এবং শ্বাশুড়ি বাড়ি ছিলেন না। গরু সবজি ক্ষেত নষ্ট করতে দেখে তিনি এই ঘটনা মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করে রাখছিলেন। এমন সময় তা দেখে তার প্রতিবেশী বিকাশ, সুমন, লিটন, রামু, লালমোহন এবং বিনয় এসে দীপিকা প্রথমে অশ্লীল ভাষায় গালাগল করতে থাকে। তার চুলের মুঠোয়

প্রতিবাদী কলম প্রাতানাধ,

মহিলাদের উপর মারধরের

প্রণবতা বাড়ছে। সামান্য একটি

বিবাদকে ঘিরে এক মহিলাকে

মহিলাকে জিবিপি হাসপাতালে

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেনি।

আহত গৃহবধূর অবস্থা গুরুতর

তরুণী বধুর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছোট ভাই বাঁচাতে এলে তাকেও লাঠি দিয়ে মারা হয়। ঘটনার সময় অভিযুক্ত পরিবারের ২০ জনের উপর উপস্থিত ছিলেন।তারা কেউই

দীপিকাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি। প্রতিবেশীরাই তাকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ। তবে কাউকেই পুলিশ গ্রেফতার করেনি। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় দীপিকা তার উপর অত্যাচারের বিচার চেয়েছেন। তিনি জানান, আমাকে যেভাবে মারধর করেছে তার বিচার চাই পলিশের কাছে। থানায় আমি লিখিত অভিযোগও করবো। মহিলাকে পিটিয়ে বীরত্ব

ধরে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে।

রাজাব হােসেন এবং কুলচান সোনামুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিবেশীর বাড়িতে গরু চড়ানোকে কেন্দ্র করে এই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। ঝগড়া ঘিরে প্রতিবেশী গহবধুকে শ্লীলতাহানি বেধড়ক পিটিয়ে দিলো তিন এবং বেধড়ক পেটানো হয়। আহত পাষ্ড। গুরুত্র অবস্থায় ওই গৃহবধুকে এলাকার লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ভর্তি করা হলেও পুলিশ একজনও সোনামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। বলে জানা গেছে। এই ঘটনাটি তিনি ঘটনার বিচার চান। কিন্তু

হয়েছে সোনামুড়া এলাকায়। পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তরা হলো আলি আহমেদ, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি। ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সস্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্ কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্তর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

মেডিকা সেন্টার আগরতলা মেডিকা সুপারস্পেশালটি হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগন পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন

ডাঃ সুনন্দন বসু

কনসালটেন্ট - নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জারি





তারিখ :24/02/2022 **(**) 7005128797 / 03812310066 টেরেসা হেল্থ কেয়ার

বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে. আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

Japanese Technology তে তৈরী ভারতবর্ষ খ্যাত উন্নত মানের **DIGITAL AUTO RICKSHAW FARE METER BOOKING & SERVICES CENTRE** Authorised Distributor: Legal Metrology Dept.) M/S. AJAY PAUL Sakuntala Road, Opp. of Metro Bazar, Agartala, Tripura (W) Mobile: 9774543698 / 9436122718

নিজেই নিজের Boss হয়ে চলুন আজই Join করুন ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ

রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থা তথা Life Insurance Corporation of India তে এজেন্ট হিসাবে এবং তাতে সুবিধা হিসেবে পাবেন মাসিক স্টাইপেন্ড ৫০০০ থেকে ৬০০০ হাজার টাকা, আকর্ষণীয় কমিশন আয়, মাসিক ইন্সেন্টিভ, পেনশন,গ্রাচুইটি, সৌভাগ্য সাফল্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যুৎ ইত্যাদি আরও অতিরিক্ত সুবিধা।

যোগাযোগ করুন:-7005400300





03813564210 / 8119907265 / 8119853440

মেডিস্ক্যান ডায়গোনস্টিক ৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।